সাহিত্যাংশ

অধ্যায় ১ বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ The Era of Bengali Literature

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

যুগবিভাগ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত লিখিত রূপই- **সাহিত্য।**
- 'সহিত' শব্দ থেকে- **সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি।**
- বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্মই- **বাংলা সাহিত্য নামে পরিচিত।**
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পথচলা শুরু হয়- **চর্যাপদের কাল থেকে।**
- ভাষাতাত্ত্বিকদের বিবেচনাপ্রসূত বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাজন করা হয় তিন ভাগে- **যথা : ক. প্রাচীনযুগ (৬৫০ - ১২০০) খ. মধ্যযুগ (১২০১ - ১৮০০) গ. আধুনিক যুগ (১৮০১- বর্তমান)।**
- বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচয়িতার নাম হলো- **ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোপাল হালদার, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ।**
- 'একের সহিত অন্যের মিলনের মাধ্যমই হল সাহিত্য' উক্তিটি- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**
- 'সাহিত্য' (সহিত + য) হলো- **প্রত্যয় সাধিত শব্দ।**
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের তুলনায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস- **অনেক পুরাতন।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে সাহিত্যের কাজ হলো- **'অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।'**
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রাচীনযুগের ব্যাপ্তি- **৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ।**

প্রাচীনযুগ (সাহিত্য ও অন্যান্য তথ্য)

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন/আদি যুগের নিদর্শন হলো- **চর্যাপদ।**
- প্রাচীনযুগের সময়কাল- **৬৫০-১২০০ খ্রি. পর্যন্ত।**
- চর্যাপদের ভাষা বাংলা এটি প্রমাণ করেন- **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।**
- 'চর্যাপদ' যে ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য- **সহজিয়া বৌদ্ধ।**
- 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' এর অর্থ- কোনোটি আচরণীয়, আর কোনোটি নয়।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য যান- তিব্বত, নেপাল।
- কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'চর্যাপদ' সম্পাদনা করেন- শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ 'চর্যাপদ'- সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়।
- যে রাজবংশের আমলে 'চর্যাপদ' রচনা শুরু হয়- পাল।
- 'সন্ধ্যাভাষা' যে সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত- চর্যাপদ।
- চর্যাপদের অন্যতম দুইজন কবির নাম হলো- ভুসুকুপা ও শবরপা।
- 'চর্যাপদ' এর ছন্দে- মাত্রাবৃত্ত।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, চর্যাপদের ভাষা- বঙ্গ-কামরূপী।
- যে কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন- ভুসুকুপা।
- পণ্ডিত চর্যাপদের পদগুলো টীকা আকারে ব্যাখ্যা করেন- মুনিদত্ত।
- চর্যাপদের আবিষ্কারক- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি- **মহামহোপাধ্যায়।**
- 'চর্যাপদ' প্রথম প্রকাশিত হয়- ১৯১৬ সালে।
- চর্যাপদে যে পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে- ২৩ নং পদ (রচয়িতা : ভুসুকুপা)।
- 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয়- ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ দরবারের পুথিশালা থেকে।
- প্রথম প্রকাশের সময় চর্যাপদের নাম ছিল- 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা।'
- চর্যাপদের রচয়িতারা ছিলেন- বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন- কাহ্নপা (১৩ টি)।
- চর্যাপদে বর্ণিত আছে- বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা।
- চর্যাপদের রচয়িতার সংখ্যা- ২৩ জন (মতান্তরে ২৪ জন)।
- চর্যাপদে মোট পদ আছে- ৫১ টি।
- চর্যাপদের পুথি নেপালে যাবার কারণ- তুর্কি আক্রমণের সময়ে পণ্ডিতগণ তাঁদের পুথি নিয়ে নেপালের তিব্বতে চলে যান।
- চর্যাপদে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত পদ সংখ্যা- সাড়ে ৪৬ টি।
- চর্যাপদের সবচেয়ে প্রাচীন/বাংলা সাহিত্যের আদি কবি- লুইপা; (তাঁর রচিত পদ-২ টি)
- বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয়- বৌদ্ধদের হাতে।
- চর্যাপদে যে কবির রচিত পদটি পাওয়া যায়নি- তন্ত্রীপা।
- চর্যাপদের অপর নাম- চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি।
- চর্যাপদের ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিহিত করেছেন- সন্ধ্যা ভাষা/ আলো আঁধারি ভাষা নামে।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ- কাব্য।
- লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি- ছড়া।
- প্রাচীনকালে বাংলা কাব্য ও সাহিত্য বেশি বেশি চর্চা হয়েছে- পাল ও সেন রাজাদের আমলে।
- 'চর্যাপদ' মূলত- কবিতা/গানের সংকলন।
- চর্যাপদে একজন কবিকে মহিলা কবি হিসেবে অনুমান করা হয় তার নাম- কুক্কুরীপা।
- 'চর্যাপদ'-এ অন্তর্ভুক্ত প্রথম পদটি রচয়িতা- লুইপা।
- 'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন হলেও যাঁরা চর্যাপদকে তাদের ভাষার আদি নিদর্শন বলে দাবি করেন- হিন্দি, মৈথিলি, অসমীয়া ও উড়িষ্যা অঞ্চলের মানুষেরা।
- চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন- ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের পুথিশালা থেকে 'চর্যাপদ' ছাড়া আরো তিনটি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। সেগুলো হলো- সরহপাদের দোহা, কৃষ্ণপাদের দোহা এবং ডাকার্ণব

মধ্যযুগ (সাহিত্য ও অন্যান্য)

❖ মধ্যযুগ ❖

- বাংলা ভাষার মধ্যযুগ হিসেবে বিবেচিত- **১২০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।**
- মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য- ধর্ম মুখ্য, যার প্রেক্ষিতে মানুষ ক্রমেই গৌণ হয়ে পড়ে।
- ইরানের কবি হাফিজের সঙ্গে পত্রালাপ হয়েছিল- **বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের।**
- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে রাজভাষা ছিল- **ফারসি।**
- বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত- **আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।**
- মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন- পাঠান সুলতানগণ।
- কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন- গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ।
- ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরি' এর রচয়িতা- **আবুল ফজল।**
- গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন- **শাহ মুহম্মদ সগীর।**
- কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্য অবলম্বনে রচনা করেন- **'পদ্মাবতী' কাব্য।**
- 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা- শাহ মুহম্মদ সগীর।
- মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি- শাহ মুহম্মদ সগীর।
- 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের কাহিনি নিয়ে রচিত ইংরেজি ঔপন্যাসিক টমাস মানের উপন্যাসের নাম- 'Zosef and his brother's'।

CamScanner

❖ অন্ধকার যুগ ❖

- ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত এ দেড়শ বছর বাংলা সাহিত্যে কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন না পাওয়ার কারণে ঐতিহাসিকগণ এ সময়কে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বা 'তমসার যুগ' নামে অভিহিত করেন। তুর্কি আক্রমণের ফলে এ সময় দেশে একটা অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল – এ ধরনের একটি অনুমান থেকে অন্ধকারযুগের অবতারণা করা হলেও আহমদ শরীফ সহ অনেক গবেষক অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।
- 'হিন্দু সমালোচকদের চাপিয়ে দেওয়া দোষ এই অন্ধকার যুগ' মন্তব্যটি– অন্ধকার যুগ সম্পর্কে আহমদ শরীফের।
- অন্ধকার যুগে আবিষ্কৃত দুটি সাহিত্যকর্মের– 'শূন্যপুরাণ' এবং 'সেক শুভোদয়া'।
- বৌদ্ধধর্মীয় তত্ত্বগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণের' রচয়িতা– রামাই পণ্ডিত।
- পীর মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক কাব্য 'সেক শুভোদয়ার' রচয়িতা– হলায়ুধ মিশ্র।
- সৈয়দ আলী আহসান 'প্রায় শূন্যতার যুগ' বলে উল্লেখ করেছেন– ১২০১-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালকে।
- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়– তুর্কি শাসকদের সময়কে।
- 'শূন্যপুরাণ' বিভক্ত– ২৫টি অধ্যায়ে।
- 'শূন্যপুরাণ' প্রকাশিত হয়– বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে।
- গদ্য-পদ্য মিশ্রিত সংস্কৃত কাব্যকে– চম্পূকাব্য বলে।
- 'শূন্যপুরাণ' ও 'সেক শুভোদয়া'– চম্পূকাব্য।

❖ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ❖

- গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত– ধামালি।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা– বড়ু চণ্ডীদাস।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বড়ায়ি হলো– রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী।
- মধ্যযুগের প্রথম কাব্য– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি আবিষ্কৃত হয়– গোয়ালঘরের মাচা থেকে।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আবিষ্কার করেন– বসন্তরঞ্জন রায়।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড সংখ্যা– ১৩টি।
- মধ্যযুগের প্রথম কবি– বড়ু চণ্ডীদাস।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রকৃত নাম– শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি দিয়েছিলেন– বসন্তরঞ্জন রায়।
- বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি– বিদ্বদ্বল্লভ।
- বাংলা সাহিত্যে একাধিক পদকর্তা নিজেকে চণ্ডীদাস পরিচয় দেওয়ায় যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা– চণ্ডীদাস সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।
- তিনজন স্বীকৃত চণ্ডীদাসের নাম– বড়ু, দীন এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস ।
- মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু– ধর্মকেন্দ্রিকতা।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি প্রকাশিত হয়– বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচনাকাল– চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী (১৩৪০-১৪৪০)।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রধান তিনটি চরিত্র– রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি।

❖ বৈষ্ণব পদাবলি ❖

- বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক বিশেষ সৃষ্টিকে– পদ বা পদাবলি বলে।
- বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা/পদাবলির প্রথম কবি– বিদ্যাপতি।
- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা– চণ্ডীদাস।
- 'বিদ্যাপতি' যে রাজসভার কবি ছিলেন– মিথিলা।
- 'ব্রজবুলি' হচ্ছে– এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা।
- বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে সৃষ্ট ভাষার নাম– ব্রজবুলি।
- 'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক/স্রষ্টা– বিদ্যাপতি।
- 'গীতগোবিন্দ' যে ভাষায় রচিত– ব্রজবুলি।
- 'মৈথিলি কোকিল' নামে খ্যাত বিদ্যাপতি উপাধি– কবিকণ্ঠহার।
- বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি– বিদ্যাপতি।
- 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর।' উক্তিটি– বিদ্যাপতি।
- 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই' উক্তিটি– চণ্ডীদাস।
- 'সই কেমনে ধরিব হিয়া/ আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া।' উক্তিটি– চণ্ডীদাস।
- 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' পদটি যে বৈষ্ণব কবির– চণ্ডীদাস।
- 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' পদটির রচয়িতা– জ্ঞানদাস।
- 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল' পদটি– জ্ঞানদাসের।
- বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়– গোবিন্দদাসকে।
- শক্তির দেবতাকে কেন্দ্র করে (১৮ শতকে) যে গান রচনা করা হয়, তাকে বলে– শাক্ত পদাবলি।
- শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত– রামপ্রসাদ সেন।

❖ মঙ্গলকাব্য ❖

- যে কাব্য শ্রবণ করলে সর্বাধিক অকল্যাণ দূর হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল লাভ হয় তাকে বলে– মঙ্গলকাব্য।
- মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য বিষয়– দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা।
- মঙ্গলকাব্যে যে দুই দেবতার প্রাধান্য বেশি– মনসা ও চণ্ডী।
- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রধান কবি– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল– স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ।
- মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র মারা যান– ১৭৬০ সালে।
- মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- কবি ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছিলেন– রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।
- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র– মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যা, সুন্দর, মালিনী।
- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' উক্তিটি– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের।
- মনসামঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি– বিজয়গুপ্ত।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান/শ্রেষ্ঠ কবি– মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের আদিকবি– ময়ূরভট্ট।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা– রূপরাম চক্রবর্তী।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি– ঘনরাম চক্রবর্তী।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদিকবি– কবি কানা হরিদত্ত।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অপর নাম– পদ্মাপুরাণ।
- চাঁদ সওদাগর, বেহুলা ও লখিন্দরের সর্প দংশনের কাহিনি নিয়ে রচিত কাব্য– 'মনসামঙ্গল' কাব্য।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র– চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর।
- 'মনসা বিজয়' কাব্যের রচয়িতা– বিপ্রদাস পিপ্‌লাই।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আদিকবি– চতুর্দশ শতকের কবি মানিক দত্ত।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র– কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়ুদত্ত, মুরারি শীল।
- ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' এর রচয়িতা– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- বাইশজন কবি রচিত মনসামঙ্গলের বিভিন্ন অংশের সংকলনকে বলে– বাইশা।
- প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লৌকিক কাহিনি বর্ণনায় নায়ক-নায়িকার বারো মাসের সুখ-দুঃখের বিবরণের রীতিকে বলে– বারোমাসী বা বারমাস্যা।
- বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ 'ক' থেকে 'হ' পর্যন্ত ৩৪ বর্ণের প্রত্যেকটি প্রথমে ব্যবহার করে বিপন্ন নায়ক-নায়িকা ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে যে দেব-বন্দনামূলক স্তব রচিত হয়, তাই– চৌতিশা।

❖ শ্রীচৈতন্যদেব ও সাহিত্য ❖

- বাংলা সাহিত্যে একটি পঙ্‌ক্তিও না লিখে শ্রী চৈতন্যদেবের নামে সৃষ্ট যুগ– চৈতন্য যুগ (১৫০০-১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)।
- চৈতন্যদেব ছিলেন– বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক।
- শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনিকাব্য রচয়িতা– বৃন্দাবন দাস।
- চৈতন্যজীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি– কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
- 'চৈতন্যমঙ্গল' এর রচয়িতা– লোচনদাস।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যার প্রভাব অপরিসীম– চৈতন্যদেব।
- 'নবীবংশ' পুস্তকটির রচয়িতা– সৈয়দ সুলতান।

CS CamScanner

- প্রথম বাংলা জীবনীকাব্য রচিত হয়– ষোড়শ শতকে।
- প্রথম জীবনীকাব্য রচিত হয়– শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে।
- চৈতন্যদেবের জীবনী সাহিত্যকে– 'কড়চা' নামে অভিহিত।
- বাংলায় বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থের নাম– চৈতন্য-ভাগবত।

❖ আরাকান রাজসভা ও সাহিত্য ❖

- মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত– আরাকান।
- আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভার অন্যতম কবির নাম– আলাওল।
- 'সিকান্দরনামা' কাব্যের রচয়িতা– আলাওল।
- আরাকানে সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল– সপ্তদশ শতকে।
- আলাওলের 'তোহফা'– নীতিকাব্য।
- লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা– দৌলত কাজী।
- আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি– দৌলত কাজী।
- 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্যটির রচয়িতা– দৌলত কাজী।
- মহাকবি আলাওল যে যুগের কবি ছিলেন– মধ্যযুগের।
- 'নসীরানামা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা– কবি মরদন।
- 'দুল্লা মজলিস' কাব্যের রচয়িতা– আবদুল করীম খোন্দকার।
- আরাকানের রাজা সুধর্মের সময় সচিব আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কাব্য অবলম্বনে কাব্য রচনায় উৎসাহী হন– দৌলত কাজী।

❖ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ❖

- আরবি, ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয়কাব্যের নাম– রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সূত্রপাত হয়– পনেরো শতকে।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি– শাহ মুহম্মদ সগীর।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কাব্য– ইউসুফ জোলেখা।
- রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ধারার দেশজ উপাদান নিয়ে কোরেশী মাগন ঠাকুরের কাব্যের নাম– চন্দ্রাবতী কাব্য।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি– শাহ মুহম্মদ সগীর (কাব্য : ইউসুফ-জোলেখা)।
- 'লায়লী মজনু' কাব্যের কবি– দৌলত উজির বাহরাম খান।
- রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের কবি সাবিরিদ খানের কাব্যের নাম– বিদ্যাসুন্দর ও হানিফা-কয়রাপরী।
- বাংলা রোমান্টিক কাব্য 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল' কাব্যের কবি– আলাওল।
- নওয়াজিশ খানের বিখ্যাত রোমান্টিক প্রণয়কাব্য– গুলে বকাওলী।

❖ লোকসাহিত্য ❖

- জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথাকাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদিকে বলে– লোকসাহিত্য।
- ইংরেজি Ballad এর বাংলা পরিভাষা– গীতিকা।
- কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুথিই– দোভাষী পুথি।
- কলকাতার বটতলা নামক স্থানে অতি সস্তা কাগজ ও মুদ্রণে যে বই ছাপা হতো (দোভাষী বাংলায় রচিত পুথিসাহিত্য) যা নিম্নরুচির বলে বিবেচিত হতো, সেগুলোকে বলা হতো– বটতলার পুথি।
- পশুপাখির কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকসাহিত্যকে বলে– উপকথা।
- 'ফোকলোর' কথাটির উদ্ভাবক– উইলিয়াম থমস্।
- 'ঠাকুরমার ঝুলি' এর রচয়িতা– দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার।
- বাংলা লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি– প্রবচন, ছড়া ও ধাঁধা।
- 'লোকসাহিত্য' সংগ্রহে অবদান রেখেছেন– দীনেশচন্দ্র সেন।
- হারামণি হলো প্রাচীন লোকগীতি। এর সংকলক– মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন।
- 'মর্সিয়া' শব্দের উৎস ভাষা– আরবি (এর অর্থ– শোক বা আহাজারি)।
- 'মর্সিয়া' সাহিত্যের আদিকবি– শেখ ফয়জুল্লাহ (গ্রন্থ : জয়নবের চৌতিশা)।
- 'মুক্তল হোসেন' হলো– মুহম্মদ খান রচিত পারসি থেকে অনূদিত (১৬৪৫) বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যগ্রন্থ।

- 'জঙ্গনামা' কাব্যের বিষয়বস্তু– যুদ্ধ-বিগ্রহ।
- খনার খ্যাতির অন্যতম কারণ– বচন, 'খনার বচন'– কৃষি সংক্রান্ত।
- মধ্যযুগের যে সাহিত্য কৃষিকাজের জন্য উপযোগী– ডাক ও খনার বচন।
- 'যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পারাইতে কতক্ষণ'? এটি একটি– প্রবাদ।
- কবিগানের প্রথম কবি– গোঁজলা গুই (গুঁই)।
- কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব– ১৮ শতকের শেষার্ধে ও ১৯ শতকের প্রথমার্ধে।
- কবিগানের রচয়িতাদের বলা হতো– কবিওয়ালা।
- পুথি সাহিত্যের রচয়িতাদের বলা হতো– শায়ের।
- কবি গান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে সমধিক পরিচিত– এন্টনি ফিরিঙ্গি এবং রামপ্রসাদ সেন।
- পুথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি– ফকির গরীবুল্লাহ।
- 'সোনাভান' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা– ফকির গরীবুল্লাহ।
- 'টপ্পা' হলো– এক ধরনের গান।
- বাংলা টপ্পাগানের জনক– নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত।
- 'নানান দেশের নানান ভাষা/বিনে স্বদেশী ভাষা/পুরে কি আশা?' গানটির রচয়িতা– রামনিধি গুপ্ত। উল্লেখ্য, তাঁর টপ্পা সঙ্গীত সংকলনের নাম : গীতরত্ন (১৮৩২)।
- বাউল গানের বিশেষত্ব হলো এক ধরনের– অধ্যাত্মবিষয়ক গান।
- সর্বপ্রথম লালনের ২৯৮টি গান সংগ্রহ এবং ২০টি গান 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

❖ মৈমনসিংহ গীতিকা ❖

- চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত পালাগুলোকে ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদনা করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রথম প্রকাশ করেন– ১৯২৩ সালে।
- 'জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতী' যে উপাখ্যানের অন্তর্গত– মৈমনসিংহ গীতিকার।
- 'দেওয়ানা মদিনা' যে কাব্যের অন্তর্গত– মৈমনসিংহ গীতিকা।
- 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক– চন্দ্রকুমার দে।
- 'আমীর হামজা' কাব্যের রচয়িতা– ফকির গরীবুল্লাহ।
- বাংলাদেশের গীতিকা সাহিত্য– তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : নাথগীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
- ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের গীতিকাব্যগুলোকে বলে– মৈমনসিংহ গীতিকা।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গুলো সংগ্রহ করেন– চন্দ্রকুমার দে।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' অনূদিত হয়েছে– ২৩টি ভাষায়।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় মুদ্রিত পালার সংখ্যা– ১০টি। যথা : মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র, কমলা, দেওয়ানা মদিনা, রূপবতী, দস্যু কেনারাম, কাজলরেখা, দেওয়ান ভাবনা, কঙ্ক ও লীলা।
- 'মহুয়া' গীতিকার রচয়িতা– মনসুর বয়াতি।

❖ নাথগীতিকা/নাথসাহিত্য ❖

- 'নাথ' শব্দের অর্থ– 'প্রভু'। 'নাথ' কথাটি নাথসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গুরু বা সিদ্ধাচার্যগণের উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।
- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শিব উপাসক নাথ-যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের রচিত সাহিত্যই– নাথসাহিত্য হিসেবে পরিচিত।
- বৌদ্ধ ধর্ম ও শৈব ধর্মের মিশ্রণে নাথ ধর্মের উৎপত্তি।
- নাথসাহিত্য ২ প্রকার। যথা : ১. মীননাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথের কাহিনি ২. রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।
- ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা থেকে ভবানীদাসের– 'ময়নামতীর গান' সম্পাদনা করেন।
- ১৯৭৮ সালে ভাষাবিজ্ঞানী স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন রংপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকে এ গীতিকা সংগ্রহ করে– মানিকচন্দ্র রাজার গান নামে প্রকাশ করেন।
- মধ্যযুগের কবি সুকুর মামুদ– রাজশাহী জেলার সিন্দুর কুসুম গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।
- নাথসাহিত্য ধারার আদিকবি– শেখ ফয়জুল্লাহ, ভীমসেন রায়, শ্যামাদাস সেন।
- 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থের লেখক– শেখ ফয়জুল্লাহ (শ্রেষ্ঠ কবি)।
- 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' গ্রন্থের রচয়িতা– সুকুর মামুদ।

CamScanner

❖ অবক্ষয় যুগ/যুগ সন্ধিক্ষণ ❖

মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরুর সময়টুকুকে- **যুগ সন্ধিক্ষণ বা 'অবক্ষয় যুগ' বলা হয়েছে।**

অবক্ষয় যুগ/যুগ সন্ধিক্ষণ ধরা হয়- **১৭৬০-১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।**

কারো কারো মতে, ১৭৬০-১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ সময়টা- **'যুগ সন্ধিক্ষণ' নামে আখ্যায়িত করেছেন।**

সৈয়দ আলী আহসান এ সময়কে- **'প্রায় শূন্যতার' যুগ বলেছেন।**

এ সময়ের একমাত্র প্রতিনিধি হচ্ছেন- **কবি 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত'।**

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনার রীতির বিশেষত্ব হলো- **ব্যঙ্গবিদ্রূপ।**

বাংলা সাহিত্যের প্রথম পরিবেশ সচেতন কবি- **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।**

❖ অনুবাদ সাহিত্য ❖

মধ্যযুগে বাংলায় মৌলিক সাহিত্যের পাশাপাশি এমন কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে যার উৎস অন্য ভাষায়; কিন্তু বাংলায় এর ভাষান্তর বা রূপান্তর ঘটানো হয়েছে, এসব সাহিত্যকে- **অনুবাদ সাহিত্য বলে।**

চারটি ভাষা থেকে মূলত বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য রচিত হয়েছে।'যথা : ১. সংস্কৃত ভাষা ২. আরবি ৩. ফারসি ও ৪. হিন্দি ভাষা।

অনুবাদ সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মুসলিম শাসকদের ভূমিকা অনবদ্য। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন পাঠান শাসকগণ। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।

বিখ্যাত অনুবাদক মালাধর বসু, কৃত্তিবাস ওঝাঁ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, কাশীরাম দাস, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, শাহ মুহম্মদ সগীর, আলাওল, মুহম্মদ কবীর।

বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা হয়- মধ্যযুগে।

নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ'র আমলে 'মহাভারত' অনুবাদ করেন- কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

রামায়ণের প্রথম নারী অনুবাদক- চন্দ্রাবতী।

বাংলা ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন- কৃত্তিবাস ওঝা।

মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক- কবীন্দ্র পরমেশ্বর (অনুবাদের নাম 'পরাগলী মহাভারত')।

মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক- কাশীরাম দাস।

'ভাগবত' এর প্রথম বাংলা ('শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে) অনুবাদক- মালাধর বসু।

ড. আহমদ শরীফ 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেন- 'বাংলা ভাষায় অনুবাদকর্মের সূচনা হয় রাজদরবারে'।

কিসাসুল আমবিয়া (স'লাবা বিরচিত) এর অনুবাদক- সৈয়দ সুলতান ('নবীবংশ' নামে)।

চারজন বাঙালি মহাভারত অনুবাদকের নাম- কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয় ও বিজয় পণ্ডিত।

✍ সংস্কৃত থেকে অনূদিত গ্রন্থ ও অনুবাদক এবং অন্যান্য তথ্য :

'ভাগবত' (ভাষা সংস্কৃত) এর রচয়িতা- **বেদব্যাস।**

'ভাগবত' এর প্রথম বাংলা (শ্রীকৃষ্ণবজিয় নামে) অনুবাদক- **মালাধর বসু।**

মালাধর বসুকে 'গুনরাজ খাঁন' উপাধি দেন- রুকন উদ্দীন বারবক শাহ

সংস্কৃত ভাষায় 'রামায়ণ' রচনা করেন- বাল্মীকি।

মধ্যযুগের প্রথম অনুবাদ সাহিত্য- রামায়ণ।

কৃত্তিবাস ওঝাঁ : 'রামায়ণ' এর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক। (তাঁর রামায়ণের অপর নাম 'শ্রীরাম পাঁচালি'।)

কৃত্তিবাসের পদবি মুখোপাধ্যায়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁকে 'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস এ বঙ্গের অলঙ্কার' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

চন্দ্রাবতী : রামায়ণের প্রথম মহিলা বাংলা অনুবাদক এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি।

চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজ বংশীদাস 'মনসামঙ্গলের' অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ ছাড়াও মৈমনসিংহ গীতিকার 'মলুয়া' ও 'দস্যু কেনারামের পালা' গীতিকা দুটি রচনা করেছিলেন।

- সংস্কৃত ভাষায় বেদব্যাস রচনা করেন- 'মহাভারত'।
- **কবীন্দ্র পরমেশ্বর :** 'মহাভারত' এর প্রথম বাংলা অনুবাদক। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম 'পরাগলী মহাভারত'।
- **শ্রীকর নন্দী :** অনূদিত গ্রন্থের নাম 'ছুটিখানী মহাভারত'।
- **কাশীরাম দাস :** মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক।

✍ ফারসি থেকে অনূদিত গ্রন্থ, অনুবাদক এবং অন্যান্য তথ্য :

- ফারসি ভাষায় জামী রচনা করেন- 'ইউসুফ ওয়া জুলয়খা'।
- শাহ মুহম্মদ সগীর : মধ্যযুগের প্রথম মুসলিম কবি।
- শাহ মুহম্মদ সগীর : ফারসি কবি জামী রচিত 'ইউসুফ ওয়া জুলয়খা' কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন- 'ইউসুফ জোলেখা' নামে।
- শাহ মুহম্মদ সগীরকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম- মুসলিম কবি।
- ফারসি ভাষায় রচিত 'লায়লা ওয়া মজনুন' গ্রন্থের লেখক- নিজামী।
- 'লায়লী-মজনু' কাব্যের রচয়িতা- দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খাতের।
- ইজ্জতুল্লাহ রচিত 'তাজুলমূলক্ গুল-ই বকাওলী' বাংলা অনুবাদের নাম- গুলে বকাওলী (অনুবাদক- নওয়াজিশ খান, মুহম্মদ মুকীম।)
- 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'হাতেম তাঈ' রচনা করেন- সাদতুল্লাহ, সৈয়দ হামজা।
- আলাওল রচিত 'হপ্তপয়কর' কাব্যটি পারস্য কবি নিজামী গঞ্জভীর- **'হফত পয়কর' কাব্যের ভাবানুবাদ।**
- আলাওল রচিত 'সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামাল' কাব্যের আদি উৎস- আলেফ লায়লা ওয়া ল্যায়লা বা আরব্য উপন্যাস।
- আলাওল রচিত 'তোহফা'-ধর্মীয় নীতিকাব্যটি সুফি সাধক শেখ ইউসুফ গদ দেহলভীর- **'তোহফাতুন নেসায়েহ' নামক ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ।**
- আলাওল রচিত 'সিকান্দারনামা' হলো ফারসি কবি নিজামী সমরখন্দের- **'ইসকান্দার নামা' এর সরল অনুবাদ।**
- আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী' ইতিহাসাশ্রিত- রোমান্টিক প্রেমকাব্য।
- আলাওলকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন- **আরাকানের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুর।**

✍ হিন্দি থেকে অনূদিত গ্রন্থ, অনুবাদক এবং অন্যান্য তথ্য :

- কবি সাধন রচিত 'মৈনাসত' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী'র কবি- **দৌলত কাজী (১ম ও ২য় খণ্ড), আলাওল (৩য় খণ্ড)।**
- মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত 'পদুমাবত' কাব্যের অবলম্বনে রচিত 'পদ্মবতী' কাব্যর কবি- **আলাওল।**
- ১৬ শতকের কবি মুহম্মদ কবির হিন্দি কবি মনঝনের 'মধুমালত' কাব্য অবলম্বনে- **'মধুমালতী' (১৫৮৮) নামক কাব্য রচনা করেন।**

✍ আরবি থেকে অনূদিত গ্রন্থ, অনুবাদক এবং অন্যান্য তথ্য :

- 'কাসাসুল আমবিয়া' (স'লাবা বিরচিত) 'নবীবংশ' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন- সৈয়দ সুলতান।
- 'কাসাসুল আমবিয়া' (স'লাবা বিরচিত) 'আম্বীয়াবাণী' নামে বাংলায় অনুবাদ 'আম্বীয়াবাণী' রচনা করেন- হেয়াত মাহমুদ।

আধুনিক যুগ (সাহিত্য ও অন্যান্য)

❖ আধুনিক যুগ, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ❖

- আধুনিক যুগের সময়সীমা ধরা হয়- **১৮০১-বর্তমান (আজ পর্যন্ত)।**
- আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য- **মানবের জয়জয়কার।**
- আধুনিক যুগের লক্ষণ- **আত্মচেতনা ও জাতীয়তাবাদ।**
- বাংলা গদ্য চর্চা শুরু হয়- **আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ে।**
- বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার ধারা সৃষ্টি হয়- **আধুনিক যুগে।**
- গণসাহিত্য শব্দে 'গণ' কথাটি ব্যবহৃত হয়- **সাধারণ মানুষ অর্থে।**
- যে সাহিত্যাদর্শের মর্মে নৈরাশ্যবাদ আছে তাকে- **উত্তরাধুনিকতাবাদ বলে।**

CS CamScanner

❖ বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ❖

- ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্রকে– **বাংলা গদ্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করা হয়।**
- আঠারো শতকে বাংলা সাহিত্যে– **আধুনিক পর্ব শুরু হয়।**
- উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে– **গদ্যের সূচনা হয়।**
- বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব হয়– উনিশ শতকে/আধুনিক যুগে।
- বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন– **'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' (বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ)।**
- সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকার ভূষণার জমিদার পুত্র দোম আন্তোনিও নামক একজন দেশীয় পাদ্রি কর্তৃক রচিত হয়– **ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ।**
- রোমান ক্যাথলিক পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল দা আসসুম্পসাঁও কর্তৃক রচিত কথ্য ভাষার আদিগ্রন্থ– **'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'।**
- পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যরীতি ব্যবহার করেন– রাজা রামমোহন রায়।

❖ শ্রীরামপুর মিশন ও ছাপাখানা ❖

- বাংলা গদ্যের অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রথম সার্থকতা লক্ষ করা যায়– **খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টার মধ্যে।**
- বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করে এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন– **উইলিয়াম কেরি ও জোশুয়া মার্শম্যান।**
- উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) কলকাতায় আসেন– **১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে।**
- শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়– **১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ১০ জানুয়ারি।**
- শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রচেষ্টার প্রথম সার্থকতার নিদর্শনস্বরূপ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের Gospel of St. Mathews অংশের অনুবাদ মথি রচিত– **'মঙ্গল সমাচার' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।**
- শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে– **'রামায়ণ', 'মহাভারত' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।**
- ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে– **'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' নামক পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হয়।**
- ১৪৯৮ সালে গোয়ায় উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল মূলত– **পর্তুগিজ ভাষার মুদ্রণযন্ত্র।**
- ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়– **চার্লস উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে।**
- ১৮০০ সালে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনে উইলিয়াম কেরি ও জোশুয়া মার্শম্যানের সহযোগিতায়– **মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়।**
- বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি (ছাপাখানা) স্থাপিত হয়– **১৮৪৭ খ্রি. রংপুরে এবং প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'বার্তাবহ যন্ত্র' নামে।**
- বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা তৈরি করেন– **চার্লস উইলকিন্স।**
- বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক– **চার্লস উইলকিন্স।**
- ১৮৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলা প্রেস' ঢাকার প্রথম ছাপাখানা এবং এখান থেকেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ছাপা হয়– **যা ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ।**

❖ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ❖

- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল– **১৮০০ সালের ৪ মে।**
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা– **গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি।**
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ১৮০১ সালে– বাংলা বিভাগ খোলা হয়।
- ব্রিটিশ অফিসারদের বাংলা শিক্ষা দেওয়াই ছিল– **বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।**
- উইলিয়াম কেরি ছিলেন– **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ।**
- বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশে বিশেষ অবদান রয়েছে– **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের।**
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস ৪ মে হলেও কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল– **২৪ নভেম্বর। উল্লেখ্য, কলেজটি ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।**
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরির **'কথোপকথন' গ্র**ন্থ শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়– **১৮০১ সালে।**
- হিন্দু কলেজ ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- 'ইয়ংবেঙ্গল' বলতে বোঝায় মূলত– **ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট শিক্ষিত বাঙালি যুবসম্প্রদায়।**
- 'ইয়ংবেঙ্গল' আত্মপ্রকাশ করে– ১৮৩১ সালে।
- হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) ছিলেন– **ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের প্রব**ক্তা।
- ইয়ং বেঙ্গলের মন্ত্রগুরু হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন– **হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক (তিনি ছিলেন ফিরিঙ্গি)।**
- ডিরোজিওর শিক্ষা ও মূলমন্ত্র– ধর্মীয় গোঁড়ামির ব্যাপারে : **'আস্তিকতা হোক নাস্তিকতা হোক, কোনো জিনিসকে পূর্ব থেকে গ্রহণ না করা; জিজ্ঞাসা ও বিচার' (ডিরোজিওর এ মতবাদে বিশ্বাসী শিষ্যরাই 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত)।**
- ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপত্র– **'এনকোয়েরার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা।**

❖ ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ ❖

- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রতিষ্ঠিত হয়– **১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৯ জানুয়ারি।**
- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে– **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে।**
- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর কর্ণধার ছিলেন– **কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হুসেন।**
- 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মুখপত্র ছিল– **শিখা পত্রিকা (১৯২৭)।**

❖ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ❖

- 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়– **১৯৫২ সালে।**
- 'বাংলাপিডিয়া' যে ধরনের– জাতীয় জ্ঞানকোষ।
- 'বাংলাপিডিয়া' প্রকাশিত হয়– **বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে।**
- 'বাংলাপিডিয়া'র প্রধান সম্পাদক– **সিরাজুল ইসলাম।**

❖ বাংলা একাডেমি ❖

- বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়– **৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫।**
- বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম– **বর্ধমান হাউস।**
- 'একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজক সংস্থার নাম– **বাংলা একাডেমি।**
- 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' প্রবর্তিত হয়– **১৯৬০ সাল থেকে।**
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে যে প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করে– **বাংলা একাডেমি।**
- বাংলা একাডেমি প্রতিবছর পুরস্কার প্রদান করে থাকে– **সাহিত্য।**

❖ আধুনিক যুগের অন্যান্য তথ্য ❖

- বাংলা গদ্যে প্রথম যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন– **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।**
- বাংলা চলিত রীতির প্রবর্তক– **প্রমথ চৌধুরী।**
- বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক– **মাইকেল মধুসূদন দত্ত।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটকের নাম– **কৃষ্ণকুমারী।**
- বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবক্তা কবি– **মাইকেল মধুসূদন দত্ত।**
- বাংলা গদ্যছন্দের প্রবর্তক– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**
- 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্যের রচয়িতা– মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- 'কৃষ্ণকুমারী'র রচয়িতা– **মাইকেল মধুসূদন দত্ত।**
- বাংলা সাহিত্যে সার্থক মহাকাব্যের নাম– **মেঘনাদবধ কাব্য।**
- প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর যে উপন্যাসে সর্বপ্রথম চলিত রীতির প্রবর্তন করে– **আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)।**
- বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয়– **প্যারীচাঁদ মিত্রকে।**
- 'ঠকচাচা' চরিত্রটি পাওয়া যায়– **'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে।**
- 'ভ্রান্তিবিলাস' (অনুবাদ গ্রন্থ) গ্রন্থের রচয়িতা– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য কী?
Ⓐ মনোরঞ্জন করা Ⓑ সৌন্দর্য সৃষ্টি করা
Ⓒ লেখকের প্রতিষ্ঠা Ⓓ সমাজের সমালোচনা করা
Ans Ⓑ

02. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে কত সাল থেকে?
Ⓐ ১৮০১ Ⓑ ১৯০১
Ⓒ ২০০১ Ⓓ ১৮৫৭
Ans Ⓐ

03. "একতাল হঁউ অচ্ছিলোঁ ষমোহেঁ।/এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ"॥ পদটির পদকর্তা–
Ⓐ ধর্মপা Ⓑ বীণাপা
Ⓒ মহীধরপা Ⓓ ভাদেপা
Ans Ⓓ

04. "উষ্ণা উষ্ণা পাবত তহিঁ বসই সরবী বালী।
মোরাঙ্গ পীছ পরিহাণ সরবী গীবত গুঞ্জরী মালী"॥ পদটির পদকর্তা–
Ⓐ সরহপা Ⓑ শবরপা
Ⓒ শান্তিপা Ⓓ কঙ্কণপা
Ans Ⓑ

05. 'ডাকার্ণব' কোন ভাষায় রচিত?
Ⓐ ব্রাহ্মী Ⓑ পালি
Ⓒ স্বাব্ধ্য Ⓓ অপভ্রংশ
Ans Ⓓ

06. 'চর্যাপদ' কাদের সাধন-সংগীত?
Ⓐ বৌদ্ধ সহজিয়া Ⓑ বৌদ্ধ হীনযান
Ⓒ বৌদ্ধ মহাযান Ⓓ খ ও গ উভয়ই
Ans Ⓐ

07. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন–
Ⓐ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন Ⓑ চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়
Ⓒ ডাকার্ণব Ⓓ খনার বচন
Ans Ⓑ

08. নিচের কোন জন চর্যাপদের কবি?
Ⓐ শীলভদ্র Ⓑ কাহ্নপা
Ⓒ মুকুন্দরাম Ⓓ চণ্ডীদাস
Ans Ⓑ

09. কোনজন 'চর্যাপদ' এর কবি?
Ⓐ লুইপা Ⓑ বিদ্যাপতি
Ⓒ নিত্যানন্দ Ⓓ রামদাস
Ans Ⓐ

10. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কোনটি?
Ⓐ বৈষ্ণব পদাবলি Ⓑ মঙ্গলকাব্য
Ⓒ চর্যাপদ Ⓓ মিথ সাহিত্য
Ans Ⓒ

11. চর্যাপদে সর্বমোট কতটি পদ ছিল?
Ⓐ ৫১টি Ⓑ ৫২টি
Ⓒ ৫৩টি Ⓓ ৫৫টি
Ans Ⓐ

12. 'চর্যাপদ' বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম প্রমাণ করেন–
Ⓐ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী Ⓑ সুকুমার সেন
Ⓒ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ Ⓓ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
Ans Ⓓ

13. বাঘের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে গাওয়া হয়–
Ⓐ বাউল গান Ⓑ গাজির গান
Ⓒ লেটোর গান Ⓓ জারি গান
Ans Ⓑ

14. "কানু ছাড়া গীত নাই"। কোন যুগে সত্য ছিল?
Ⓐ প্রাচীন যুগে Ⓑ মধ্যযুগে
Ⓒ অন্ধকার যুগে Ⓓ আধুনিক যুগে
Ans Ⓑ

15. "হাত জোড় করিঞা মাঙ্গো দান
বারেক মহাত্মা না রাখ সম্মান"। কোন গ্রন্থ থেকে গৃহীত?
Ⓐ গোরক্ষ বিজয় Ⓑ চর্যাপদ
Ⓒ শূন্যপুরাণ Ⓓ সেক শুভোদয়া
Ans Ⓓ

16. নিচের কোনটি লৌকিক শ্রেণির মঙ্গলকাব্য?
Ⓐ গৌরীমঙ্গল Ⓑ অন্নদামঙ্গল
Ⓒ মনসামঙ্গল Ⓓ চণ্ডীমঙ্গল
Ans Ⓒ

17. "মূর্খে রচিত গীত নাজানে বৃত্তান্ত।
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত"॥ কে বলেছেন?
Ⓐ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর Ⓑ বিজয়গুপ্ত
Ⓒ চণ্ডীদাস Ⓓ রামাই পণ্ডিত
Ans Ⓑ

18. আলাওলের 'পদ্মাবতী' পুথি সম্পাদনা করেছেন–
Ⓐ ড. আহমদ শরীফ Ⓑ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
Ⓒ আব্দুল করিম Ⓓ হুমায়ুন আজাদ
Ans Ⓐ

19. 'মদিনার গৌরব' কী ধরনের সাহিত্যকর্ম?
Ⓐ নাটক Ⓑ কাব্য
Ⓒ উপন্যাস Ⓓ গল্প
Ans Ⓑ

20. ব্রজবুলি কী?
Ⓐ হিন্দু ভাষা Ⓑ মিথিলা ও বাংলার মিশ্র ভাষা
Ⓒ ব্রজের ভাষা Ⓓ উর্দু ভাষা
Ans Ⓑ

21. নব্যবৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কে?
Ⓐ শ্রীচৈতন্যদেব Ⓑ অদ্বৈত ঠাকুর
Ⓒ বিদ্যাপতি Ⓓ চণ্ডীদাস
Ans Ⓐ

22. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটে কোন যুগে?
Ⓐ প্রাচীন যুগের শুরুতে Ⓑ প্রাচীন যুগের শেষ দিকে
Ⓒ মধ্যযুগে Ⓓ আধুনিক যুগে
Ans Ⓒ

23. কে কবি কঙ্কণচণ্ডী?
Ⓐ অন্নদাশঙ্কর Ⓑ মুকুন্দরাম
Ⓒ ভারতচন্দ্র Ⓓ আলাওল
Ans Ⓑ

24. সর্বজনস্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
Ⓐ চর্যাপদ Ⓑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
Ⓒ পদ্মাবতী Ⓓ ইউসুফ-জোলেখা
Ans Ⓑ

25. বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ কোনটি?
Ⓐ ৬৫০-১২০০ Ⓑ ৮৫০-১৩০০
Ⓒ ১২০১-১৩৫০ Ⓓ ১৩৫০-১৮০০
Ans Ⓒ

26. 'চারণ কবি' কে?
Ⓐ জসীমউদ্‌দীন Ⓑ মুকুন্দ দাস
Ⓒ মোজাম্মেল হক Ⓓ প্রমিত সারোয়ার
Ans Ⓑ

27. 'হারামণি' কার লেখা?
Ⓐ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ Ⓑ মুনীর চৌধুরী
Ⓒ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন Ⓓ আবুল ফজল
Ans Ⓒ

28. 'ভাওয়াইয়া' কোন অঞ্চলের গান?
Ⓐ ময়মনসিংহ Ⓑ খুলনা
Ⓒ সিলেট Ⓓ রংপুর
Ans Ⓓ

29. আলাওল কোন যুগের কবি?
Ⓐ প্রাচীন Ⓑ মধ্য
Ⓒ আধুনিক Ⓓ উত্তরাধুনিক
Ans Ⓑ

30. নৌকাবাইচের সঙ্গে যুক্ত লোকসঙ্গীত কোনটি?
Ⓐ ঝুমুর Ⓑ সারি
Ⓒ জারি Ⓓ ভাওয়াইয়া
Ans Ⓑ

CS CamScanner

31. 'টপ্পা' কী?
Ⓐ একধরনের গান Ⓑ নাচের মুদ্রা
Ⓒ একধরনের বাদ্যযন্ত্র Ⓓ বিশেষ ধরনের খেলা Ans A

32. লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কী?
Ⓐ গান Ⓑ প্রবচন
Ⓒ প্রবাদ Ⓓ ছড়া Ans D

33. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন যুগের কবি?
Ⓐ প্রাচীন যুগ Ⓑ মধ্যযুগ
Ⓒ আধুনিক যুগ Ⓓ উত্তর আধুনিক যুগ Ans B

34. মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম ধারা–
Ⓐ মনসামঙ্গল Ⓑ চণ্ডীমঙ্গল
Ⓒ কাব্যমঙ্গল Ⓓ গীতিমাল্য Ans A

35. ১৮০০ সালের পূর্বে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের প্রধান গৌরবময় সাহিত্য?
Ⓐ বৈষ্ণব সাহিত্য Ⓑ পদাবলি সাহিত্য
Ⓒ চর্যাপদ Ⓓ মনসামঙ্গল Ans A

36. নিচের কোন জন মধ্যযুগের কবি নন?
Ⓐ আলাওল Ⓑ শাহ মুহম্মদ সগীর
Ⓒ সৈয়দ সুলতান Ⓓ বিহারীলাল চক্রবর্তী Ans D

37. পশুপাখির কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকসাহিত্যকে বলে–
Ⓐ রূপকথা Ⓑ ব্রতকথা
Ⓒ উপকথা Ⓓ পালা Ans C

38. আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যটি কোথায় রচিত হয়?
Ⓐ ত্রিপুরার রাজসভায় Ⓑ কৃষ্ণনগরের রাজসভায়
Ⓒ গৌরের রাজসভায় Ⓓ আরাকানের রাজসভায় Ans D

39. 'মলুয়া' লোকগীতিকাটি কোন অঞ্চলের?
Ⓐ রংপুর Ⓑ যশোর
Ⓒ কুমিল্লা Ⓓ ময়মনসিংহ Ans D

40. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বাংলা সাহিত্যে কী কারণে খ্যাতিমান?
Ⓐ বাংলা ভাষা স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য Ⓑ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য
Ⓒ শাসনকর্তা হিসেবে Ⓓ সালতানাৎ প্রতিষ্ঠার জন্য Ans B

41. বাংলা টপ্পা সংগীতের প্রবর্তক–
Ⓐ মানিক দত্ত Ⓑ রামনিধি গুপ্ত
Ⓒ ভারতচন্দ্র রায় Ⓓ রামপ্রসাদ সেন Ans B

42. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কাহিনি কোনটি?
Ⓐ পদ্মাবতী Ⓑ দেওয়ানা মদিনা
Ⓒ অন্নদামঙ্গল কাব্য Ⓓ ব্রজাঙ্গনা কাব্য Ans A

43. 'খনার বচন' প্রধানত কী সংক্রান্ত?
Ⓐ ব্যবসা Ⓑ শিল্প
Ⓒ কৃষি Ⓓ রাজনীতি Ans C

44. নিচের কোনটির রচয়িতা একজন মহিলা কবি?
Ⓐ রামায়ণ Ⓑ মহাভারত
Ⓒ চণ্ডীমঙ্গল Ⓓ মনসামঙ্গল Ans A

45. 'নবীবংশ' কার রচনা?
Ⓐ আমীর হামযা Ⓑ সৈয়দ সুলতান
Ⓒ সুকুর মামুদ Ⓓ ফকির গরীবুল্লাহ Ans B

46. মহাকবি আলাওল রচিত কাব্য–
Ⓐ লায়লী মজনু Ⓑ চন্দ্রাবতী
Ⓒ পদ্মাবতী Ⓓ মধুমালতী Ans C

47. 'রামায়ণ' কোন কবির রচনা?
Ⓐ কালিদাস Ⓑ চণ্ডীদাস
Ⓒ বেদব্যাস Ⓓ বাল্মীকি Ans D

48. মহাভারতের মূলে রয়েছে–
Ⓐ রাম-সীতার কাহিনি Ⓑ কুরু-পাণ্ডবের কাহিনি
Ⓒ বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনি Ⓓ রাধাকৃষ্ণের কাহিনি Ans B

49. মহাভারতে ভীষ্মদেবের অন্য নাম কী?
Ⓐ পার্থ Ⓑ কর্ণ
Ⓒ দেবব্রত Ⓓ ধৃতরাষ্ট্র Ans C

50. সংস্কৃত উপনিষদের প্রথম ফারসি অনুবাদক কে?
Ⓐ হাফিজ Ⓑ আওরঙ্গজেব
Ⓒ সৈয়দ সুলতান Ⓓ দারাশিকোহ্ Ans D

51. পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য বাংলায় অনূদিত হয়, এটির নাম কী?
Ⓐ রামায়ণ Ⓑ মহাভারত
Ⓒ ইলিয়াড Ⓓ গিলগামেশ Ans A

52. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে কত সাল থেকে?
Ⓐ ১৮০১ Ⓑ ১৯০১
Ⓒ ২০০১ Ⓓ ১৮৫৭ Ans A

53. ১৮০০ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা–
Ⓐ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম
Ⓑ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা
Ⓒ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত হিসেবে বিদ্যাসাগরের যোগদান
Ⓓ বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র প্রকাশ Ans B

54. 'বাংলাপিডিয়া' এর প্রকাশক কোন প্রতিষ্ঠান?
Ⓐ প্রগতি প্রকাশনী Ⓑ মুক্তধারা
Ⓒ এশিয়াটিক সোসাইটি Ⓓ বাংলা একাডেমি Ans C

55. শিল্পসম্মত গদ্যরীতির জনক কে?
Ⓐ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Ⓑ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
Ⓒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় Ans A

56. 'ইয়ংবেঙ্গল' কী?
Ⓐ মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী তরুণগোষ্ঠী Ⓑ ফেসবুক যুবসমাজ
Ⓒ বিশেষ গেরিলাগোষ্ঠী Ⓓ একটি সফটওয়্যার Ans A

57. নিচের কোনটি বাংলা সাহিত্যের সাথে জড়িত?
Ⓐ ইয়ংবেঙ্গল Ⓑ মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি
Ⓒ ক ও খ দুটিই Ⓓ Ⓐ ও Ⓑ এর কোনোটিই নয় Ans C

58. 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' কী ধরনের সংগঠন ছিল?
Ⓐ সাম্প্রদায়িক Ⓑ মধ্যপ্রাচ্যমুখী
Ⓒ মুসলিম সম্প্রদায়ের Ⓓ প্রগতিশীল Ans D

59. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কেন বিখ্যাত?
Ⓐ যুগসন্ধির কবি হিসেবে Ⓑ নবজাগরণের লেখক হিসেবে
Ⓒ পদ্যকার হিসেবে Ⓓ বিদ্রোহী চেতনার জনক হিসেবে Ans A

60. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক কে?
Ⓐ প্যারীচাঁদ মিত্র Ⓑ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
Ⓒ মমিনুর রসুল Ⓓ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Ans A

61. কেরি সাহেবের মুন্সি কে ছিলেন?
Ⓐ রামরাম বসু Ⓑ প্রমথনাথ বিশী
Ⓒ কমলকুমার মজুমদার Ⓓ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী Ans A

62. বাংলা মুদ্রণযন্ত্র প্রথম কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
Ⓐ চন্দননগরে Ⓑ ঢাকায়
Ⓒ কলকাতায় Ⓓ হুগলিতে Ans D

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সাহিত্যাংশ

অধ্যায় ২ বাংলা সাহিত্যের শাখা Branches of Bengali Literature

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

কাব্য

- বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা– **গীতিকবিতা।**
- বিহারীলালকে বাংলা সাহিত্যে– **'ভোরের পাখি' বলা হয়।**
- **বাংলা সাহিত্যের 'পঞ্চপাণ্ডব'–** বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাবাদী আধুনিক কবিতার স্রষ্টাদের মধ্যে পাঁচজন কবিকে 'পঞ্চপাণ্ডব' বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁরা হলেন : জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অমিয় চক্রবর্তী।
- পত্রাকারে লিখিত কবিতাগুচ্ছকে– **পত্রকাব্য বলে।**
- **বিখ্যাত তিনটি পত্রকাব্যের নাম–** বীরাঙ্গনা (মাইকেল মধুসূদন দত্ত), কড়ি ও কোমল (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ও দার্জিলিংয়ের চিঠি (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)।
- গদ্যে-পদ্যে রচিত এক শ্রেণির সংস্কৃত কবিতা সংকলনকে– **চম্পুকাব্য বলে।**
- সাধারণত পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বন করেই– চম্পুকাব্য রচিত হয়।
- ত্রিবিক্রম বা সিংহাদিত্য রচিত 'নলচম্পু' নামান্তরে 'দময়ন্ত কথা'– **প্রাচীনতম চম্পুকাব্য।**

❖ বিখ্যাত কাব্য ও কবি ❖

কাব্য	কবি
মাটির দেয়াল, অনিঃশেষ, হারানো অর্কিড।	অমিয় চক্রবর্তী
সদ্ভাবশতক, মোহভোগ।	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
পশারিণী, মন ও মৃত্তিকা, অরণ্যের সুর।	মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা
সারদামঙ্গল, সাধের আসন, বঙ্গসুন্দরী।	বিহারীলাল চক্রবর্তী
তন্বী, অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, সংবর্ত।	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
জন্মই আমার আজন্ম পাপ, আমি ভালো আছি, তুমি?	দাউদ হায়দার
সন্দ্বীপের চর, চোরাবালি, সাত ভাই চম্পা।	বিষ্ণু দে
কয়েকটি কবিতা, খোলা চিঠি; তিন পুরুষ।	সমর সেন
রসতরঙ্গিণী, বাসবদত্তা।	মদনমোহন তর্কালঙ্কার
অবকাশ রঞ্জনী, পলাশীর যুদ্ধ।	নবীনচন্দ্র সেন
রক্তরাগ, বুলবুলিস্তান, বনি আদম, গীতি সঞ্চয়ন।	গোলাম মোস্তফা
নকশী কাঁথার মাঠ, রাখালী।	জসীমউদ্দীন
সাত সাগরের মাঝি, মুহূর্তের কবিতা।	ফররুখ আহমদ
অনুরাগ, ময়নামতির চর।	বন্দে আলী মিয়া
বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, দময়ন্তী, মর্মবাণী।	বুদ্ধদেব বসু
প্রেমহার, কুসুমাঞ্জলি, জাতীয় ফোয়ারা।	মোজাম্মেল হক
বাণী, কল্যাণী, অভয়া, আনন্দময়ী।	রজনীকান্ত সেন
পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মদেবী, শূরসুন্দরী।	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
বেণু ও বীণা, বেলা শেষের গান, কুহু ও কেকা।	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

❖ বিখ্যাত মহাকাব্য ও কবি ❖

মহাকাব্য	কবি
মহাশ্মশান : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনি এর মূল উপজীব্য।	কায়কোবাদ
মেঘনাদবধ কাব্য : বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
স্পেনবিজয় কাব্য : স্পেনের সম্রাট রডারিকের সঙ্গে মুসলমান বীর তারেকের সংগ্রাম কাহিনি।	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
বৃত্রসংহার কাব্য	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস	নবীনচন্দ্র সেন
পৃথ্বীরাজ, শিবাজী	যোগীন্দ্রনাথ বসু
হেলেনা কাব্য	আনন্দচন্দ্র মিত্র
রামায়ণ	বাল্মীকি
মহাভারত	ব্যাসদেব
ইলিয়াড, ওডিসি	হোমার (গ্রিক কবি)
ইনিড	ভার্জিল
প্যারাডাইস লস্ট	মিলটন
শাহনামা [ফারসি ভাষায় রচিত 'শাহনামা' বাংলায় অনুবাদ করেন মোজাম্মেল হক, গনিরুদ্দীন ইউসুফ।]	ফেরদৌসী (ইরান)

নাটক ও প্রহসন

❖ নাটক সম্পর্কিত তথ্য ❖

- মানুষের সুখ-দুঃখকে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশের রীতিকেই– **নাটক হিসেবে অভিহিত করা হয়।**
- নাটকের প্রথম উৎপত্তি হয়– **গ্রিসে।**
- ১৭৫৩ সালে ইংরেজরা কলকাতার লালবাজারে– **'প্লে হাউজ' নামক প্রথম রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন।**
- হেরাসিম লেবেডফ নামে একজন রুশদেশীয় আগন্তুক– **কলকাতায় 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামক একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেন।**
- বাঙালি হিসেবে বাংলা নাটকের পথিকৃৎ– **মাইকেল মধুসূদন দত্ত।**
- বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয়– **১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে।**
- সাধারণ মানুষের মধ্যে গল্পে গল্পে যে নাটক গড়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষের গল্প অবলম্বন করে যার কাহিনি আবর্তিত হয় তাকে– **লোকনাট্য বলে।**
- যে নাটক অতিমাত্রায় লঘু কল্পনার, আতিশয্যব্যঞ্জক, হাস্যরসোচ্ছল সংস্থানমূলক তাকে– **প্রহসন বা ফার্স বলে।**
- সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে, সমাজের কুরীতি শোধনার্থে রহস্যজনক ঘটনা সম্বলিত হাস্যরস-প্রধান একাঙ্কিকা নাটকই– **প্রহসন।**
- ট্র্যাজেডি বলতে সাধারণত– **বিয়োগান্তক নাটককেই বোঝায়।**
- ট্র্যাজেডির আবির্ভাব গ্রিস দেশে। গ্রিক শব্দ 'ত্রাগোদিয়া' (Tragoidia) শব্দ থেকে– **'ট্র্যাজেডি' শব্দের উৎপত্তি।**
- 'রঙ্গমঞ্চে নায়ক বা নায়িকার গতিমান জীবনকাহিনির দৃশ্যপরম্পরা উপস্থাপিত করে যে নাটক দর্শক হৃদয়ে উদ্রিক্ত ভীতি ও করুণা প্রশমন করে তার মনে করুণ রসের আনন্দ সৃষ্টি করে, তাই– ট্র্যাজেডি। ——— **এরিস্টটল**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক– **কৃষ্ণকুমারী।**
- 'The Disguise' এবং 'Love is the best Doctor' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত– **প্রথম অনুবাদ নাটক।**
- বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক– **'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২)। রচয়িতা : তারাচরণ শিকদার।**
- প্রথম বিয়োগান্তক নাটক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত রচিত– **কীর্তিবিলাস।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক– **শর্মিষ্ঠা।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম কমেডি নাটক– **পদ্মাবতী।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক– **কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক– **সাজাহান।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

❖ বিখ্যাত নাটক ও নাট্যকার ❖

নাটক	নাট্যকার
ভদ্রার্জুন।	তারাচরণ শিকদার
সাজাহান, নূরজাহান, মেবারপতন।	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
পুরুষবিক্রম (নাটক), কিঞ্চিৎ জলযোগ (প্রহসন)	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেহুলা গীতাভিনয়, জমীদার দর্পণ, বসন্তকুমারী।	মীর মশাররফ হোসেন
কুলীনকুলসর্বস্ব, বেণীসংহার, উভয় সঙ্কট (প্রহসন)।	রামনারায়ণ তর্করত্ন
প্রফুল্ল (লেখকের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্তক নাটক), সিরাজদ্দৌলা, রাবণবধ, বিল্বপতি শিবাজী, হারানিধি।	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
আলেয়া, ঝিলিমিলি, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা।	কাজী নজরুল ইসলাম
সুবচন নির্বাসনে, কোকিলারা, এখনও ক্রীতদাস।	আব্দুল্লাহ আল মামুন
যৈবতী কন্যার মন, চাকা, কীত্তনখোলা, হাত হদাই।	সেলিম আল দীন
নেমেসিস, রূপান্তর, নয়া খান্দান।	নূরুল মোমেন
আমলার মামলা, তস্কর ও লস্কর।	শওকত ওসমান
অয়োময়, আজ রবিবার, কোথাও কেউ নেই।	হুমায়ূন আহমেদ
কীর্তিবিলাস (প্রথম বিয়োগান্তক নাটক)।	যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত
ইবলিস, ওরা কদম আলী।	মামুনুর রশীদ
স্পেনবিজয়ী মুসা, সমাধি, ফিরিঙ্গী হার্মাদ।	ইব্রাহীম খলিল
স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, ফলাফল নিম্নচাপ।	মমতাজউদ্দীন আহমদ
মানচিত্র, অ্যালবাম।	আনিস চৌধুরী
মসনদের মোহ, আনারকলি।	শাহাদাৎ হোসেন
নবান্ন, জনপদ, কলঙ্ক।	বিজন ভট্টাচার্য
এলেবেলে, পঙ্কজ বিভাস, প্রজাপতির নির্বন্ধ।	জিয়া হায়দার
কালবেলা, শেষ নবাব, প্রতিদিন একদিন।	সাঈদ আহমদ

❖ নাট্যকারের প্রথম প্রকাশিত নাটক ❖

নাট্যকার	নাটক	প্রকাশকাল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাল্মীকি প্রতিভা	১৮৮১
কাজী নজরুল ইসলাম	ঝিলিমিলি	১৯৩০
আবুল ফজল	আলোকলতা	১৯৩৪
আবদুল হক	অদ্বিতীয়া	১৯৫৬
আলাউদ্দিন আল আজাদ	মরক্কোর জাদুকর	১৯৫৮
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	ঝড়ের পাখি	১৯৫৯
আবদুল্লাহ আল মামুন	সুবচন নির্বাসনে	১৯৭৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	পাষাণী	১৯০০
নূরুল মোমেন	রূপান্তর	১৯৪৭
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	শর্মিষ্ঠা	১৮৫৯
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী	১৮৭৩
সেলিম আল দীন	পদ্মাপাড়	১৯৫০

❖ প্রহসন ❖

গ্রন্থ	রচয়িতা
যেমন কর্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান।	রামনারায়ণ তর্করত্ন
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা?	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
সপ্তমীতে বিসর্জন, বেল্লিক বাজার, বড় দিনের বকশিস, সভ্যতার পাণ্ডা।	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বৈকুণ্ঠের খাতা, শেষ রক্ষা, হাস্য কৌতুক।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো।	দীনবন্ধু মিত্র
ফাঁস কাগজ, একি!, এর উপায় কি?	মীর মশাররফ হোসেন
কিঞ্চিৎ জলযোগ, এমন কর্ম আর করব না, হিতে বিপরীত, হঠাৎ নবাব, দায়ে পড়ে দারগ্রহ।	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিবাহ বিভ্রাট, চোরের উপর বাটপাড়ি, ডিসমিস, কৃপণের ধন।	অমৃতলাল বসু
বিরহ, কল্কি অবতার, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম।	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উপন্যাস

- 'উপন্যাস' [স. উপ + নি + √অস্ + অ (ঘঞ)] বিশেষ্য শব্দটির অর্থ একাধিক চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বনে গদ্যে রচিত দীর্ঘ আখ্যায়িকা বা উপাখ্যান, বড়ো গ Nobel।
- গ্রন্থাকারের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও জীবানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনি অবল করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাকে– উপন্যাস বলে।

❖ উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক ❖

উপন্যাস	ঔপন্যাসিক
তিতাস একটি নদীর নাম।	অদ্বৈত মল্লবর্মণ
পদ্মা মেঘনা যমুনা, সংকর সংকীর্তন।	আবু জাফর শামসুদ্দিন
কন্যাকুমারী, আমলকীর মৌ।	আবদুর রাজ্জাক
উপমহাদেশ, আগুনের মেয়ে।	আল মাহমুদ
নীড়সন্ধানী, রাইফেল রোটি আওরাত।	আনোয়ার পাশা
হুতোম প্যাঁচার নকশা।	কালীপ্রসন্ন সিংহ
মৃত্যুক্ষুধা, বাঁধন-হারা, কুহেলিকা।	কাজী নজরুল ইসলাম
আব্দুল্লাহ।	কাজী ইমদাদুল হক
হাজার বছর ধরে, বরফ গলা নদী।	জহির রায়হান
ত্রয়ী উপন্যাস : গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম। একটি কালো মেয়ের কথা হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, কবি, অরণ্যবহ্নি।	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘর মন জানালা।	দিলারা হাসেম
আনোয়ারা, প্রেমের সমাধি, গরীবের মেয়ে।	নজিবর রহমান
রূপজালাল (আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস)।	নওয়াব ফয়জুন্নেসা
কেরী সাহেবের মুন্সি, ডাকিনী, অশরীরী।	প্রমথনাথ বিশি
জোহরা, দরাফ খাঁ গাজী।	মোজাম্মেল হক
উত্তম পুরুষ, আমার যত গ্লানি, পদতলে রক্ত, প্রসন্ন পাষাণ।	রশীদ করীম
জননী, নেকড়ে অরণ্য, আর্তনাদ।	শওকত ওসমান
সারেং বৌ, সংশপ্তক।	শহীদুল্লা কায়সার
অক্টোপাস, অদ্ভুত আঁধার এক।	শামসুর রাহমান
ওয়ারিশ, প্রদোষে প্রাকৃতজন, কুলায় কালস্রোত।	শওকত আলী
বৈকুণ্ঠের উইল, পল্লী সমাজ, দেবদাস, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন।	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো।	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
পাপের সন্তান, অভিশপ্ত নগরী, বিদ্রোহী কৈবর্ত।	সত্যেন সেন
হাঙর নদী গ্রেনেড, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি, ক্ষরণ।	সেলিনা হোসেন
এক মহিলার ছবি, নীল দংশন, মহাশূন্যে পরাণ মাস্টার।	সৈয়দ শামসুল হক
অনেক সূর্যের আশা, বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ, আদিগন্ত।	সরদার জয়েনউদ্দিন
আত্মপ্রকাশ (১৯৬৬) : লেখকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। পূর্ব-পশ্চিম : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
নদী ও নারী।	হুমায়ুন কবির
আগুনপাখি, সাবিত্রী উপাখ্যান।	হাসান আজিজুল হক
পাক সার জমিন সাদ বাদ, ছাপান্ন হাজার বর্গ মাইল।	হুমায়ুন আজাদ
নন্দিত নরকে, আগুনের পরশমণি, জোছনা ও জননীর গল্প। দহনকাল, মোহনা, জলপুত্র।	হুমায়ূন আহমেদ
লোকে সিন্ধু।	হরিশংকর জলদাস
বেনের মেয়ে।	হাছন রাজা
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

CamScanner

ছোটগল্প

❖ ছোটগল্প সম্পর্কিত তথ্য ❖

- ছোটগল্প হলো– **উপন্যাসের চেয়ে ছোটো পূর্ণাঙ্গ গল্প।**
- যে গল্প অর্ধ হতে এক বা দুই ঘণ্টার মধ্যে এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায়, তা-ই ছোটগল্প।——— এডগার অ্যালান পো
- ছোটগল্প সাধারণত ১০ হতে ৫০ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।——— এইচ জি ওয়েলস
- যা আকারে ছোট, প্রকারে গল্প তাকে– **ছোটগল্প বলে।**
- বাংলা ছোটগল্পের সার্থক স্রষ্টা– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**

❖ বিখ্যাত গল্পকার ও ছোটগল্প ❖

গল্পকার	ছোটগল্প/গল্পগ্রন্থ
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	অন্যঘরে অন্যস্বর, খোঁয়ারি, দোজখের ওম।
আবু জাফর শামসুদ্দিন	জীবন, শেষ রাত্রির তারা।
আবুল ফজল	মাটির পৃথিবী, মৃতের আত্মহত্যা।
আলাউদ্দিন আল আজাদ	জেগে আছি, ধানকন্যা, মৃগনাভি, অন্ধকার সিঁড়ি, উজান তরঙ্গ, যখন সৈকত, আমার রক্ত স্বপ্ন আমার।
আল মাহমুদ	পানকৌড়ির রক্ত, সৌরভের কাছে পরাজিত, গন্ধবণিক, ময়ূরীর মুখ।
ইমদাদুল হক মিলন	ফুলের বাগানে সাপ, ভালোবাসার গল্প।
কাজী নজরুল ইসলাম	ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, জিনের বাদশা।
জহির রায়হান	সূর্যগ্রহণ, জহির রায়হান গল্পসমগ্র।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	রসকলি, বেদেনী, ডাকহরকরা, জলসাঘর।
প্রমথ চৌধুরী	চার ইয়ারী কথা, আহুতি, নীললোহিত।
বেগম রোকেয়া	ভ্রাতা ও ভগ্নী, প্রেম রহস্য, তিন কুঁড়ে, বিয়ে পাগলা বুড়ো।
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	রানুর প্রথম ভাগ, রানুর দ্বিতীয় ভাগ, রানুর তৃতীয় ভাগ, রানুর কথামালা, বরযাত্রী, নাটক নয় নভেল, কন্যাসুশ্রী স্বাস্থ্যবতী।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	অতসী মামী, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, আজ কাল পরশুর গল্প, বৌ, মাসিপিসি, সরীসৃপ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	দেনা-পাওনা (প্রথম সার্থক ছোটগল্প), ভিখারিনী, ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, মুকুট, একরাত্রি, সমাপ্তি, মাল্যদান, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, মানভঞ্জন, দুরাশা, অধ্যাপক, নষ্টনীড়, স্ত্রীর পত্র, ল্যাবরেটরি, ব্যবধান, মেঘ ও রৌদ্র, দিদি, কর্মফল, হৈমন্তী, ছুটি, পোস্টমাস্টার, কাবুলীওয়ালা, সুভা, অতিথি, আপদ, গুপ্তধন, ক্ষুধিত পাষাণ, গল্পগুচ্ছ, গল্পসল্প।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মন্দির, বিলাসী, অভাগীর স্বর্গ, মহেশ, মামলার ফল।
শওকত ওসমান	জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, সাবেক কাহিনী, পিঁজরাপোল, ওটেন সাহেবের বাংলা, ডিগবাজী, প্রস্তর ফলক, উপলক্ষ, নেত্রপথ।
শামসুদ্দীন আবুল কালাম	পথ জানা নেই, দুই হৃদয়ের তীর, অনেক দিনের আশা, শাহের বানু।
সৈয়দ মুজতবা আলী	পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, চাচা কাহিনী।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	নয়নচারা, দুই তীর, গল্প-সমগ্র।
সেলিনা হোসেন	উৎস থেকে নিরন্তর, খোল করতাল।
সৈয়দ শামসুল হক	তাস, শীতবিকেল, রক্ত গোলাপ, আনন্দের মৃত্যু।
সুফিয়া কামাল	কেয়ার কাঁটা।
হাসান হাফিজুর রহমান	আরো দুটি মৃত্যু।
হাসান আজিজুল হক	সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, জীবন ঘষে আগুন, নামহীন গোত্রহীন।
হুমায়ূন আহমেদ	আনন্দ বেদনার কাব্য, নিশিকাব্য।

প্রবন্ধ

❖ প্রবন্ধ সম্পর্কিত তথ্য ❖

- 'প্রবন্ধ' {স. প্র + √বন্ধ + অ (ঘঞ্)} শব্দের প্রকৃত অর্থ– **প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন।**
- কল্পনা শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে লেখক যে নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রূপ সৃষ্টি করেন তাই– **প্রবন্ধ।**
- কোনো বিষয়ভিত্তিক চিন্তা ও যুক্তিনিষ্ঠ, মননশীল প্রকাশাত্মক, নাতিদীর্ঘ গদ্য রচনাকে বলে– **প্রবন্ধ।**
- আলাওলের 'পদ্মাবতী' পুথির সম্পাদনা করেন– **আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।**

❖ প্রাবন্ধিক ও প্রবন্ধ ❖

প্রাবন্ধিক	প্রবন্ধগ্রন্থ
আকবর হোসেন	দু'দিনের খেলাঘর, আলোছায়া, মোহমুক্তি, নতুন পৃথিবী।
আবদুস সাত্তার	অরণ্য জনপদে, অরণ্য সংস্কৃতি।
আহমদ শরীফ	বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা।
আহমদ ছফা	বাঙালি মুসলমানের মন, বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস, জাগ্রত বাংলাদেশ।
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ	সত্যনারায়ণের পুথি, গোরক্ষ বিজয়, রাধিকার মানভঙ্গ, মৃগলুব্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস।
আরজ আলী মাতুব্বর	সত্যের সন্ধান, সৃষ্টি রহস্য, মুক্তমন, অনুমান, ম্যাকগ্লেসান চুলা, স্মরণিকা।
কালীপ্রসন্ন ঘোষ	প্রভাত-চিন্তা, নিভৃত-চিন্তা, নিশীথ-চিন্তা।
গোপাল হালদার	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, সংস্কৃতির রূপান্তর, বাঙলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি।
গুলবদন বেগম	হুমায়ুন নামা।
জগদীশচন্দ্র বসু	অব্যক্ত, Physiology of photosynthesis
ড. সুকুমার সেন	বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	বাংলা সাহিত্যের কথা (১৯৫৩)।
ড. ওয়াকিল আহমদ	বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত।
ড. দীনেশচন্দ্র সেন	**বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬) :** বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ।
ডা. লুৎফর রহমান	মহৎ জীবন, মানবজীবন, উন্নত জীবন।
ড. আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন	রহস্যের শেষ নেই, আবিষ্কারের নেশায়, সাগরের রহস্যপুরী, এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে।
ড. মুহম্মদ ইউনূস	**দারিদ্র্যহীন বিশ্বের অভিমুখে :** আত্মজীবনীমূলক।
ড. মুহম্মদ এনামুল হক	মনীষা মঞ্জুষা, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য।
নীহাররঞ্জন রায়	**বাঙ্গালীর ইতিহাস :** প্রথম প্রাচীন বাংলার জনপদ ও অর্থনীতির পরিচয় সংবলিত গ্রন্থ।
নীরদচন্দ্র চৌধুরী	আত্মঘাতী বাঙালী।
প্রমথ চৌধুরী	বীরবলের হালখাতা, তেল নুন লকড়ি, রায়তের কথা, নানা কথা।
বুদ্ধদেব বসু	হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালের পুতুল।
মুনীর চৌধুরী	মীর মানস, বাংলা গদ্যরীতি।
মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ইরানের কবি।
মুহম্মদ আবদুল হাই	ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য।
মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	পারস্য প্রতিভা, বিদায় হজ্জ, মানুষের ধর্ম।
রামগতি ন্যায়রত্ন	**বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭৩ খ্রি.) :** বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রাচীনতম গ্রন্থ।
হুমায়ুন আজাদ	নারী, আমার অবিশ্বাস, দ্বিতীয় লিঙ্গ, আমরা কি এই বাঙালাদেশ চেয়েছিলাম।

CamScanner

ভ্রমণকাহিনি ও রম্যরচনা

❖ ভ্রমণকাহিনি ❖

রচয়িতা	ভ্রমণকাহিনি
জসীমউদ্দীন	চলে মুসাফির, যে দেশে মানুষ বড়, হলদে পরীর দেশ।
মুহম্মদ আবদুল হাই	বিলেতে সাড়ে সাত'শ দিন।
শহীদুল্লা কায়সার	পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ।
ইব্রাহীম খাঁ	ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র।
অন্নদাশঙ্কর রায়	পথে প্রবাসে।
ড. মুহম্মদ এনামুল হক	বুলগেরিয়া ভ্রমণ।
সৈয়দ মুজতবা আলী	দেশে-বিদেশে (কাবুল শহরের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে)।
জহুরুল হক	সাত-সাঁতার (আমেরিকা ভ্রমণকাহিনি)।
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	দ্বিতীয় পৃথিবীতে।
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	তুরস্ক ভ্রমণ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাশিয়ার চিঠি, পারস্যে, জাপান যাত্রী।
বেগম সুফিয়া কামাল	সোভিয়েতের দিনগুলি।
রাহুল সাংকৃত্যায়ন	ভোল্গা থেকে গঙ্গা।
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পালামৌ।

❖ রম্যরচনা ❖

রচয়িতা	রম্যরচনা
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়।
সৈয়দ মুজতবা আলী	পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী, টুনিমেম, ময়ূরকণ্ঠী।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।
আবুল মনসুর আহমদ	আয়না, আসমানী পর্দা, ফুড কনফারেন্স, গালিভারের সফরনামা।
নূরুল মোমেন	বহুরূপা, নরসুন্দর, হিং টিং ছট।
মুহম্মদ আবদুল হাই	তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা।

রচনা/গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়

রচনা/গ্রন্থের নাম	ধরন	রচয়িতা	রচনার উপজীব্য বিষয়
আমার সোনার বাংলা	কবিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলার প্রকৃতির কথা।
ঘরে বাইরে	উপন্যাস	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি।
গোরা	উপন্যাস	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বঙ্গভঙ্গের পটভূমি।
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস	কাজী নজরুল ইসলাম	নদীয়ার চাঁদ সড়কের জনজীবন।
সূর্য-দীঘল বাড়ী	উপন্যাস	আবু ইসহাক	পল্লি বাংলার জীবন।
হাজার বছর ধরে	উপন্যাস	জহির রায়হান	পল্লি বাংলার বাস্তব জীবন।
নীল-দর্পণ	নাটক	দীনবন্ধু মিত্র	নীল চাষিদের জীবন।
কাঁদো নদী কাঁদো	উপন্যাস	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	নদীর সঙ্গে জীবনের তুলনা।
পদ্মানদীর মাঝি	উপন্যাস	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	জেলেদের জীবনচিত্র।
পথের পাঁচালী	উপন্যাস	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রকৃতি ও মানুষ।
লালসালু	উপন্যাস	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	ধর্ম নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকারীদের স্বরূপ উন্মোচন ও নারী জাগরণ।
সাত সাগরের মাঝি	কাব্য	ফররুখ আহমদ	ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য।
চিলেকোঠার সেপাই	উপন্যাস	আখতারুজ্জমান ইলিয়াস	১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।
কবর	নাটক	মুনীর চৌধুরী	১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন।
রক্তাক্ত প্রান্তর	নাটক	মুনীর চৌধুরী	পানিপথের (১৭৬১) তৃতীয় যুদ্ধ।
মহাশ্মশান	মহাকাব্য	কায়কোবাদ	পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।
পদ্মাবতী	প্রণয়োপাখ্যান	আলাওল	চিতোরের রানির কাহিনি।
মেঘনাদবধ কাব্য	মহাকাব্য	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	রামায়ণ কাহিনি।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	কাব্য	বড়ু চণ্ডীদাস	রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা।
রূপসী বাংলা	কাব্য	জীবনানন্দ দাশ	স্বদেশপ্রীতি ও নিসর্গময়তা।
নিসর্গ সন্দর্শন	কাব্য	বিহারীলাল চক্রবর্তী	প্রকৃতিসচেতনতা প্রকাশমান।
পরিত্রাণ	কাব্য	শেখ ফজলল করিম	হযরত মুহম্মদ (স.) এর জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত।
সন্ধিক্ষণ	কাব্য	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	স্বদেশি আন্দোলনের প্রেরণায় উজ্জীবিত।
অন্ধবধূ	কাব্য	যতীন্দ্রমোহন বাগচী	মানুষ ও পল্লিপ্রকৃতির প্রকাশ এবং নিপীড়িত নারীর প্রতি সমবেদনা রূপায়িত হয়েছে।
হুতোম প্যাঁচার নকশা	গদ্য	কালীপ্রসন্ন সিংহ	উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ কলকাতাবাসী ধনীসমাজের ব্যঙ্গরসাত্মক চিত্র এ গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে।
মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়	গদ্য	প্যারীচাঁদ মিত্র	গ্রন্থটির মধ্যে তৎকালীন গোঁড়া শ্রেণির ব্যক্তি ও সমকালীন জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।
মুচিরাম গুড়ের আত্মচরিত	প্রবন্ধ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	প্রাবন্ধিক এ গ্রন্থে পরিহাস সহযোগে ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় আমলার ব্যঙ্গচিত্র অঙ্গন করেছেন।

CamScanner

বাংলা ভাষায়/সাহিত্যে প্রথম

বিষয়	রচনা	রচয়িতা/সম্পাদক	সাল
বাংলা ভাষার প্রথম প্রণয়োপাখ্যান	ইউসুফ জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	১৪০০-১৫০০
বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ	Vocabulario em idioma bengalla e portuguez	মনোএল দা আসসুম্পসাঁও	১৭৩৪
রোমান লিপিতে প্রথম বাংলা বই	কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ	মনোএল দা আসসুম্পসাঁও	১৭৩৪
বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ	কথোপকথন	উইলিয়াম কেরি	১৮০১
বাংলা ভাষার প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ	বেদান্তগ্রন্থ	রাজা রামমোহন রায়	১৮১৫
বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকী	দিগদর্শন	জনক্লার্ক মার্শম্যান, শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ	১৮১৮
মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা	সমাচার সভারাজেন্দ্র	শেখ আলীমুল্লাহ	১৮৩১
বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রণযন্ত্র	বার্তাবহ	–	১৮৪৭
বাংলা ভাষার প্রথম নাটক	ভদ্রার্জুন	তারাচরণ শিকদার	১৮৫২
বাংলা ভাষার প্রথম সামাজিক নাটক	কুলীনকুলসর্বস্ব	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৫৪
বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস	আলালের ঘরের দুলাল	প্যারীচাঁদ মিত্র	১৮৫৭
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম কাব্য	পদ্মিনী উপাখ্যান	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৫৮
বাংলা ভাষার প্রথম প্রহসন	একেই কি বলে সভ্যতা?	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮৬১
ঢাকার প্রথম বাংলা ছাপাখানা	বাংলা প্রেস (আজিমপুরে)	সুন্দর মিত্র	১৮৬০
ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ	নীল-দর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬০
বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮৬১
বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক	কৃষ্ণকুমারী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮৬১
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস	দুর্গেশনন্দিনী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৬৫
বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস	কপালকুণ্ডলা	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৬৬
প্রথম মহিলা লেখকের উপন্যাস	দীপনির্বাণ	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৭৬
কুরআন শরীফের প্রথম বাংলা অনুবাদক	অনুবাদ	ভাই গিরিশচন্দ্র সেন	১৮৮১-'৮৬

সাহিত্যিকদের প্রথম গ্রন্থ

কবি/লেখকের নাম	প্রকৃতি/ধরন	গ্রন্থের নাম	প্রকাশ
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	উপন্যাস	Rajmohon's wife	১৮৬৪
	উপন্যাস	দুর্গেশনন্দিনী	১৮৬৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবিতা	হিন্দুমেলার উপহার	১৮৭৪
	কাব্য	কবি-কাহিনী	১৮৭৮
	উপন্যাস	বৌঠাকুরাণীর হাট	১৮৮৩
	প্রবন্ধগ্রন্থ	বিবিধ প্রসঙ্গ	১৮৮৩
	ছোটগল্প	ভিখারিনী	১২৮৪
	গীতিনাট্য	বাল্মীকি প্রতিভা	১৮৮১
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	গল্প	মন্দির	১৯০৩
	উপন্যাস	বড়দিদি	১৯০৭
বেগম রোকেয়া	প্রবন্ধগ্রন্থ	মতিচূর	১৯২২
কাজী নজরুল ইসলাম	উপন্যাস	বাঁধনহারা	১৯২৭
	কবিতা	মুক্তি	১৩২৬
	গল্পগ্রন্থ	ব্যথার দান	১৯২২
	প্রবন্ধগ্রন্থ	যুগবাণী	১৯২২
	কাব্য	অগ্নি-বীণা	১৯২২
	নাটক	ঝিলিমিলি	১৩৩০
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	গল্প	নয়নচারা	১৯৫১
জহির রায়হান	গল্প	সূর্যগ্রহণ	১৩৬২
হুমায়ূন আহমেদ	উপন্যাস	নন্দিত নরকে	১৯৭২
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	ইংরেজি রচনা	Captive Ladie	১৮৪৯
	কাব্য	তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	১৮৬০
	মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য	১৮৬১
	নাটক	শর্মিষ্ঠা	১৮৫৯
জসীমউদ্দীন	কাব্যগ্রন্থ	রাখালী	১৯২৭
বেগম সুফিয়া কামাল	গল্প	কেয়ার কাঁটা	১৯৩৭
ফররুখ আহমদ	কাব্যগ্রন্থ	সাত সাগরের মাঝি	১৯৪৪

কবি/লেখকের নাম	প্রকৃতি/ধরন	গ্রন্থের নাম	প্রকাশ
সুকান্ত ভট্টাচার্য	কবিতা/কাব্য	ছাড়পত্র	১৩৫৪
শামসুর রাহমান	কাব্যগ্রন্থ	প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে	১৯৬০
মুনীর চৌধুরী	নাটক	রক্তাক্ত প্রান্তর	১৯৬২
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	উপন্যাস	পদ্মানদীর মাঝি	১৯৩৬
প্যারীচাঁদ মিত্র	উপন্যাস	আলালের ঘরের দুলাল	১৮৫৮
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	অনুবাদগ্রন্থ	বেতাল পঞ্চবিংশতি	১৮৪৭
রাজা রামমোহন রায়	প্রবন্ধ	বেদান্তগ্রন্থ	১৮১৫
আবু ইসহাক	উপন্যাস	সূর্য-দীঘল বাড়ী	১৯৫৫
আহসান হাবীব	কাব্যগ্রন্থ	রাত্রিশেষ	১৯৪৭
গোলাম মোস্তফা	উপন্যাস	রূপের নেশা	১৯২০
কায়কোবাদ	কাব্যগ্রন্থ	বিরহ বিলাপ	১৮৭০
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	কাব্য	অনল প্রবাহ	১৯০০
	উপন্যাস	তারাবাঈ	১৯১৮
মোহাম্মদ নজিবর রহমান	উপন্যাস	আনোয়ারা	১৯১৪
মীর মশাররফ হোসেন	উপন্যাস	রত্নবতী	১৮৬৯
দীনবন্ধু মিত্র	নাটক	নীল-দর্পণ	১৮৬০
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	কাব্যগ্রন্থ	প্রবোধ প্রভাকর	১৮৫৮
রামনারায়ণ তর্করত্ন	নাটক	কুলীনকুলসর্বস্ব	১৮৫৪
শহীদুল্লা কায়সার	উপন্যাস	সারেং বৌ	১৯৬২
শওকত ওসমান	উপন্যাস	বনি আদম	১৯৪৬
কাজী মোতাহার হোসেন	প্রবন্ধ	সঞ্চয়ন	১৯৩৭
নূরুল মোমেন	নাটক	নেমেসিস	১৯৪৮
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	ভাষাগ্রন্থ	ভাষা ও সাহিত্য	১৯৩১
মুহম্মদ আবদুল হাই	প্রবন্ধগ্রন্থ	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	১৯৫৪
মোতাহের হোসেন চৌধুরী	প্রবন্ধ	সংস্কৃতি কথা	১৯৫৮
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	উপন্যাস	পথের পাঁচালী	১৯২৯
জীবনানন্দ দাশ	কাব্যগ্রন্থ	ঝরা পালক	১৯২৭

CamScanner

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক রচনা

রচনা	ধরন	রচয়িতা	প্রকাশ
কবর	নাটক	মুনীর চৌধুরী	১৯৬৬
আরেক ফাল্গুন	উপন্যাস	জহির রায়হান	১৯৬৮
নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি	উপন্যাস	সেলিনা হোসেন	১৯৮৭
আর্তনাদ	উপন্যাস	শওকত ওসমান	১৯৮৫
একুশে ফেব্রুয়ারি	সম্পাদিত গ্রন্থ	হাসান হাফিজুর রহমান	১৯৫৩
একুশের গল্প	গল্প	জহির রায়হান	
দৃষ্টি	গল্প	ড. আনিসুজ্জামান	
আরো একজন	গল্প	সৈয়দ শামসুল হক	

রচনা	ধরন	রচয়িতা	প্রকাশ
কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	কবিতা	মাহবুব উল আলম চৌধুরী	১৯৫২
স্মৃতিস্তম্ভ	কবিতা	আলাউদ্দিন আল আজাদ	১৯৫২
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা	কবিতা	শামসুর রাহমান	
শহীদ স্মরণে	কবিতা	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	
কোনো এক মাকে	কবিতা	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য

নাম	ধরন	রচয়িতা
নরকে লাল গোলাপ	নাটক	আলাউদ্দিন আল আজাদ
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	নাটক	সৈয়দ শামসুল হক
কী চাহ শঙ্খচিল, বর্ণচোরা, বকুলপুরের স্বাধীনতা	নাটক	মমতাজউদ্দীন আহমদ
নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন	উপন্যাস	সৈয়দ শামসুল হক
রাইফেল রোটি আওরাত	উপন্যাস	আনোয়ার পাশা
জাহান্নম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য	উপন্যাস	শওকত ওসমান
আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া, জোছনা ও জননীর গল্প	উপন্যাস	হুমায়ূন আহমেদ
বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ	উপন্যাস	সরদার জয়েনউদ্দিন
হাঙর নদী গ্রেনেড, যুদ্ধ	উপন্যাস	সেলিনা হোসেন
ফেরারী সূর্য	উপন্যাস	রাবেয়া খাতুন
উপমহাদেশ	উপন্যাস	আল মাহমুদ
দেয়াল	উপন্যাস	আবু জাফর শামসুদ্দীন
খাঁচায়	উপন্যাস	রশীদ হায়দার
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	প্রবন্ধ	ড. নীলিমা ইব্রাহিম
একাত্তরের ঢাকা (প্রবন্ধ), হাঙর নদী গ্রেনেড (উপন্যাস)	-	সেলিনা হোসেন
A search for Identity	প্রবন্ধ	মেজর আব্দুল জলিল
The liberation of Bangladesh	প্রবন্ধ	মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং
আমি বিজয় দেখেছি	স্মৃতিকথা	এম আর আখতার মুকুল
একাত্তরের দিনগুলি	স্মৃতিকথা	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের ডায়েরি	স্মৃতিকথা	সুফিয়া কামাল
বাংলাদেশ কথা কয়	সম্পাদিত গ্রন্থ	আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
জন্ম যদি তব বঙ্গে	গল্প	শওকত ওসমান
Stop Genocide	প্রামাণ্যচিত্র	জহির রায়হান
ওরা এগারজন	চলচ্চিত্র	চাষী নজরুল ইসলাম
একাত্তরের যীশু	চলচ্চিত্র	নাসির উদ্দিন ইউসুফ
আবার তোরা মানুষ হ	চলচ্চিত্র	খান আতাউর রহমান
যাত্রা	উপন্যাস	শওকত আলী
কালো ঘোড়া	উপন্যাস	ইমদাদুল হক মিলন
আমার বন্ধু রাশেদ	উপন্যাস	মুহম্মদ জাফর ইকবাল
জীবন আমার বোন	উপন্যাস	মাহমুদুল হক
একটি কালো মেয়ের কথা	উপন্যাস	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
নামহীন গোত্রহীন	গল্প	হাসান আজিজুল হক
September on Jessore Road	কবিতা	অ্যালেন গিনসবার্গ
স্বাধীনতা তুমি	কবিতা	শামসুর রাহমান
স্বাধীনতা, শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো	কবিতা	নির্মলেন্দু গুণ
একাত্তরের নিশান	প্রবন্ধ	রাবেয়া খাতুন
ফেরারী ডায়েরি	স্মৃতিকথা	আলাউদ্দিন আল আজাদ
একাত্তরের চিঠি	পত্রসংকলন	প্রথম আলো ও গ্রামীণফোনের উদ্যোগে সংগৃহীত

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

ছদ্মনাম	প্রকৃত নাম
টিমোথি পেনপোয়েম, এ নেটিভ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
অনিলা দেবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ভানুসিংহ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
টেকচাঁদ ঠাকুর	প্যারীচাঁদ মিত্র
হুতোম পেঁচা	কালীপ্রসন্ন সিংহ
বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
মৌমাছি	বিমল ঘোষ
গাজী মিয়াঁ	মীর মশাররফ হোসেন
কায়কোবাদ	মুহম্মদ কাজেম আল কোরায়েশী
শওকত ওসমান	শেখ আজিজুর রহমান
জরাসন্ধ	চারুচন্দ্র চক্রবর্তী
বাণভট্ট	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নীল লোহিত/সনাতন পাঠক	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
নীহারিকা দেবী	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
সত্যসুন্দর দাস	মোহিতলাল মজুমদার
কালকূট	সমরেশ বসু
পরশুরাম	রাজশেখর বসু
বীরবল	প্রমথ চৌধুরী
বড়ু চণ্ডীদাস	অনন্ত বড়ু
সুনন্দ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দৃষ্টিহীন	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মধুসূদন মজুমদার
অবধূত	কালিকানন্দ
হায়াৎ মামুদ	ড. মনিরুজ্জামান
যাযাবর	বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
কমলাকান্ত	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দাদাভাই	রোকনুজ্জামান খান
ধূমকেতু, সারথী, পাইয়োনিয়ার	কাজী নজরুল ইসলাম
অশোক সৈয়দ	আবদুল মান্নান সৈয়দ

বাংলা সাহিত্যে জনক

বিষয়	জনক
বাংলা গদ্যের জনক	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বাংলা চলিত রীতির প্রবর্তক	প্রমথ চৌধুরী
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গীতিকবিতার জনক	বিহারীলাল চক্রবর্তী
বাংলা 'টপ্পা' গানের জনক	রামনিধিগুপ্ত বা নিধুবাবু
ছোটগল্পের জনক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গদ্য ছন্দের জনক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলা উপন্যাসের জনক	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আধুনিক বাংলা কবিতার জনক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
আধুনিক বাংলা সনেটের জনক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রহসনের জনক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বাংলা কাব্য সাহিত্যে ইতালীয় সনেটের প্রবর্তক	প্রমথ চৌধুরী

সাহিত্যিকদের উপাধি ও মূলনাম

উপাধি	মূলনাম
পল্লিকবি	জসীমউদ্দীন
পল্লিনিষ্ঠ কবি	কুমুদরঞ্জন মল্লিক
শ্রীকর নন্দী	কবীন্দ্র পরমেশ্বর
পদাতিকের কবি	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্য সরস্বতী/ বিদ্যাবিনোদিনী	নুরুন্নেসা খাতুন
মিথিলার কবি	বিদ্যাপতি
মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত	বেগম রোকেয়া
তর্করত্ন	রামনারায়ণ
সাহিত্যবিশারদ	আব্দুল করিম
নাগরিক কবি	সমর সেন
সাহিত্যরত্ন	নজিবর রহমান
কবিশ্বর/মহাকবি	আলাওল
স্বপ্নাতুর কবি	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
ভোরের পাখি	বিহারীলাল চক্রবর্তী
ছন্দের জাদুকর, ছন্দের রাজা	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
অপরাজেয় কথাশিল্পী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ভাষাবিজ্ঞানী	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
চারণকবি	মুকুন্দরাম দাস
কিশোরকবি	সুকান্ত ভট্টাচার্য
ছান্দসিক কবি	আব্দুল কাদির
শান্তিপুরের কবি	মোজাম্মেল হক
মার্কসবাদী কবি	বিষ্ণু দে
ক্ল্যাসিক কবি	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
বিশ্বকবি/নাইট	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবিকঙ্কণ	মুকুন্দরাম
বিদ্রোহী কবি	কাজী নজরুল ইসলাম
গদ্যের জনক/বিদ্যাসাগর	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
দৌলত উজির	বাহরাম খান
সাহিত্যসম্রাট	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রূপসী বাংলার কবি, তিমির হননের কবি	জীবনানন্দ দাশ
যুগসন্ধিক্ষণের কবি	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গুণরাজ খান	মালাধর বসু
কাব্যসুধাকর	গোলাম মোস্তফা
মুসলিম রেনেসাঁর কবি	ফররুখ আহমদ
রায়গুণাকর	ভারতচন্দ্র
বাংলার মিল্টন	হেমচন্দ্র
জননী সাহসিকা	সুফিয়া কামাল
শহিদ জননী	জাহানারা ইমাম

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বিখ্যাত পঙ্ক্তি/উদ্ধৃতি ও রচয়িতা

পঙ্ক্তি/উক্তি	রচয়িতা
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি	আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।	কুসুমকুমারী দাশ
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর।	বিদ্যাপতি
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবার সমান রাঙা।	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (মানুষ জাতি)
কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা।	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
কবিতায় আর কি লিখব? যখন বুকের রক্তে লিখেছি একটি নাম বাংলাদেশ।	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (শহীদ স্মরণে)
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।	সুকান্ত ভট্টাচার্য
গাহি সাম্যের গান মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।	কাজী নজরুল ইসলাম (মানুষ)
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।	স্বামী বিবেকানন্দ
জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' কোন আন্দোলনের মূলকথা?	বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন (শিখা পত্রিকা)
জাতির পতাকা আজ খাঁমচে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন–	রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা; তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা?	দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ধনধান্য পুষ্পে ভরা)
পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।	মদনমোহন তর্কালঙ্কার
বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আত্মত্রাণ)
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।	কাজী নজরুল ইসলাম (নারী)
বাঁচতে হলে লাঙ্গল ধর রে আবার এসে গাঁয়।	শেখ ফজলল করিম (গাঁয়ের ডাক)
বড়র পিরীতি বালির বাঁধ/ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাব।	রফিক আজাদ
ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।	প্রমথ চৌধুরী
মোদের গরব, মোদের আশা/আ-মরি বাংলা ভাষা	অতুলপ্রসাদ সেন
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন, হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জীবন-সঙ্গীত)
শোন মা আমিনা, রেখে দেরে কাজ, ত্বরা করে মাঠে চল, এল মেঘনার জোয়ারের বেলা।	হুমায়ুন কবির (মেঘনার ঢল)
সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত	প্রমথ চৌধুরী
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু/অনলে পুড়িয়া গেল।	জ্ঞানদাস
সই কেমনে ধরিব হিয়া/ আমারি বঁধুয়া আন বাড়ি যায়/ আমার আঙ্গিনা দিয়া।	চণ্ডীদাস
হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান! তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান।	কাজী নজরুল ইসলাম (দারিদ্র্য)

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রধান চরিত্র

লেখকের নাম	গ্রন্থ ও ধরন	প্রধান চরিত্র
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চরিত্রহীন (উপন্যাস)	সতীশ, সাবিত্রী
	গৃহদাহ (উপন্যাস)	মহিম, সুরেশ, অচলা, মৃণাল
	শ্রীকান্ত (উপন্যাস)	শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী
	পল্লী সমাজ (উপন্যাস)	রমা, রমেশ
	মহেশ (ছোটগল্প)	গফুর, আমিনা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গোরা (উপন্যাস)	গোরা, সুচরিতা, ললিতা
	শেষের কবিতা (উপন্যাস)	অমিত, লাবণ্য, শোভনলাল
	যোগাযোগ (উপন্যাস)	মধুসূদন, কুমুদিনী, বিপ্রদাস
	ঘরে বাইরে (উপন্যাস)	নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ
	চতুরঙ্গ (উপন্যাস)	শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস
	চোখের বালি (উপন্যাস)	মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী
	ডাকঘর (নাটক)	অমল, সুধা, ঠাকুরদা
	রক্তকরবী (নাটক)	নন্দিনী, রঞ্জন
	ছুটি (ছোটগল্প)	মাখন, ফটিক
	পোস্টমাস্টার (ছোটগল্প)	রতন, পোস্টমাস্টার
	শাস্তি (ছোটগল্প)	ছিদাম, দুখীরাম, রাধা, চন্দরা
	একরাত্রি (ছোটগল্প)	সুরবালা
	সমাপ্তি (ছোটগল্প)	মৃন্ময়ী
	হৈমন্তী (ছোটগল্প)	হৈমন্তী, অপু
	অতিথি (ছোটগল্প)	তারাপদ
	কাবুলিওয়ালা (ছোটগল্প)	রহমত, খুকী
বড়ু চণ্ডীদাস	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (কাব্য)	রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি
আলাওল	পদ্মাবতী (কাব্য)	পদ্মাবতী, রত্নসেন
দীনবন্ধু মিত্র	নীল-দর্পণ (নাটক)	তোরাপ, নবীন মাধব
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর (নাটক)	জোহরা, ইব্রাহিম কার্দি
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	চণ্ডীমঙ্গল (মঙ্গলকাব্য)	ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারী শীল
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর	অন্নদামঙ্গল (মঙ্গলকাব্য)	ঈশ্বরী পাটনী, হীরামালিনী
প্যারীচাঁদ মিত্র	আলালের ঘরের দুলাল (উপন্যাস)	ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম, বাবুরাম বাবু
কাজী নজরুল ইসলাম	মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস)	মেজ বৌ, প্যাকালে, আনসার
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কবি (উপন্যাস)	ঠাকুর ঝি, নিতাই, বসন
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	পদ্মানদীর মাঝি (উপন্যাস)	কুবের, কপিলা, মালা, হোসেন মিয়া
	অহিংসা	বিপিন সদানন্দ, মাধবী

CamScanner

লেখকের নাম	গ্রন্থ ও ধরন	প্রধান চরিত্র
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)	ভ্রমর, রোহিণী, গোবিন্দলাল
	বিষবৃক্ষ (উপন্যাস)	কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্রনাথ, হীরা, সূর্যমুখী
বিজয়গুপ্ত	মনসামঙ্গল (মঙ্গলকাব্য)	চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর
জসীমউদ্দীন	নকশী কাঁথার মাঠ (কাব্য)	রূপা, সাজু
	বোবাকাহিনী (উপন্যাস)	বছির, আজহার, আরজান
জহির রায়হান	একুশের গল্প (ছোটগল্প)	তপু, রাহাত, রেণু
মীর মশাররফ হোসেন	জমীদার দর্পণ	নূরন্নেহার, তোরাপ

বাংলা সাহিত্যে উৎসর্গীকৃত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

রচয়িতা : কাজী নজরুল ইসলাম

রচনা	প্রকৃতি	যাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছে
সঞ্চিতা	কাব্য সংকলন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে
অগ্নিবীণা	কাব্যগ্রন্থ	সাগ্নিক বীর শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে
রবিহারা	কবিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর শোকে রচিত
বিষের বাঁশি	কাব্যগ্রন্থ	নজরুল-প্রমীলার বিবাহের সহায়তাকারী মুসাম্মৎ মাসুদা খাতুনকে
বুলবুল	গীত সংকলন	ডি. এল. রায়ের পুত্র সংগীতশিল্পী দিলীপকুমার রায়কে
সন্ধ্যা	কাব্য	মাদারিপুরের শান্তিসেনা ও বীর সেনাদের
চোখের চাতক	গজল সংকলন	প্রতিভা বসু রানুকে

রচয়িতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচনা	প্রকৃতি	যাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছে
বসন্ত	নাটক	কাজী নজরুল ইসলামকে
তাসের দেশ	নাটক	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে
চার অধ্যায়	উপন্যাস	ব্রিটিশ সরকারের রাজবন্দিদেরকে
ক্ষণিকা	কাব্যগ্রন্থ	শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পাতিলকে

পত্র-পত্রিকা ও সম্পাদকের নাম

পত্রিকার নাম	প্রকাশ	সম্পাদক
বেঙ্গল গেজেট	১৭৮০	জেমস অগাস্টাস হিকি
দিগদর্শন	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
সমাচার দর্পণ	১৮১৮	জশুয়া মার্শম্যান
বাঙ্গাল গেজেট	১৮১৮	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
সম্বাদকৌমুদী	১৮২১	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্রাহ্মণ সেবধি	১৮২১	রাজা রামমোহন রায়
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩১	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
তত্ত্ববোধিনী	১৮৪৩	অক্ষয়কুমার দত্ত
সংবাদ সাধুরঞ্জন	১৮৪৮	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সংবাদ রসসাগর	১৮৫০	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গদর্শন	১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আজিজুন্নেহার	১৮৭৪	মীর মশাররফ হোসেন
ভারতী	১৮৭৭	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুধাকর	১৮৮৯	শেখ আবদুর রহিম
সাহিত্য	১৮৯০	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
ইসলাম প্রচার	১৮৯১	মো. রেয়াজ উদ্দিন
সাধনা	১৮৯১	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গুলিস্তা	১৮৯৫	এস. ওয়াজেদ আলি
মিহির	১৮৯৭	শেখ আবদুর রহিম
হাফেজ	১৮৯৭	শেখ আবদুর রহিম
কোহিনূর	১৮৯৮	মো. রওশন আলী
প্রবাসী	১৯০১	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
নবনূর	১৯০৩	সৈয়দ এমদাদ আলী
সাপ্তাহিক মোহাম্মদী	১৯১০	মোহাম্মদ আকরম খাঁ
ভারতবর্ষ	১৯১৩	জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সবুজপত্র	১৯১৪	প্রমথ চৌধুরী
আল ইসলাম	১৯১৫	মাওলানা আকরম খাঁ
সওগাত	১৯১৮	মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন
মোসলেম ভারত	১৯২০	মোজাম্মেল হক
আঙুর (কিশোর পত্রিকা)	১৯২০	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
ধূমকেতু	১৯২২	কাজী নজরুল ইসলাম
কল্লোল	১৯২৩	দীনেশরঞ্জন দাশ
শনিবারের চিঠি	১৯২৪	সজনীকান্ত দাস
লাঙল	১৯২৫	কাজী নজরুল ইসলাম
শিখা	১৯২৬	কাজী মোতাহার হোসেন
দৈনিক আজাদ	১৯৩৫	মোহাম্মদ আকরম খাঁ
পূর্বাশা	১৯৩২	সঞ্জয় ভট্টাচার্য
দৈনিক নবযুগ	১৯২০	কাজী নজরুল ইসলাম
বেগম	১৯৪৭	নূরজাহান বেগম
সমকাল	১৯৫৪	সিকান্দার আবু জাফর

বাংলা সাহিত্যে বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ

চন্দ্রবিন্দু	সংগীতগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম
ভাঙার গান, বিষের বাঁশি	কাব্যগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম
আনন্দময়ীর আগমনে	কবিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
যুগবাণী	প্রবন্ধগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম
পথের দাবী	উপন্যাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অনল প্রবাহ	কাব্যগ্রন্থ	ইসমাইল হোসেন সিরাজী

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত

লজ্জা, আমার মেয়েবেলা	উপন্যাস	তসলিমা নাসরিন
নারী	প্রবন্ধগ্রন্থ	হুমায়ুন আজাদ

CamScanner

গানের রচয়িতা ও সুরকার

গান	কথা	সুরকার
বাংলার মাটি বাংলার জল ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ও আমার দেশের মাটি ...		
সার্থক জনম আমার ...		
দুর্গম গিরি কান্তার মরু ...	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
চল্ চল্ চল্		
কারার ঐ লৌহ কপাট...		
মাগো ভাবনা কেন ...	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
জন্ম আমার ধন্য হল ...	নয়ীম গহর	আজাদ রহমান
নোঙ্গর তোল তোল সময় ...	নয়ীম গহর	সমর দাস
সোনা সোনা সোনা লোকে বলে	আব্দুল লতিফ	আব্দুল লতিফ
ধনধান্য পুষ্পভরা...	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
সবক'টা জানালা খুলে দাও...	নজরুল ইসলাম বাবু	সাবিনা ইয়াসমিন
আমাদের সংগ্রাম চলবেই...	সিকান্দার আবু জাফর	শেখ লুৎফর রহমান
এক নদী রক্ত পেরিয়ে ...	খান আতাউর রহমান	খান আতাউর রহমান
জয় বাংলা বাংলার জয় ...	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ
একবার যেতে দে না আমার...		আনোয়ার পারভেজ
একতারা তুই দেশের কথা....		সত্য সাহা
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে...	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ
এই পদ্মা এই মেঘনা ...	আবু জাফর	আবু জাফর
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে...	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস
ওরা আমার মুখের ভাষা...	আব্দুল লতিফ	আব্দুল লতিফ
আমি বাংলার গান গাই ...	প্রতুল মুখোপাধ্যায়	প্রতুল মুখোপাধ্যায়
মোদের গরব, মোদের আশা	অতুলপ্রসাদ সেন	অতুলপ্রসাদ সেন

বিদেশি সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম

অ্যালিঘেরি দান্তে (১২৬৫-১৩২১)	
মহাকাব্য	ডিভাইন কমেডি।
অন্যান্য রচনা	লা ভিতা নুওভা, Inferno, ইল কনভিভিও, দে মনার্কিয়া।
উইলিয়াম শেক্সপীয়র (১৫৬৪-১৬১৬)	
নাটক	হ্যামলেট (১৬০২), ম্যাকবেথ, জুলিয়াস সীজার, ওথেলো, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, কিং লিয়ার, দ্যা টেম্পেস্ট, দি কমেডি অফ এররস্।
কবিতা	Venus and Adonis, The Rape of Lucrece, The Passionate Pilgrim, A Lover's Complex.
জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪)	
মহাকাব্য	প্যারাডাইস লস্ট, প্যারাডাইস রিগেইন।
অন্যান্য রচনা	Areopagitica (pamphlet), Lycidas (Elegy), Samson Agonistes (Tragic Drama).
উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০)	
কাব্য	লিরিক্যাল ব্যালাড্স্ (কোলরিজ সহযোগে), দি ইসকারসন, The Prelude and other Poems, The River Duddon.
কবিতা	The Solitary Reaper, Daffodils.
জন কীট্স (১৭৯৫-১৮২১)	
কাব্য	ইসাবেলা, লুমিয়া অ্যান্ড আদারস পয়েমস্, Endymion Hyperion.
কবিতা	A Draught of Sunshine, A party of Lovers, Ode to Autumn, Ode to Psyche, Ode to a Nightingale.

জর্জ অরওয়েল (১৯০৩-১৯৫০)	
উপন্যাস	Animal Farm, Nineteen Eighty Four, Burmese days, Homage to catalonia.
প্রবন্ধ	Shooting an Elephant.
স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬-১৯৮৯)	
নাটক	ওয়েটিং ফর গডো।
অন্যান্য রচনা	Murphy (Novel), Endagame, Happy Days.
নেলসন ম্যান্ডেলা	
আত্মজীবনী	লং ওয়াক টু ফ্রিডম।
লিও টলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)	
উপন্যাস	ওয়ার অ্যান্ড পিস, আন্না ক্যারেনিনা, মাস্টার অ্যান্ড ম্যান।
ছোটগল্প	ফাদার সিয়ের্গি, হোয়ার লাভ ইজ দেয়ার লাভ ইজ অলসো, জুলফিকার নিউটন, ল্যুথসের্ন।
প্রবন্ধ	হোয়াট ইজ আর্ট।
ই.এম.ফস্টার	
উপন্যাস	এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া (১৯২৪), এ রুম উইথ এ ভিউ, দ্যা লংগেস্ট জার্নি।
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে	
উপন্যাস	এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস, দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী, দ্যা সান অলসো রাইজেস, ফর হুম দ্য বেল টোলস।
পার্সি বিশী শেলি (১৭৯২-১৮২২)	
কাব্য	Queen Mab, The Spirit of Solitude, Adonais, The Revolt of Islam.
কবিতা	Ozymandias, Ode to a Skylark, Ode to the West Wind, The Cloud, Ode to liberty, To Night.
প্রবন্ধ	A Defence of Poetry, Necessity for Atheism, On Friendship, Declaration of Rights.
বারাক ওবামা	
আত্মজীবনী	ওডাসিটি অফ হোপ, ড্রিমস ফ্রম মাই ফাদার, চেইঞ্জ উই ক্যান বিলিভ ইন।
স্যার ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২)	
উপন্যাস	Ivan Hoe, The Abbot, Old Mortality, The Antiquary, The Talisman, The Lady of the Lake, The Heart of Midlothean, The bride of Lammermoor.
কবিতা	Patriotism
জেন অস্টেন (১৭৭৫-১৮১৭)	
উপন্যাস	Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Mansfield Park, Emma, The Persuasion.
বেনজীর ভুট্টো	
আত্মজীবনী	ডটার অব দ্যা ইস্ট।
ভার্জিনিয়া উল্ফ (১৮৮২-১৯৪১)	
প্রবন্ধ	A Room of One's Own (1929)
উপন্যাস	টু দ্যা লাইট হাউজ, The years, মিসেস ডলওয়ে, The Voyage Out, The Waves, Pilgrimage, Flush, ওরল্যান্ডো।
ফেরদৌসী	
মহাকাব্য	শাহনামা।
হোমার	
মহাকাব্য	ইলিয়ড, ওডেসি।
আলবেয়ার ক্যামু	
উপন্যাস	আউট সাইডার, দ্যা স্ট্রেনজার ক্যালিগুলা, ফেইট, দ্য ফার্স্ট ম্যান, দ্য ফল, এ হ্যাপি ডেথ।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০)	
প্রবন্ধ	Theory of knowledge, Road to Freedom, Marriage and Morals, History of Western Philosophy, Authority and the Individual, The Analysis of mind, Mysticism and Logic.
ওভিদ	
মহাকাব্য	মেটামরফোসিস।
চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০)	
উপন্যাস	David Copperfield, Oliver Twist, The Pickwick Papers, Hard Times, Great Expectations, A Tale of Two Cities, Bleak House, A christmas carol, The Battle of life.
ফ্রানস্ কাফকা	
উপন্যাস	মেটামরফোসিস, দ্যা ট্রায়াল, দ্যা ক্যাসল, দ্যা জাজমেন্ট।
দস্তয়ভস্কি	
উপন্যাস	ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট।
জর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০)	
নাটক	সিজার (Caeser) অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা, আর্মস এন্ড দ্যা ম্যান, দ্যা ম্যান অফ ডেসটিনি, দ্যা ডক্টর'স ডিলেমা, ইউ নেভার ক্যান টেল, ক্যানডিডা, ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান।
উপন্যাস	Immaturity, An Unsocial Socialist, The Irrational Knot, Love Among the Artists.

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. আত্মভাবপ্রধান কবিতা হলো–
Ⓐ মহাকাব্য Ⓑ গীতিকবিতা Ⓒ চিত্রকাব্য Ⓓ ব্যঙ্গকাব্য **Ans B**

02. কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্য কোনটি?
Ⓐ মহাভারত Ⓑ ইলিয়াড Ⓒ সোনার তরী Ⓓ মহাশ্মশান **Ans D**

03. কোন কাব্যের সুর প্রকৃতি ও নারী প্রেম?
Ⓐ খণ্ডকাব্য Ⓑ গীতিকাব্য Ⓒ মহাকাব্য Ⓓ প্রণয়কাব্য **Ans B**

04. সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
Ⓐ পরানের গহীন ভিতর Ⓑ খণ্ডিত গৌরব
Ⓒ মানচিত্র Ⓓ ক্রন্দসী ও আত্মজা **Ans A**

05. কোন দুটি রচনা একই শ্রেণির?
Ⓐ নীল-দর্পণ ও বিষাদ-সিন্ধু Ⓑ লালসালু ও বলাকা
Ⓒ গীতাঞ্জলি ও অগ্নি-বীণা Ⓓ ডাকঘর ও শ্রীকান্ত **Ans C**

06. 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কাব্যগ্রন্থের লেখক কে?
Ⓐ জিয়া হায়দার Ⓑ আল মাহমুদ
Ⓒ সিকদার আমিনুল হক Ⓓ ওমর আলী **Ans B**

07. 'কবর' কবিতায় দাদুর শ্বশুরবাড়ি কোন গাঁয়ে?
Ⓐ কদমতলী Ⓑ বাদামতলী Ⓒ উজানতলী Ⓓ পলাশতলী **Ans C**

08. 'চাষাভুষার কাব্য' কার লেখা?
Ⓐ কাজী নজরুল ইসলাম Ⓑ মনসুর বয়াতী
Ⓒ গোলাম কুদ্দুস Ⓓ নির্মলেন্দু গুণ **Ans D**

09. শহীদ কাদরীর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
Ⓐ সঞ্চিতা Ⓑ তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা
Ⓒ ধূসর পাণ্ডুলিপি Ⓓ সোনালী কাবিন **Ans B**

10. বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক মহাকাব্য কে রচনা করেন?
Ⓐ নবীনচন্দ্র সেন Ⓑ কাজী নজরুল ইসলাম
Ⓒ কায়কোবাদ Ⓓ মাইকেল মধুসূদন দত্ত **Ans D**

11. মহাকাব্য ন্যূনতম কয় সর্গে হয়?
Ⓐ ছয় Ⓑ আট Ⓒ নয় Ⓓ এগারো **Ans B**

12. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদক কে?
Ⓐ E.M.Milford Ⓑ W.B. Yeats
Ⓒ Wordsworth Ⓓ John Milton **Ans A**

13. 'কাচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া'। কবি কার প্রসঙ্গে বলেছেন?
Ⓐ সাজু Ⓑ রুপাই Ⓒ মুলি Ⓓ সোজন **Ans B**

14. 'নবান্ন' কবিতাটির রচয়িতা কে?
Ⓐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓑ অক্ষয়কুমার বড়াল
Ⓒ জীবনানন্দ দাশ Ⓓ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত **Ans D**

15. 'উত্তরাধিকার' কাব্যের কবি কে?
Ⓐ শামসুর রাহমান Ⓑ হাসান হাফিজুর রহমান
Ⓒ আল মাহমুদ Ⓓ শহীদ কাদরী **Ans D**

16. 'হুলিয়া' কবিতাটি কে লিখেছেন?
Ⓐ কাজী নজরুল ইসলাম Ⓑ শামসুর রাহমান
Ⓒ সুভাষ মুখোপাধ্যায় Ⓓ নির্মলেন্দু গুণ **Ans D**

17. কোনটি কবি জসীমউদ্দীনের কাব্যগ্রন্থ?
Ⓐ একমুঠো Ⓑ ধানখেত
Ⓒ সাঁঝের মায়া Ⓓ সাত সাগরের মাঝি **Ans B**

18. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কী?
Ⓐ ভ্রমণকাহিনি Ⓑ উপন্যাস Ⓒ কাব্যগ্রন্থ Ⓓ নাটক **Ans C**

19. নিচের কোন কবিতাটি জসীমউদ্দীনের লেখা?
Ⓐ আসাদের শার্ট Ⓑ হুলিয়া
Ⓒ কবর Ⓓ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ **Ans C**

20. বাংলাদেশের প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশক–
Ⓐ মামুনুর রশীদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, রশীদ হায়দার
Ⓑ আব্দুল্লাহ আল মামুন, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, সৈয়দ জামিল আহমেদ
Ⓒ আতাউর রহমান, সৈয়দ জামিল আহমেদ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
Ⓓ নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, মামুনুর রশীদ, ফেরদৌসী রহমান **Ans B**

21. নাট্যকার সেলিম আল দীন ঢাকার কোন নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
Ⓐ নাট্যকেন্দ্র Ⓑ ঢাকা থিয়েটার
Ⓒ থিয়েটার তোপখানা Ⓓ থিয়েটার **Ans B**

22. কালিদাসের একটি নাটক–
Ⓐ মালতিমাধব Ⓑ মালবিকাগ্নিমিত্র
Ⓒ মধুমালতি Ⓓ মৃচ্ছকটিক **Ans B**

23. 'নেমেসিস' কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ নাটক Ⓑ উপন্যাস Ⓒ গল্প Ⓓ কবিতা **Ans A**

24. 'নাসিরউদ্দীন ইউসুফ' একজন–
Ⓐ নাট্যনির্দেশক Ⓑ অভিনেতা Ⓒ কবি Ⓓ অর্থনীতিবিদ **Ans A**

25. 'বিবি কুলসুম' কার রচনা?
Ⓐ মোজাম্মেল হক Ⓑ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
Ⓒ মীর মশাররফ হোসেন Ⓓ কাজী ইমদাদুল হক **Ans C**

26. বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্রাজেডি নাটক–
Ⓐ কুলীনকুলসর্বস্ব Ⓑ ভদ্রার্জুন
Ⓒ নীলদর্পণ Ⓓ কৃষ্ণকুমারী **Ans D**

27. কোনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ লিখিত নাটকের নাম?
Ⓐ অবিশ্বাস্য Ⓑ আদিগন্ত Ⓒ পুরুষমেধ Ⓓ বহিপীর **Ans D**

28. বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক সামাজিক নাটক–
Ⓐ কৃষ্ণকুমারী Ⓑ নীল-দর্পণ
Ⓒ প্রফুল্ল Ⓓ কুলীনকুলসর্বস্ব **Ans D**

29. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ গল্প Ⓑ কবিতা Ⓒ উপন্যাস Ⓓ কাব্যনাটক **Ans D**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

30. আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটক কোনটি?
Ⓐ এলেবেলে Ⓑ নেমেসিস Ⓒ কোকিলারা Ⓓ মধুমালা Ans Ⓒ

31. কোনটি সেলিম আল দীনের নাটক নয়?
Ⓐ গণনায়ক Ⓑ কিত্তনখোলা Ⓒ সংবাদ কার্টুন Ⓓ হাত হদাই Ans Ⓐ

32. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' কী ধরনের রচনা?
Ⓐ গল্প Ⓑ কবিতা Ⓒ নাটক Ⓓ রম্যরচনা Ans Ⓒ

33. নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর পেশা কী ছিল?
Ⓐ অভিনয় করা Ⓑ অধ্যাপনা Ⓒ ওকালতি Ⓓ সাংবাদিকতা Ans Ⓑ

34. গ্রিক ট্র্যাজেডির মর্মবাণী–
Ⓐ অবিবেচনাপ্রসূত ত্রুটি Ⓑ অমোঘ বিধি
Ⓒ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু Ⓓ অন্তহীন পাপবোধ Ans Ⓑ

35. 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' কী ধরনের রচনা?
Ⓐ উপন্যাস Ⓑ চিত্রকর্ম Ⓒ চলচ্চিত্র Ⓓ নাটক Ans Ⓐ

36. কোন উপন্যাসগুচ্ছ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের?
Ⓐ শুভদা, শেষের পরিচয়, পথের দাবী
Ⓑ দত্তা, দেনাপাওনা, বামুনের মেয়ে
Ⓒ হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, যতিভঙ্গ, মেজদিদি
Ⓓ আরোগ্যনিকেতন, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কবি Ans Ⓓ

37. 'প্রথম আলো' উপন্যাসটি কার লেখা?
Ⓐ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় Ⓑ সমরেশ মজুমদার
Ⓒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓓ মতিউর রহমান Ans Ⓐ

38. 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' কে লিখেছেন–
Ⓐ নাসরীন জাহান Ⓑ সেলিনা হোসেন
Ⓒ নূরজাহান বেগম Ⓓ পূরবী বসু Ans Ⓑ

39. কোনটি শরৎচন্দ্রের রচনা?
Ⓐ কৃষ্ণকান্তের উইল Ⓑ বৈকুণ্ঠের উইল
Ⓒ তিথিডোর Ⓓ নন্দিত নরকে Ans Ⓑ

40. 'খোয়াবনামা' কোন ধরনের গ্রন্থ?
Ⓐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা Ⓑ গল্পগ্রন্থ Ⓒ ধর্মগ্রন্থ Ⓓ উপন্যাস Ans Ⓓ

41. 'চিহ্ন' উপন্যাসের লেখক–
Ⓐ প্রেমেন্দ্র মিত্র Ⓑ শওকত ওসমান
Ⓒ জহির রায়হান Ⓓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় Ans Ⓓ

42. 'মধু সাধু খাঁ' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
Ⓐ অমিয়ভূষণ মজুমদার Ⓑ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
Ⓒ সতীনাথ ভাদুড়ী Ⓓ কানাই কুণ্ডু Ans Ⓒ

43. 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
Ⓐ শামসুদ্দীন আবুল কালাম Ⓑ আবু জাফর শামসুদ্দিন
Ⓒ আবু ইসহাক Ⓓ রাবেয়া খাতুন Ans Ⓑ

44. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো বেশির-ভাগ কোথায় রচিত?
Ⓐ উত্তরবঙ্গে Ⓑ দক্ষিণবঙ্গে Ⓒ পূর্ববঙ্গে Ⓓ পশ্চিমবঙ্গে Ans Ⓒ

45. হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ কাব্যগ্রন্থ Ⓑ উপন্যাস Ⓒ ছোটগল্প Ⓓ ভ্রমণকাহিনি Ans Ⓒ

46. প্রবন্ধের বাহন কী?
Ⓐ কাহিনি Ⓑ সংলাপ Ⓒ বিষয়বস্তু Ⓓ চরিত্র Ans Ⓒ

47. 'বিচিত চিন্তা' কার লেখা?
Ⓐ হুমায়ুন আজাদ Ⓑ আহমদ শরীফ
Ⓒ এনামুল হক Ⓓ আবুল ফজল Ans Ⓑ

48. নিচের কোনটি প্রবন্ধগ্রন্থ?
Ⓐ জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা Ⓑ রানুর প্রথমভাগ
Ⓒ বাঙালির হাসির গল্প Ⓓ বাংলার কাব্য Ans Ⓓ

49. 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থটি কার?
Ⓐ আনিসুজ্জামান Ⓑ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
Ⓒ আবদুল গাফফার চৌধুরী Ⓓ বদরুদ্দীন উমর Ans Ⓓ

50. 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' গ্রন্থের লেখক কে?
Ⓐ আহমদ কবির Ⓑ আহমদ শরীফ
Ⓒ হাসান হাফিজুর রহমান Ⓓ আহমদ ছফা Ans Ⓓ

51. 'সনেট পঞ্চাশৎ' কার রচনা?
Ⓐ মাইকেল মধুসূদন দত্ত Ⓑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Ⓒ আবদুল কাদির Ⓓ প্রমথ চৌধুরী Ans Ⓓ

52. 'দেশে বিদেশে' বইটিতে কোন শহরের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে?
Ⓐ কাবুল Ⓑ রিয়াদ Ⓒ লাহোর Ⓓ কলকাতা Ans Ⓐ

53. 'প্রেম যখন সর্বস্ব' গ্রন্থটি কোন লেখকের রচনা?
Ⓐ জসীমউদদীন Ⓑ সৈয়দ আলী আহসান
Ⓒ সানাউল হক Ⓓ ইব্রাহীম খাঁ Ans Ⓑ

54. 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' এর প্রধান উপজীব্য কী?
Ⓐ ইতিহাস Ⓑ মুক্তিযুদ্ধ
Ⓒ বৃটিশবিরোধী আন্দোলন Ⓓ সাঁওতাল বিদ্রোহ Ans Ⓐ

55. 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' এর প্রধান বিষয় কী?
Ⓐ প্রেম Ⓑ দেশপ্রেম Ⓒ গ্রামীণ কুসংস্কার Ⓓ বিশ্বযুদ্ধ Ans Ⓒ

56. 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
Ⓐ ৭ মার্চের ঘটনা Ⓑ '৭১ এর বিজয়ের ঘটনা
Ⓒ ২৫ মার্চ থেকে দু'দিনের ঘটনা Ⓓ ৩ মার্চের পরের ঘটনা Ans Ⓒ

57. 'পথের দাবী' উপন্যাসের মূল বক্তব্য কী?
Ⓐ বিপ্লবীর আদর্শ Ⓑ দেশমুক্তি
Ⓒ জাতিমুক্তি Ⓓ উন্মুক্ত জীবন Ans Ⓐ

58. বাংলাদেশের রণসংগীত কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত?
Ⓐ ভাঙার গান Ⓑ সন্ধ্যা Ⓒ বিষের বাঁশি Ⓓ অগ্নি-বীণা Ans Ⓑ

59. 'কবর' কবিতাটির আঙ্গিক সম্পর্কে কোনটি প্রযোজ্য?
Ⓐ ছড়া Ⓑ ক্ষুদ্রাকার কবিতা Ⓒ দীর্ঘ কবিতা Ⓓ সনেট Ans Ⓒ

60. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যের বিষয় কী?
Ⓐ ভাষা আন্দোলন Ⓑ মুক্তিযুদ্ধ
Ⓒ স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলন Ⓓ রাজশাহী ছাত্র-আন্দোলন Ans Ⓑ

61. 'পরিশীলিত বাগ্‌বৈদগ্ধময়' রম্যরচনায় সিদ্ধহস্ত কে?
Ⓐ প্যারীচাঁদ মিত্র Ⓑ সুকুমার রায়
Ⓒ প্রমথ চৌধুরী Ⓓ সৈয়দ মুজতবা আলী Ans Ⓓ

62. কোন উপন্যাসটিতে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্র রয়েছে?
Ⓐ জননী Ⓑ সারেং বৌ
Ⓒ কাঁদো নদী কাঁদো Ⓓ জোছনা ও জননীর গল্প Ans Ⓑ

63. 'কবর' কবিতাটি কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ চতুর্দশী কবিতা Ⓑ শোককবিতা
Ⓒ রাখালী কবিতা Ⓓ রূপক কবিতা Ans Ⓑ

64. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসটি কোন বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত?
Ⓐ নীল বিদ্রোহ Ⓑ সাঁওতাল বিদ্রোহ
Ⓒ চাকমা বিদ্রোহ Ⓓ কৃষক বিদ্রোহ Ans Ⓑ

65. দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটক প্রথম প্রকাশিত হয়–
Ⓐ চট্টগ্রাম থেকে Ⓑ ঢাকা থেকে
Ⓒ কলকাতা থেকে Ⓓ ময়মনসিংহ থেকে Ans Ⓑ

66. বাংলায় প্রথম কুরআন শরীফ অনুবাদ করেন কে?
Ⓐ আকরম খাঁ Ⓑ গিরীশ ঘোষ
Ⓒ গিরিশচন্দ্র সেন Ⓓ ইউসুফ আলী Ans Ⓒ

67. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস–
Ⓐ হুতোম প্যাঁচার নকশা Ⓑ করুণা ও ফুলমণির বিবরণ
Ⓒ আলালের ঘরের দুলাল Ⓓ কোনোটিই নয় Ans Ⓓ

68. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস–
Ⓐ আলালের ঘরের দুলাল Ⓑ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ
Ⓒ হুতোম প্যাঁচার নকশা Ⓓ কৃষ্ণকান্তের উইল Ans Ⓐ

CamScanner

69. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা কোনটি?
Ⓐ রাজবন্দীর জবানবন্দী Ⓑ ব্যথার দান
Ⓒ বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী Ⓓ অগ্নি-বীণা Ans Ⓒ

70. কায়কোবাদের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
Ⓐ বিরহ বিলাপ Ⓑ ছাড়পত্র Ⓒ রাত্রিশেষ Ⓓ রাখালী Ans Ⓐ

71. জীবনানন্দ দাশের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
Ⓐ বনলতা সেন Ⓑ রূপসী বাংলা
Ⓒ ঝরা পালক Ⓓ ধূসর পাণ্ডুলিপি Ans Ⓒ

72. দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম প্রকাশিত নাটক কোনটি?
Ⓐ নীল-দর্পণ Ⓑ জামাই বারিক
Ⓒ কমলে কামিনী Ⓓ নবীন তপস্বিনী Ans Ⓐ

73. ভাষা আন্দোলনের নাটক কোনটি?
Ⓐ কবর Ⓑ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
Ⓒ জন্ডিস ও বিবিধ সেলুন Ⓓ ওরা কদম আলী Ans Ⓐ

74. 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর তাৎপর্য–
Ⓐ বাংলা ভাষার মর্যাদা সমুন্নত করা
Ⓑ বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
Ⓒ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
Ⓓ হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে দুর্বল ভাষাকে রক্ষা করা Ans Ⓓ

75. মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের বিষয়বস্তু কী?
Ⓐ ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান Ⓑ ৪৭ এর দেশ বিভাগ
Ⓒ ৫২ এর ভাষা আন্দোলন Ⓓ ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ Ans Ⓒ

76. 'মাগো ৮ই ফাল্গুনের কথা আমরা ভুলি নাই' এ ফাল্গুন খ্রিষ্টাব্দের কত সাল স্মরণ করায়?
Ⓐ ১৯৭১ Ⓑ ১৯৬৬ Ⓒ ১৯৬৯ Ⓓ ১৯৫২ Ans Ⓓ

77. একুশের প্রথম সংকলনের সম্পাদক কে?
Ⓐ হাসান আজিজুল হক Ⓑ আবুল হাসান
Ⓒ হাসান হাফিজুর রহমান Ⓓ হাফিজুর রহমান Ans Ⓒ

78. একুশের প্রথম কবিতা কে লিখেছেন?
Ⓐ আবদুল গাফফার চৌধুরী Ⓑ সিকান্দার আবু জাফর
Ⓒ শামসুর রাহমান Ⓓ মাহবুবুল আলম চৌধুরী Ans Ⓓ

79. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক?
Ⓐ কবর Ⓑ নরকে লাল গোলাপ
Ⓒ বন্দি শিবির থেকে Ⓓ সবগুলো Ans Ⓑ

80. 'একাত্তরের দিনগুলি' কার রচনা?
Ⓐ অরুন্ধতী রায় Ⓑ মনিকা আলী
Ⓒ জাহানারা ইমাম Ⓓ রিজিয়া রহমান Ans Ⓒ

81. কোন উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক?
Ⓐ চিলেকোঠার সেপাই Ⓑ জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা
Ⓒ খেলারাম খেলে যা Ⓓ নন্দিত নরকে Ans Ⓑ

82. কোন কবি মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন?
Ⓐ আবদুল গনি হাজারী Ⓑ রফিক আজাদ
Ⓒ গোলাম মোস্তফা Ⓓ শামসুর রাহমান Ans Ⓑ

83. 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
Ⓐ সেলিনা হোসেন Ⓑ রশীদ করিম
Ⓒ জহির রায়হান Ⓓ আহমদ ছফা Ans Ⓐ

84. 'একাত্তরের ঢাকা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
Ⓐ সেলিনা হোসেন Ⓑ এম আর আখতার মুকুল
Ⓒ নাসিরউদ্দিন ইউসুফ Ⓓ এ আর মল্লিক Ans Ⓐ

85. 'প্রিয়দর্শী' ছদ্মনামে লিখতেন–
Ⓐ রাজশেখর বসু Ⓑ কামিনী রায়
Ⓒ সৈয়দ মুজতবা আলী Ⓓ অনুরূপা দেবী Ans Ⓒ

86. 'জাবালি' ছদ্মনামে লিখতেন–
Ⓐ বিমল ঘোষ Ⓑ বিমল মিত্র
Ⓒ শম্ভু মিত্র Ⓓ এম. ওবয়দুল্লাহ Ans Ⓑ

87. 'সনাতন পাঠক' ছদ্মনামে লিখতেন–
Ⓐ সতীনাথ ভাদুড়ী Ⓑ প্রেমেন্দ্র মিত্র
Ⓒ সুভাষ মুখোপাধ্যায় Ⓓ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় Ans Ⓓ

88. 'এ নেটিভ' ছদ্মনামে লিখতেন–
Ⓐ প্রেমেন্দ্র মিত্র Ⓑ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
Ⓒ মাইকেল মধুসূদন দত্ত Ⓓ আবুল ফজল Ans Ⓒ

89. 'ভোরের পাখি' কার ছদ্মনাম?
Ⓐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓑ রাজশেখর বসু
Ⓒ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Ⓓ বিহারীলাল চক্রবর্তী Ans Ⓓ

90. 'দৃষ্টিহীন' ছদ্মনামে লিখতেন–
Ⓐ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় Ⓑ দিলওয়ার
Ⓒ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার Ⓓ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় Ans Ⓒ

91. রামমোহন রায়ের ছদ্মনাম কী ছিল?
Ⓐ ভানুসিংহ Ⓑ শিবপ্রসাদ রায় Ⓒ রাজা Ⓓ অমিয় ধারা Ans Ⓑ

92. 'নীল-লোহিত' কার ছদ্মনাম?
Ⓐ কবি শামসুর রাহমান Ⓑ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
Ⓒ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় Ⓓ মোহাম্মদ নাসিম রেজা Ans Ⓑ

93. বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' বলা হয় কাকে?
Ⓐ বিহারীলাল চক্রবর্তী Ⓑ প্রমথ চৌধুরী
Ⓒ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত Ⓓ বিষ্ণু দে Ans Ⓐ

94. 'রায়গুণাকর' কার উপাধি?
Ⓐ বিহারীলাল চক্রবর্তী Ⓑ বিদ্যাপতি
Ⓒ ভারতচন্দ্র Ⓓ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী Ans Ⓒ

95. 'তর্করত্ন' কার উপাধি?
Ⓐ আলাওল Ⓑ হেমচন্দ্র Ⓒ রামনারায়ণ Ⓓ বিষ্ণু দে Ans Ⓒ

96. 'বাংলার মিলটন' কাকে বলা হয়?
Ⓐ কাজী নজরুল ইসলাম Ⓑ মাইকেল মধুসূদ দত্ত
Ⓒ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Ⓓ শামসুর রাহমান Ans Ⓒ

97. 'চারণ কবি' কে?
Ⓐ জসীমউদ্দীন Ⓑ মুকুন্দ দাস
Ⓒ মোজাম্মেল হক Ⓓ প্রমিত সারোয়ার Ans Ⓑ

98. কাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
Ⓐ চণ্ডীদাস Ⓑ জ্ঞানদাস Ⓒ মুকুন্দরাম Ⓓ রূপরাম Ans Ⓒ

99. কোন কবিকে ছন্দের যাদুকর বলা হয়?
Ⓐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓑ কামিনী রায়
Ⓒ কাজী নজরুল ইসলাম Ⓓ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত Ans Ⓓ

100. কোন সাহিত্যিক 'পল্লিকবি' হিসেবে পরিচিত?
Ⓐ আবুল হোসেন Ⓑ মহীউদ্দিন
Ⓒ জসীমউদ্দীন Ⓓ বন্দে আলী মিয়া Ans Ⓒ

101. 'ভাষাবিজ্ঞানী' কার উপাধি?
Ⓐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓑ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
Ⓒ লালন ফকির Ⓓ শামসুর রাহমান Ans Ⓑ

102. বিদ্যাসাগরের পারিবারিক পদবি কী?
Ⓐ বন্দ্যোপাধ্যায় Ⓑ মুখোপাধ্যায়
Ⓒ গঙ্গোপাধ্যায় Ⓓ ভট্টাচার্য Ans Ⓐ

103. 'প্রবৃত্তির হাতে বিবেকের এই নিগ্রহই মানুষের দুর্বলতার প্রধান পরিচয়।' বাক্যটি নিম্নের কোনটির অন্তর্ভুক্ত?
Ⓐ ভুলের মূল্য Ⓑ মহুয়া Ⓒ মানব কল্যাণ Ⓓ আহ্বান Ans Ⓐ

104. 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।' কার বক্তব্য?
Ⓐ ড. আহমদ শরীফ Ⓑ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
Ⓒ ড. হুমায়ুন আজাদ Ⓓ মুহম্মদ আবদুল হাই Ans Ⓑ

CamScanner

ব্যাকরণ অংশ
অধ্যায় ১

বাংলা উচ্চারণের নিয়ম
Rules of Bengali Pronunciation

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- উচ্চারণ হচ্ছে একটি– **বাচনিক প্রক্রিয়া।**
- শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ' এর উচ্চারণ– **বিবৃত হয়। যেমন : অটল।**
- 'অ' কিংবা 'আ'-যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি– **বিবৃত হয়। যেমন : অমানিশা, অনাচার, কথা।**
- পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে– **'অ' বিবৃত । যেমন : কলম, বৈধতা, যত, শ্রেয়।**
- ঋ-ধ্বনি, এ-ধ্বনি, ঐ-ধ্বনি এবং ঔ-ধ্বনির– **পরবর্তী 'অ' প্রায়ই বিবৃত হয়। যেমন : তৃণ, দেব, ধৈর্য, নোলক, মৌন ইত্যাদি।**
- অনেক সময় ই-ধ্বনির পরের– **'অ' বিবৃত হয়। যেমন : গঠিত, মিত।**
- আদ্য 'অ'-এর পর 'ক্ষ' থাকলে সে 'অ'-এর উচ্চারণ– **'ও' কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন : দক্ষ (দোক্‌খো), রক্ষা (রোক্‌খা)।**
- শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির আগে 'ং' থাকলে– **'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : কংস (কংশো), ধ্বংস (ধ্বংশো) ইত্যাদি।**
- শব্দের অন্তে 'এ'– **সংবৃত হয়। যেমন : পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে।**
- একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ'– **সংবৃত হয়। যেমন : কে, সে, যে।**
- 'ই' বা 'উ'-কার পরে থাকলে– **'এ' সংবৃত হয়। যেমন : দেখি, রেণু।**
- 'হ' কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ'– **সংবৃত হয়। যেমন : দেহ, কেহ, কেষ্ট ইত্যাদি।**
- দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে 'এ' ধ্বনির– **বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : এত (অ্যাতো), কেন (ক্যানো) ইত্যাদি।**
- খাঁটি বাংলা শব্দে 'এ' ধ্বনির– **বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : খেমটা (খ্যামটা), তেলাপোকা (ত্যালাপোকা) ইত্যাদি।**
- অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ধ্বনির আগের– **'এ' ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন : চেংড়া (চ্যাংড়া), খেংড়া (খ্যাংড়া) ইত্যাদি।**
- ম-এর সঙ্গে ব-ফলা-যুক্ত হলে– **সে 'ব' উচ্চারিত হয়। যেমন : অম্বল (অমবোল্), প্রতিবিম্ব (প্রোতিবিমবো)।**
- বাংলা শব্দে সন্ধির ফলে 'ক' থেকে আগত 'গ'-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে– **ঐ ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : ঋগ্বেদ (রিগ্‌বেদ), দিগ্বিদিক (দিগ্‌বিদিক), দিগ্বিজয় (দিগ্‌বিজয়) ইত্যাদি।**
- শব্দের মধ্যে বা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত থাকলে– **ঐ ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন : সান্ত্বনা (শান্‌তোনা)**
- সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ম-ফলা উচ্চারিত হয় না; তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি– **সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন : সূক্ষ্ম (শুক্‌খোঁ), লক্ষ্মী (লোক্‌খিঁ) ইত্যাদি।**
- শব্দের মধ্যে ও অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণে ল-ফলা যুক্ত হলে– **ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : বিপ্লব (বিপ্‌প্লব্), অক্লেশে (অক্‌ক্লেশে)।**
- 'উৎ' উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' (দ)-এর সঙ্গে যুক্ত ব-ফলার– **'ব' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : উদ্বাহু (উদ্‌বাহু)।**
- শব্দের আদিতে ল-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ– **অবিকৃত থাকে। যেমন : ক্লান্তি (ক্লান্‌তি), প্লাবন (প্লাবোন্), ক্লেশ (ক্লেশ্)।**
- শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ– **দ্বিত্ব ঘটে। যেমন : বিশ্বাস (বিশ্‌শাশ্)।**
- শব্দের মধ্যে বা অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে য-ফলা থাকলে– **সে 'য' ফলা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। যেমন : স্বাস্থ্য (শাস্‌থো)।**
- শব্দের মধ্যে ও অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণে ল-ফলা যুক্ত হলে– **ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : বিপ্লব (বিপ্‌প্লব্), অক্লেশে (অক্‌ক্লেশে)।**
- শব্দের আদিতে ল-ফলা যুক্ত– **ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : ক্লান্তি (ক্লান্‌তি), প্লাবন (প্লাবোন্), ক্লেশ (ক্লেশ্)।**
- শব্দের আদিতে অ-কারান্ত ব্যঞ্জনে র-ফলা যুক্ত হলে ঐ র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনটি ও-কারান্ত হয়, কিন্তু– **ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় না। যেমন : প্রকাশ (প্রোকাশ্), ব্রত (ব্রোতো), গ্রহ (গ্রোহো)।**
- শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে– **ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন : পরিশ্রম (পোরিস্‌স্রোম্)।**
- সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে র-ফলা থাকলে– **সে র-ফলা অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : মন্ত্র (মন্‌ত্রো), অস্ত্র (অস্‌ত্রো)।**
- শব্দের আদ্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত য-ফলার পরে যদি ই-কার বা ঈ-কার থাকে, তবে সেক্ষেত্রে– **য-ফলা যুক্ত বর্ণটি অ্যা-কারান্ত না হয়ে এ-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন : ব্যতিক্রম (বেতিক্‌ক্রোম)।**
- শব্দের মধ্যে বা অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে য-ফলা থাকলে– **সে য-ফলা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। যেমন : স্বাস্থ্য (শাস্‌থো), কণ্ঠ্য (কন্‌ঠো)।**
- শব্দের মধ্য বা অন্ত্য ব্যঞ্জনে য-ফলা যুক্ত হলে– **সে ব্যঞ্জনটি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যেমন : অদ্য (ওদ্‌দো), সভ্য (শোব্‌ভো)।**
- তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত– **'এ' ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন : দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।**
- 'হ' কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে– **'এ' সংবৃত হয়। যেমন : দেহ, কেহ, কেষ্ট ইত্যাদি।**
- তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্য 'অ' সাধারণত– **'ও'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : আদর (আদোর্), বেতন (বেতোন্)।**
- 'ত' বা 'ইত' প্রত্যয় যোগে গঠিত বিশেষণ পদের শেষ 'অ' ধ্বনি– **'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : উপনীত (উপোনিতো)।**
- শব্দান্তে যুক্তবর্ণ থাকলে অন্তিম 'অ' সাধারণত– **ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : পদ্য (পোদ্‌দো), চিহ্ন (চিন্‌হো) ইত্যাদি।**
- শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির আগে 'ং' থাকলে– **'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : কংস (কংশো), ধ্বংস (ধ্বংশো) ইত্যাদি।**
- শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির পূর্বে 'র' ফলা (্র) বা 'ঋ' কার (ৃ) থাকলে শেষের 'অ' ধ্বনি– **'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : বিকৃত (বিক্‌কৃতো), মৃত (মৃতো), কৃশ (কৃশো) ইত্যাদি।**
- বিশেষ্য শব্দের শেষে 'হ' এবং বিশেষণ শব্দের শেষে 'ঢ়' থাকলে অন্ত্য 'অ' বিলুপ্ত না হয়ে– **ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : বিবাহ (বিবাহো), মোহ (মোহো), বিরহ (বিরহো) ইত্যাদি।**

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের সময়–
Ⓐ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত হয়
Ⓑ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর গোলাকৃত হয়
Ⓒ সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত হয়
Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans Ⓒ**

02. 'ও' ধ্বনি উচ্চারণের সময়–
Ⓐ পশ্চাৎ ওষ্ঠাধর গোলাকৃত হয়
Ⓑ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর গোলাকৃত হয়
Ⓒ সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত হয়
Ⓓ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত হয় **Ans Ⓐ**

03. 'অনুগমন' এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ ওনুগমোন্ Ⓑ ওনুগমোন
Ⓒ অনুগমন Ⓓ ওনুগমন **Ans Ⓐ**

04. 'নিশ্চিত' এর শুদ্ধ উচ্চারণ–
Ⓐ নিস্‌চিতো Ⓑ নিশ্‌চীতো
Ⓒ নিশ্চীত Ⓓ নিশ্‌চিতো **Ans Ⓓ**

05. 'প্রমোদতরি' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ প্রোমোদতরি Ⓑ প্রোমোদ্‌তোরি
Ⓒ প্রমদোতোরি Ⓓ প্রোমদতোরি **Ans Ⓑ**

06. 'অতীত' এর শুদ্ধ উচ্চারণ–
Ⓐ অতিত Ⓑ আতীত
Ⓒ ওইতীত Ⓓ ওতিত্ **Ans Ⓓ**

07. 'অধ্যাত্ম' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ–
Ⓐ অদ্‌ধাত্‌তো Ⓑ ওদ্‌ধাত্‌তোঁ
Ⓒ ওদ্‌ধাত্‌তো Ⓓ অদ্‌ধাত্‌তোঁ **Ans Ⓑ**

08. 'অবজ্ঞাত' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি–
Ⓐ অবোগ্‌গাত Ⓑ অবগ্‌গাতো
Ⓒ অবোগ্‌গ্যাঁতো Ⓓ অবগ্‌গাত **Ans Ⓒ**

09. 'জ্ঞাত' শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ গাত Ⓑ গ্যাতো
Ⓒ গ্যাত Ⓓ গ্যাঁতো **Ans Ⓓ**

10. 'অজ্ঞান' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ ওগগ্যান Ⓑ অগ্‌গ্যন
Ⓒ অগ্‌গ্যাঁন্ Ⓓ ও'গগান **Ans Ⓒ**

11. 'শাসন' এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ শাশোন্ Ⓑ সাসোন
Ⓒ শাসোন Ⓓ সাশোন **Ans Ⓐ**

12. 'তটিনী' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ তোটিনি Ⓑ তটোনি
Ⓒ তোটিনী Ⓓ তটুনি **Ans Ⓐ**

13. 'তন্ময়' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ তন্মোয় Ⓑ তন্ময়
Ⓒ তদ্‌ময় Ⓓ তন্‌ময় **Ans Ⓓ**

14. 'আবশ্যক' শব্দটির ঠিক উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ আবশশোক Ⓑ আবোশ্‌শক
Ⓒ আরোশ্‌শক Ⓓ আবোশ্‌শোক্ **Ans Ⓓ**

15. 'ঐকতান' এর শুদ্ধ উচ্চারণ–
Ⓐ ঐককোতান Ⓑ ওইকোতান্
Ⓒ ওক্যতান Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans Ⓑ**

ব্যাকরণ অংশ
অধ্যায় ২

বাংলা বানানের নিয়ম ও শব্দ শুদ্ধিকরণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান– **যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে।**
- যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল– **ই বা উ এবং তার– কার চিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি।**
- রেফ (র্) এর পর– **ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্জ্জন, কর্ম্ম ইত্যাদির পরিবর্তে অর্জন, কর্ম ইত্যাদি ব্যবহার হবে।**
- সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত– **ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন : অহংকার, ভয়ংকর।**
- শব্দ সন্ধিবদ্ধ না হলে– **ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন : আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, অঙ্ক, অঙ্গ, কঙ্কাল, শৃঙ্খলা, গঙ্গা।**
- শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ)– **থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত।**
- পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে, তবে অভিধানসিদ্ধ হলে– **পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন : দুস্থ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস, নিস্তব্ধ।**
- সংস্কৃত ইন-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী– **সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কারান্ত হবে। যেমন : গুণী→ গুণিজন, প্রাণী → প্রাণিবিদ্যা।**
- ইন-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও -তা প্রত্যয় যুক্ত হলে– **ই-কার হবে। যেমন : কৃতী→ কৃতিত্ব, প্রতিযোগী→ প্রতিযোগিতা।**
- সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে– **কেবল ই এবং উ এবং এদের-কার চিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন : আরবি, ফারসি।**
- 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে– **ই-কার হবে। যেমন : বর্ণালি, মিতালি।**
- পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে– **ই-কার হবে। যেমন : লোকটি, বইটি।**
- সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে 'কী' শব্দটি– **ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : কী করছ? কী পড়ো?**
- যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত– **'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : তুমি কি যাবে?**
- বাংলায় এ বর্ণ বা (ে)-কার দিয়ে এ এবং অ্যা– **উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন : কেন, কেনো (ক্রয় করো)।**
- বিদেশি শব্দের ক্ষেত্র-অনুযায়ী– **অ্যা বা ্যা-কার ব্যবহার হবে। যেমন : অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড (and), অ্যাসিড, ভ্যাট, ম্যানেজার।**
- ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার শব্দের আদিতেও– **ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন : কোরো, বোলো, বোসো।**
- ং, ঙ : শব্দের শেষে প্রাসঙ্গি ক্ষেত্রে সাধারণভাবে– **অনুস্বার (ং) ব্যবহার হবে। যেমন : গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।**
- শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে– **ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।**
- বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ-দুটি– **অনুস্বার (ং) দিয়ে লিখতে হবে।**
- **ক্ষ, খ : অ-তৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত),** খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।
- ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে– **'য' লেখা হয়। যেমন : আযান, ওযু।**
- অ-তৎসম শব্দের বানানে– **'ণ' ব্যবহৃত হয় না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, হর্ন।**

CamScanner

- তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-এর পূর্বে– **যুক্ত নাসিক্যবর্ণ 'ণ' হয়। যেমন : কণ্টক।**
- অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-এর পূর্বে– **কেবল 'ন' হবে। যেমন : গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লণ্ঠন।**
- শ, ষ, স এর ক্ষেত্রে বিদেশি শব্দে– **'ষ' হয় না। যেমন : স্টেশন, স্টোর।**
- আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে– **'ো'-কার যুক্ত করতে হয়। যেমন : করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।**
- সমাসবদ্ধ পদগুলি একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে– **ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন : অদৃষ্টপূর্ব, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, সংবাদপত্র।**
- বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে– **এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন : মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বেটা-বেটি।**
- বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে– **যুক্ত হবে না। যেমন : ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে।**
- অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে– **পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন : আজও, কালও, তোমারও।**
- না-বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি)– **সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহার হয়। যেমন : করি না, কিন্তু করিনি।**
- শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না'– **উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন : নারাজ, নাবালক, নাহক।**
- অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে– **না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন : না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী।**
- নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে– **পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন : আজই, এখনই।**
- বস্তুবাচক শব্দে– **ই-কার বসবে। যেমন : বাড়ি, শাড়ি, কলসি, আলমারি।**
- প্রাণিবাচক শব্দে– **ই-কার বসবে। যেমন : হাতি, মুরগি, জোনাকি।**
- কর্ম ও পেশাবাচক শব্দে– **ই-কার বসবে। যেমন : মাস্টারি, চাকরি।**

কতিপয় বানান কৌশল নিম্নরূপ :

- **ভূত-অদ্ভুত :** অদ্ভুত ও ভুতুড়ে শব্দের বানান ব্যতীত অনুরূপ শব্দের বানানে 'ভূত' হবে। যেমন : অভিভূত, বহির্ভূত, ভূতপূর্ব, ভস্মীভূত, ভূত, বিস্তৃত।
- **'স্থ' ও 'স্থ' :** যেসব শব্দের শেষে 'দন্ত্য-স' আছে সে সব শব্দের শেষে 'ত' বিশেষ সংস্কৃত 'ক্ত' প্রত্যয়যুক্ত হলে শব্দের শেষে 'স্ত' হবে এবং শব্দটি বিশেষণে পরিণত হয়। যেমন : আশ্বাস > আশ্বস্ত, বিন্যাস > বিন্যস্ত। আবার শব্দের অর্থ 'যে বা যে স্থানে' প্রকাশ করলে শব্দটির সঙ্গে 'স্থ' যুক্ত হবে। যেমন : ভূগর্ভস্থ, সভাস্থ, কণ্ঠস্থ ইত্যাদি।
- **'দু' ও 'দূ' :** যেসব শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে দূরত্ব কথাটি জড়িত সেসব শব্দে ঊ-কার যোগে 'দূর' হবে। যেমন : অদূর, দূরবীক্ষণ, দূরাগত, দূরবর্তী, দূর, দূরাপন্ন, দূরীকরণ, দূরদৃষ্টি, দূরদূরান্ত, দূরত্ব, দূরদারাজ, দূরস্থিত, দূরতা ইত্যাদি। আর যেসব শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে দূরত্ব কথাটি বোঝায় না সেসব শব্দে উ-কার যোগে 'দুর' হবে। যেমন : দুর্গ, দুর্দান্ত, দুর্যোগ, দুর্দিন, দুর্ঘটনা, দুরূহ, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরারোগ্য, দুরবস্থা, দুর্গা, দুর্বার, দুর্নাম।
- **হীরা ও নীল :** হীরা ও নীল অর্থ প্রকাশক সব বানানে দীর্ঘ ঈ-কার বসবে। যেমন : হীরকখণ্ড, নীলপদ্ম, হীরা, নীল, নীলিমা, হীরণ্ময়, সুনীল, নীলক।
- **কারী ও কারি :** ব্যক্তি বোঝালে 'কারী' যুক্ত শব্দের বানানে দীর্ঘ ঈ-কার হবে। যেমন : সহকারী, ছিনতাইকারী, পথচারী, অর্জনকারী, কর্মচারী। কিন্তু 'কারী' যুক্ত শব্দ দিয়ে যদি ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু বোঝায় তাহলে এসব শব্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার পরিবর্তন হয়ে হ্রস্ব ই-কার হবে। যেমন : সরকারি, জমিদারি।
- **মাত্র শব্দের অবস্থান :** 'মাত্র' শব্দটি প্রত্যেক, শুধু, পর্যন্ত, তখনই প্রভৃতি অর্থ বোঝালে এটি পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বসে। যেমন : প্রাণিমাত্র, এইমাত্র, বলামাত্র, আসামাত্র। কিন্তু 'মাত্র' শব্দটি যদি কোনো শব্দের পূর্বে বসে তখন তা সর্বদায় পৃথক বসে। যেমন : সে আমাকে মাত্র পাঁচ টাকা দিয়েছে।
- **ত্ব-প্রত্যয়যুক্ত শব্দ :** 'ত্ব' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের মধ্যাংশে ই-কার হবে। যেমন : দায়ী > দায়িত্ব, মন্ত্রী > মন্ত্রিত্ব, একাকী > একাকিত্ব ইত্যাদি।
- **খণ্ড-ৎ ও স্বরচিহ্ন :** খণ্ড-ৎ এর সঙ্গে স্বরচিহ্ন যুক্ত হলে খণ্ড-ৎ পরিবর্তন হয়ে ত হয়ে যায়। যেমন : ভবিষ্যৎ > ভবিষ্যতে, আত্মসাৎ > আত্মসাতে, বিদ্যুৎ > বিদ্যুতে, জগৎ > জগতে, সাক্ষাৎ > সাক্ষাতে ইত্যাদি।

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোন শব্দটি শুদ্ধ নয়?
Ⓐ সংখ্যা Ⓑ সংবর্ধনা Ⓒ উশৃঙ্খল Ⓓ অহংকার **Ans Ⓒ**

02. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি অশুদ্ধ?
Ⓐ বাঙালী Ⓑ বাড়ি Ⓒ কুমির Ⓓ হাতি **Ans Ⓐ**

03. কোন বানানটি শুদ্ধ?
Ⓐ কাগয Ⓑ হাযার Ⓒ বাজার Ⓓ পুলিস **Ans Ⓒ**

04. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি অশুদ্ধ?
Ⓐ কৃষ্টি Ⓑ স্টেশন Ⓒ খ্রিস্ট Ⓓ ষ্টোর **Ans Ⓓ**

05. কোন বানানটি ঠিক নয়?
Ⓐ অক্ষয় Ⓑ চৈতালী Ⓒ জাপানি Ⓓ রঙিন **Ans Ⓑ**

06. কোনটি শুদ্ধ নয়?
Ⓐ প্রতিতি Ⓑ প্রকৃতি Ⓒ জ্যামিতি Ⓓ সমিতি **Ans Ⓐ**

07. কোনটি শুদ্ধ বানান?
Ⓐ শরিসৃপ Ⓑ শরীসৃপ Ⓒ সরিসৃপ Ⓓ সরীসৃপ **Ans Ⓓ**

08. কোন শব্দের বানান অশুদ্ধ?
Ⓐ ঘনিষ্ঠ Ⓑ বৈশিষ্ট Ⓒ বৈদগ্ধ্য Ⓓ সশ্রদ্ধ **Ans Ⓑ**

09. কোনটি শুদ্ধ বানান?
Ⓐ মধুসুদন Ⓑ মধূসুদন Ⓒ মধূসূদন Ⓓ মধুসূদন **Ans Ⓓ**

10. কোন বানানটি শুদ্ধ?
Ⓐ সহযোগীতা Ⓑ ডিগ্রি Ⓒ শ্রদ্ধাঞ্জলী Ⓓ শংশপ্তক **Ans Ⓑ**

11. কোন বানানটি ঠিক?
Ⓐ ঊর্মি Ⓑ শ্বাশত Ⓒ আবিস্কার Ⓓ বিসন্ন **Ans Ⓐ**

12. কোন বানানটি ঠিক?
Ⓐ স্বতঃস্ফূর্ত Ⓑ সত্বোঃস্ফুর্ত Ⓒ সত্বোস্ফূর্ত Ⓓ স্বতঃস্ফুত **Ans Ⓐ**

13. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লিখিত নয়?
Ⓐ আশিস Ⓑ আকাঙ্ক্ষা Ⓒ পূবালী Ⓓ যুধ্যমান **Ans Ⓒ**

14. কোন বানানটি নির্ভুল?
Ⓐ দূরদশাগ্রস্ত Ⓑ দূর্দশাগ্রস্থ Ⓒ দুর্দশাগ্রস্ত Ⓓ দুর্দশাগ্রস্থ **Ans Ⓒ**

15. কোন শব্দটি ভুল?
Ⓐ অঞ্জলি Ⓑ কটূক্তি Ⓒ পরিপক্ক Ⓓ মরূদ্যান **Ans Ⓒ**

16. কোন বানানটি শুদ্ধ?
Ⓐ কনিনিকা Ⓑ কণিনিকা Ⓒ কনিনীকা Ⓓ কনীনিকা **Ans Ⓓ**

17. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লিখিত?
Ⓐ শকেট Ⓑ শকট Ⓒ সকোট Ⓓ সকট **Ans Ⓑ**

18. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?
Ⓐ চাণোক্য Ⓑ চানোক্য Ⓒ চাণক্য Ⓓ চানক্য **Ans Ⓒ**

19. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লিখিত?
Ⓐ মুসিক Ⓑ মূসিক Ⓒ মূষিক Ⓓ মুশিক **Ans Ⓒ**

ব্যাকরণ অংশ

অধ্যায় ৩

বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে- **পদ বলে।**
- বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই- **পদ বলা হয়।**
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির (পদ) সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন এভাবে- **"প্রাতিপদিকের পর বিভক্তি যুক্ত হইয়া তবে বাক্যে প্রযুক্ত 'পদ' (inflected words)।**
- কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা প্রাণীর নামকে- **বিশেষ্য পদ বলে।**
- যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বোঝায়, তাকে- **নামবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : নজরুল, ঢাকা, হিমালয়, গীতাঞ্জলি।**
- যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে- **জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : মানুষ, গরু।**
- যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়; তাকে- **বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : বই, খাতা, কলম।**
- যে পদে কোনো দল বা গোষ্ঠীর একক বা সমষ্টি বোঝায়, তাই- **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যেমন : সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত।**
- যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে- **ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : গমন (যাওয়ার ভাব)।**
- যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তাই- **গুণবাচক বিশেষ্য। যেমন : মধুর মিষ্টত্বের গুণ- মধুরতা।**
- বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে- **সর্বনাম পদ বলে।**
- দুপক্ষের সহযোগ বা পারস্পরিক নির্ভরতা বোঝালে- **ব্যতিহারিক সর্বনাম হয়। যেমন : তোমরা নিজেরা নিজেরা সমস্যাটি মিটিয়ে ফেল।**
- একাধিক শব্দ একত্র হয়ে একটি সর্বনাম তৈরি করে, তখন তাকে- **যৌগিক সর্বনাম বলে। যেমন : অন্য-কিছু, অন্য-কেউ।**
- পরস্পর শর্ত বা সম্পর্কযুক্ত একাধিক সর্বনাম পদ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করলে, তাদের- **সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। যেমন : যা ভেবেছি তাই হয়েছে।**
- যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে- **বিশেষণ পদ বলে। যেমন : করিম ভালো ফুটবল খেলে। সুন্দর বাগান। চটপটে ছেলে।**
- বিরক্তিসূচক আবেগ-শব্দে অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়- **যেমন : ছি ছি! তুমি এত নীচ! কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।**
- যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে, তাকে- **ভাব বিশেষণ বলে। যেমন : গাড়িটা বেশ জোরে চলছে।**
- যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে- **যেমন : মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ।**
- যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে- **ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।**
- বিস্ময়সূচক আবেগ-শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার- **ভাব প্রকাশ করে। যেমন : আরে, তুমি আবার কখন এলে!**
- যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে- **সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।**
- যে পদ নাম-বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে- **বিশেষণের বিশেষণ বলে। যেমন : সামান্য একটু দুধ দাও।**
- যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে- **অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা : ধিক্ তারে, শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।**
- ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ করে- **যেমন : উঃ, কী যন্ত্রণা! আঃ! কী বিপদ।**
- সম্বোধনবাচক আবেগ-শব্দ- সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- **যেমন : হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন।**
- করুণাবাচক আবেগ-শব্দ করুণা, সহানুভূতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করে- **যেমন : আহা! বেচারার কেউ নেই।**
- দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়, তখন তাকে- **নির্ধারক বিশেষণ বলে। যেমন : রাশি রাশি ভারা ভারা ধান।**
- যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাকে- **প্রযোজক ক্রিয়া বলে।**
- যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে- **প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন : সাপুড়ে সাপ খেলায়। এখানে 'সাপুড়ে' প্রযোজক কর্তা এবং 'সাপ' প্রযোজ্য কর্তা।**
- যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে- **প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন : মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এখানে 'মা' প্রযোজক কর্তা ও 'শিশু' প্রযোজ্য কর্তা।**
- বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে- **সমধাতুজ কর্ম বা ধাত্বর্থক কর্মপদ বলে। যেমন : আর কত খেলা খেলবে।**
- একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া একত্রে বসে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে- **যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন : ঘটনাটা শুনে রাখ।**
- আলংকারিক আবেগ-শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য- **অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : দুর পাগল! এ কথা কী বলতে আছে।**
- যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে- **অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যেমন : বজ্রের ধ্বনি- কড় কড়।**

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করলে ভাববাচক বিশেষ্য বোঝায়?
Ⓐ আন Ⓑ আই
Ⓒ আল Ⓓ আও **Ans Ⓑ**

02. উৎকর্ষ হচ্ছে-
Ⓐ বিশেষণ Ⓑ বিশেষণের বিশেষণ
Ⓒ বিশেষ্যের বিশেষণ Ⓓ বিশেষ্য **Ans Ⓓ**

03. 'কাজটি ভালো দেখায় না' এ বাক্যের 'দেখায়' ক্রিয়াটি কোন ধাতুর উদাহরণ?
Ⓐ মৌলিক ধাতুর Ⓑ নাম ধাতুর
Ⓒ প্রযোজ্য ধাতুর Ⓓ কর্মবাচ্যের ধাতুর **Ans Ⓓ**

04. 'ভালো নিজেকে জাহির করে না, অনেক সময়ই তাকে খুঁজে বের করতে হয়।' এ বাক্যে 'ভালো' শব্দটি কোন পদ?
Ⓐ বিশেষ্য Ⓑ বিশেষণ
Ⓒ সর্বনাম Ⓓ অব্যয় **Ans Ⓐ**

CamScanner

05. কোন বাক্যে সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ ধন অপেক্ষা মান বড়
Ⓑ লেখাপড়া কর, নতুবা ফেল করবে
Ⓒ তোমাকে দিয়ে কিছু হবেনা
Ⓓ ঢং ঢং ঘন্টা বাজে
Ans Ⓑ

06. 'তিনটি বছর' এখানে 'তিনটি' কোন পদ?
Ⓐ বিশেষণ Ⓑ বিশেষ্য
Ⓒ অব্যয় Ⓓ ক্রিয়া
Ans Ⓐ

07. কোনটি বিশেষণের বিশেষণ?
Ⓐ এই আমি আর নই একা Ⓑ বাতাস ধীরে বইছে
Ⓒ অতিশয় মন্দ কথা Ⓓ মেঘনা বড় নদী
Ans Ⓒ

08. ধাতুর শেষে 'অন্ত' প্রত্যয় যোগ করলে কোন পদ গঠিত হয়?
Ⓐ বিশেষ্য Ⓑ অব্যয়
Ⓒ বিশেষণ Ⓓ ক্রিয়া
Ans Ⓒ

09. যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তাকে বলে–
Ⓐ নাম বিশেষণ Ⓑ ভাব বিশেষণ
Ⓒ ক্রিয়া বিশেষণ Ⓓ বিশেষণের বিশেষণ
Ans Ⓑ

10. তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে? এখানে 'না' এর ব্যবহার কী অর্থে?
Ⓐ না-বাচক Ⓑ হ্যাঁ-বাচক
Ⓒ প্রশ্নবোধক Ⓓ বিস্ময়সূচক
Ans Ⓑ

11. শারীরিক অস্বস্তির ভাবজ্ঞাপক দ্বিরুক্ত শব্দ–
Ⓐ দরদর Ⓑ করকর
Ⓒ কুটকুট Ⓓ খুটখুট
Ans Ⓒ

ব্যাকরণ অংশ
অধ্যায় ৪

উপসর্গ (Prefix)

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

■ যেসব অব্যয়সূচক শব্দাংশ নামশব্দ বা কৃদন্ত শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করে সেগুলোকে– **উপসর্গ বলে।**

■ উপসর্গ শব্দটির বিশ্লেষিত রূপ– **উপ + √সৃজ্ + অ = উপসর্গ।**

বিভিন্ন বৈয়াকরণিকবিদদের সংজ্ঞায় উপসর্গ :

■ 'প্র, পরা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ধাতুর পূর্বে বসিয়া একই ধাতুর নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করে, ইহাদিগকে উপসর্গ বলে।'—— **ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্**

■ 'যে সকল অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নামপদের পূর্বে বসিয়া শব্দগুলির অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ বা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, ঐ সকল অব্যয় শব্দকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে।'—— **ড. মুহম্মদ এনামুল হক**

■ 'সংস্কৃতে কতগুলো 'অব্যয়' আছে, যেগুলো ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, ধাতুর নতুন অর্থের সৃষ্টি করে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত এরূপ অব্যয়কে বলা হয়েছে উপসর্গ'।—— **সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়**

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের উপসর্গের সংজ্ঞার্থের আলোকে কিছু বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায় :

i. দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই।
ii. উপসর্গ হচ্ছে অব্যয়সূচক শব্দাংশ।
iii. স্বাধীন পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।
iv. অন্য শব্দের আগে বসে।
v. উপসর্গ নতুন গঠন করে। যেমন :

মূল 'মান' শব্দের অর্থ থেকে উপসর্গযোগে তৈরি শব্দগুলো কত আলাদা হতে পারে তা উপরের চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পারি।

vi. উপসর্গ শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ ও সম্প্রসারণ করে। যেমন : পুষ্টি থেকে পরিপুষ্টি। তাপ থেকে প্রতাপ, পরিতাপ।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপসর্গের অর্থ ও প্রয়োগ

বাংলা উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

◈ অ— নিন্দিত অর্থে : অকাজ, অকেজো, অকাল, অগোছালো।
অভাব অর্থে : অচিন, অচেনা, অমিল, অবাঙালি।
◈ অঘা— বোকা অর্থে : অঘারাম, অঘাচণ্ডী।
◈ অনা— অভাব অর্থে : অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাদায়।
◈ আ— নিকৃষ্ট অর্থে : আকাঠ, আগাছা, আকাল, আঘাটা।
◈ আন— বিক্ষিপ্ত অর্থে : আনচান, আনমনা।
◈ আড়— বক্র অর্থে : আড়চোখে, আড়নয়নে।
প্রায় অর্থে : আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা।
◈ আব— অস্পষ্টতা অর্থে : আবছায়া, আবডাল।
◈ অজ— নিতান্ত (মন্দ) অর্থে : অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর।
◈ ইতি— পুরনো অর্থে : ইতিকথা, ইতিহাস।
◈ উন— কম অর্থে : উনপাঁজুরে, উনিশ।
◈ কদ্— নিন্দিত অর্থে : কদবেল, কদর্য, কদাকার।
◈ কু— কুৎসিত অর্থে : কুকথা, কুনজর, কুপথ্য, কুকাম।
◈ নি— নাই অর্থে : নিখুঁত, নিখোঁজ, নিরেট, নিপাট।
◈ পাতি— ক্ষুদ্র অর্থে : পাতিহাঁস, পাতকুয়ো, পাতিকাক।
◈ বি— ভিন্নতা অর্থে : বিভুঁই, বিফল, বিপথ, বিকাল।
◈ ভর— পূর্ণতা অর্থে : ভরপেট, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যে।
◈ রাম— উৎকৃষ্ট অর্থে : রামছাগল, রামবোকা, রামদা।
◈ স— সম্পূর্ণ অর্থে : সলাজ, সজোর, সজোরে, সরাজ।
◈ সা— উৎকৃষ্ট অর্থে : সাজিরা, সাজোয়ান।
◈ সু— উত্তম অর্থে : সুনজর, সুনাম, সুদিন, সুডৌল।
◈ হা— অভাব অর্থে : হাভাতে, হাঘরে, হাহুতাশ হাপিত্যেশ।

সংস্কৃত উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

◈ প্র— আধিক্য অর্থে : প্রগাঢ়, প্রকোপ, প্রখর, প্রচণ্ড, প্রমত্ত।
খ্যাতি অর্থে : প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব, প্রশংসা।
◈ পরা— বিপরীত অর্থে : পরাজয়, পরাভব, পরাঙ্মুখ, পরাহত।
◈ অপ— নিকৃষ্ট অর্থে : অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ।
বিকৃত অর্থে : অপমৃত্যু, অপভ্রংশ, অপব্যাখ্যা।
◈ সম— মিলন অর্থে : সম্বন্ধ, সম্মেলন, সংকলন, সঞ্চয়।
◈ নি— নিশ্চয় অর্থে : নিবারণ, নির্ণয়।
◈ অব— অল্পতা অর্থে : অবশেষ, অবসান, অবশিষ্ট, অবেলা।
হীনতা অর্থে : অবজ্ঞা, অবমাননা, অবহেলা।
◈ অপি— আরও অর্থে : অপিচ।
◈ অনু— সাদৃশ্য অর্থে : অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার, অনুদান।
◈ নির্— নেই অর্থে : নির্জীব, নির্ধন, নিরন্ন, নিরপরাধ, নিরব।
◈ দুর্— মন্দ অর্থে : দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্জন, দুশ্চরিত্র।
◈ বি— গতি অর্থে : বিচরণ, বিক্ষেপ।
◈ সু— উত্তম অর্থে : সুকৃতি, সুনীল, সুজন, সুপথ, সুফল।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

◈ উৎ— প্রবল্য অর্থে : উচ্ছ্বাস, উদগ্র, উত্তেজনা, উন্নত।
◈ অধি— উপরি অর্থে : অধিরোহণ, অধিষ্ঠান, অধিত্যকা।
◈ অতি— অতিক্রম অর্থে : অতিমানব, অতিপ্রাকৃত।
◈ আ— পর্যন্ত অর্থে : আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র।
◈ পরি— শেষ অর্থে : পরিশেষ, পরিশোধ, পরিসমাপ্তি।
◈ অভি— বিশেষ অর্থে : অভিধান, অভিনেতা, অভিভাবক।
◈ প্রতি— বিরোধ অর্থে : প্রতিবাদ, প্রতিপক্ষ, প্রতিশোধ।
◈ উপ— সম্যক অর্থে : উপকরণ, উপদেশ, উপবেশন, উপহার।

✍ **ফারসি উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :**
◈ কার্— কাজ অর্থে : কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারদানি।
◈ দর্— মধ্যস্থ, অধীন অর্থে : দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালান।
◈ না— না অর্থে : নারাজ, নামঞ্জুর, নাবালক, নাচার, নাখোশ।
◈ নিম্— আধা অর্থে : নিমরাজি, নিমমোল্লা, নিমখুন।
◈ ফি— প্রতি অর্থে : ফি রোজ, ফি হপ্তা, ফি সন, ফি লোক।
◈ বদ্— মন্দ অর্থে : বদরাগী, বজ্জাত, বদখত, বদমাশ।
◈ বে— না অর্থে : বেকসুর, বেহায়া, বেতার, বেকায়দা।
◈ বর্— বাইরে, মধ্যে অর্থে : বরখাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ।
◈ ব— সহিত অর্থে : বমাল, বনাম, বকলম।
◈ কম্— স্বল্প অর্থে : কমজোর, কমবখ্ত, কমপোখ্তো।

✍ **বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের মিল :**
◈ আ, সু, বি, নি– এ চারটিতে বাংলা ও সংস্কৃত মিল আছে।

✍ **আরবি উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :**
◈ আম্— সাধারণ অর্থে : আমদরবার, আমমোক্তার।
◈ খাস্— বিশেষ অর্থে : খাসমহল, খাসদখল, খাসকামরা।
◈ লা— না অর্থে : লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা।
◈ গর্— অভাব অর্থে : গরমিল, গরহাজির, গররাজি।

✍ **ইংরেজি উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :**
◈ ফুল— পূর্ণ অর্থে : ফুল-হাতা, ফুল-মোজা, ফুল-প্যান্ট।
◈ হাফ— আধা অর্থে : হাফ-হাতা, হাফ-স্কুল, হাফ-নেতা।
◈ হেড— প্রধান অর্থে : হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত।
◈ সাব— অধীন অর্থে : সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর।

✍ **উর্দু ও হিন্দি উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :**
◈ হর— প্রত্যেক অর্থে : হররোজ, হরহামেশা, হরহামিনা।
◈ হরেক— বিবিধ অর্থে : হরেকরকম, হরেকখাবার।

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'হররোজ, হরকিসিম, হরহামেশা' এ 'হর' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ পূর্ণ অর্থে Ⓑ আধা অর্থে
Ⓒ প্রত্যেক অর্থে Ⓓ মধ্যস্থ অর্থে
Ans Ⓒ

02. তৎসম উপসর্গ কোনটি?
Ⓐ লা Ⓑ হা
Ⓒ প্র Ⓓ ভর
Ans Ⓒ

03. কোনটি বিদেশি উপসর্গের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ কু Ⓑ অপ
Ⓒ অজ Ⓓ বদ
Ans Ⓓ

04. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোনটি?
Ⓐ আম Ⓑ আড়
Ⓒ প্র Ⓓ নিম
Ans Ⓑ

05. তৎসম উপসর্গ কোনটি?
Ⓐ অজ Ⓑ গর
Ⓒ পরি Ⓓ পাতি
Ans Ⓒ

06. 'বর' কোন শ্রেণির উপসর্গ?
Ⓐ ইংরেজি Ⓑ তৎসম
Ⓒ খাঁটি বাংলা Ⓓ ফারসি
Ans Ⓓ

07. 'প্রতি' কোন ভাষার উপসর্গ?
Ⓐ আরবি Ⓑ বাংলা
Ⓒ ইংরেজি Ⓓ সংস্কৃত
Ans Ⓓ

08. 'অপ' উপসর্গটি 'অপকর্ম' শব্দে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ নিকৃষ্ট Ⓑ বিকৃত
Ⓒ বিপরীত Ⓓ দুর্নাম
Ans Ⓐ

09. কোন শব্দটিতে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়নি?
Ⓐ সুগম Ⓑ লবণ
Ⓒ নিখুঁত Ⓓ দুর্গম
Ans Ⓑ

10. 'পরীক্ষা' শব্দের 'পরি' উপসর্গের অর্থদ্যোতকতা কী?
Ⓐ সম্যক Ⓑ বিশেষ
Ⓒ শেষ Ⓓ চতুর্দিক
Ans Ⓐ

11. কোনটি ফারসি উপসর্গ?
Ⓐ কার্ Ⓑ কাম
Ⓒ হয় Ⓓ হাফ
Ans Ⓐ

12. উপসর্গ যুক্ত হয় কৃদন্ত বা নাম শব্দের–
Ⓐ পূর্বে Ⓑ মধ্যে
Ⓒ পরে Ⓓ পূর্বে ও পরে
Ans Ⓐ

ব্যাকরণ অংশ
অধ্যায় ৫

সমাস (Compound Word)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

▪ 'সমাস' সংস্কৃত শব্দটির বিশ্লেষিত রূপ– সম্ + অস্ + অ (ঘঞ্)।
▪ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ একপদে পরিণত হওয়াকে– **সমাস** বলে। যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।
▪ 'সমাস' শব্দের অর্থ– **সংক্ষেপণ**।
▪ যে যে পদে সমাস হয় তাকে– **সমস্যমান পদ** বলে।
▪ যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে– **দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন : তাল ও তমাল = তাল-তমাল।
▪ যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে– **অলুক দ্বন্দ্ব** বলে। যেমন : দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে।
▪ যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থেকে অন্য পদগুলো লোপ পায় এবং শেষ পদ অনুসারে শব্দ নির্ধারিত হয়, তাকে– **একশেষ দ্বন্দ্ব** বলে। যেমন : তুমি, আমি ও সে = আমরা।
▪ সমস্যমান পদ দুটি সংযোজক অব্যয়– **'এবং, ও, আর' দ্বারা যুক্ত হয়।**
▪ দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত সম্মানিত শব্দ– **পূর্বে বসে।** যেমন : গুরু-শিষ্য, প্রভু-ভৃত্য, স্বর্গ-মর্ত্য, রাজা-প্রজা, দেব-দৈত্য, পতি-পত্নী।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- দ্বন্দ্ব সমাসে স্ত্রী-বাচক শব্দ- **পূর্বে বসে।** যেমন : মা-বাপ।
- 'পতি' শব্দ পরে থাকলে 'জায়া' শব্দের স্থানে বিকল্পে- **'দম' হয়।** যেমন : জায়া ও পতি = দম্পতি।
- পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে- **'রাজ' হয়।** যেমন : মহান যে রাজা = মহারাজ।
- বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো- **বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে যায়।** যেমন : সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ; অধম যে নর = নরাধম।
- পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু' স্থানে- **'কৎ' হয়।** যেমন : কু যে অর্থ = কদর্থ।
- উপমান ও উপমেয়কে অভিন্ন কল্পনা করে উপমান ও উপমেয় পদের যে সমাস হয়, তাকে- **রূপক কর্মধারয় সমাস বলে।** যেমন : ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল, মন রূপ মাঝি = মনমাঝি।
- রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমান পদটি- **প্রধান্য লাভ করে।**
- উন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলে- **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।** যেমন : এক দ্বারা উন = একোন।
- সাধারণত চ্যুত, জাত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে- **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়।** যেমন : স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো।
- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' শব্দের স্থলে- **'রাজ' হয়।** যেমন : রাজার পুত্র = রাজপুত্র, রাজার ধানী (বাসস্থান) = রাজধানী।
- ব্যাসবাক্যে শ্রেষ্ঠ অর্থে 'রাজা' শব্দ পরে থাকলে- **সমস্তপদে তা আগে আসে।** যেমন : কবিদের রাজা = রাজকবি।
- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে- **পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ হয়।** যেমন : পিতার ধন = পিতৃধন।
- পরপদে সহ, তুল্য, নিভ, প্রায়, প্রতিম শব্দগুলো থাকলে- **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়।** যেমন : পত্নীর সহ = পত্নীসহ।
- পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যূথ, পাল প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে- **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়।** যেমন : হস্তীর যূথ = হস্তিযূথ।
- শিশু, দুগ্ধ, অণ্ড (ডিম), ডিম্ব ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে এবং ব্যাসবাক্যে স্ত্রীবাচক শব্দ পূর্বপদে থাকলে- **সমস্তপদে স্ত্রীবাচক শব্দটি পূর্বপদে পুরুষবাচক হয়।** যেমন : মৃগীর শিশু = মৃগশিশু।
- তৎপুরুষ সমাসে ব্যাসবাক্যে 'মধ্যে' শব্দ থাকলে- **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়।** যেমন : সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ = সর্বশ্রেষ্ঠ।
- উত্তর বা পরপদের আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে- **'নঞ্' স্থানে 'অ' হয়।** যেমন : ন মিল = অমিল।
- উত্তরপদের আদিতে স্বরবর্ণ থাকলে- **'নঞ্' স্থানে 'অন' হয়।** যেমন : ন আবাদি = অনাবাদি।
- কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে- **উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে।** যেমন : পকেট মারে যে : পকেটমার।
- কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের আগে উপসর্গ ছাড়া অন্য পদ থাকলে- **তাকে উপপদ বলে।** যেমন : কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার।
- দ্বিগু সমাসের পূর্বপদ- **সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পরপদ বিশেষ্য হয়।**
- দ্বিগু সমাস কখনো অ-কারান্ত হলে সমাসবদ্ধ পদটি- **আ-কারান্ত বা ই-কারান্ত হয়।** যেমন : শত অব্দের সমাহার : শতাব্দী, পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী, (তিন) পদের সমাহার = ত্রিপদী।
- উপসর্গ যেহেতু এক ধরনের অব্যয়, সেহেতু উপসর্গযোগে গঠিত সব শব্দই- **অব্যয়ীভাব সমাস হতে পারে।**
- অনু, প্রতি, নিঃ, নির, আ, উপ, যথা, উৎ, পরি, প্র, পর ইত্যাদি অব্যয় দ্বারা সাধারণত- **অব্যয়ীভাব সমাস গঠিত হয়।**
- 'সহ' কিংবা 'সহিত' শব্দের সঙ্গে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে- **'সহ' ও 'সহিত' এর স্থলে 'স' হয়।** যেমন : বান্ধবসহ বর্তমান = সবান্ধব, সহ উদর যার = সহোদর > সোদর।
- বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদে- **'অক্ষি' শব্দের স্থলে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' শব্দের স্থলে 'নাভ' হয়।** যেমন : কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ, পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ।
- বহুব্রীহি সমাসে পরপদে- **'চূড়া' শব্দ সমস্তপদে 'চূড়' এবং 'কর্ম' শব্দ সমস্তপদে 'কর্মা' হয়।** যেমন : চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়, বিচিত্র কর্মা যার = বিচিত্রকর্মা।
- বহুব্রীহি সমাসে- **'দ্বি' এবং 'অন্তর' শব্দের পরে 'অপ্' স্থলে 'ঈপ্' হয়।** যেমন : দুদিকে অপ্ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ্ যার = অন্তরীপ।
- বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের অন্তে- **যার, যাকে ইত্যাদি পদ বসে।** যেমন : চতুর্দিকে ভুজ যার = চতুর্ভুজ।
- পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে- **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়।** যেমন : হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী।

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'সমাস' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
Ⓐ ধ্বনিতত্ত্বে Ⓑ রূপতত্ত্বে Ⓒ বাক্যতত্ত্বে Ⓓ অর্থতত্ত্বে **Ans Ⓑ**

02. পরপদের অপর নাম কী?
Ⓐ উপপদ Ⓑ পূর্বপদ Ⓒ বিশেষ্য পদ Ⓓ উত্তরপদ **Ans Ⓓ**

03. কোনটি বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?
Ⓐ দা-কুমড়া Ⓑ আয়-ব্যয় Ⓒ জমা-খরচ Ⓓ মাসি-পিসি **Ans Ⓐ**

04. 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ বহু গম Ⓑ বহু ধান Ⓒ বহু চাল Ⓓ বহু পাট **Ans Ⓑ**

05. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
Ⓐ নরাধম Ⓑ দ্বীপ Ⓒ বর্ণচোরা Ⓓ দোলন **Ans Ⓑ**

06. কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্য গঠিত হয় কোন সমাসে?
Ⓐ দ্বিগু Ⓑ নিত্য Ⓒ অব্যয়ীভাব Ⓓ উপপদ **Ans Ⓒ**

07. 'স্কুলপালানো' কোন সমাসের উদাহরণ?
Ⓐ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ Ⓑ তৃতীয়া তৎপুরুষ Ⓒ চতুর্থী তৎপুরুষ Ⓓ পঞ্চমী তৎপুরুষ **Ans Ⓓ**

08. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস?
Ⓐ তেমাথা Ⓑ প্রতিকূল Ⓒ নির্জল Ⓓ পকেটমার **Ans Ⓓ**

09. নিচের কোনটি কর্মধারয় সমাসের অধীনে নয়?
Ⓐ উপমান Ⓑ অলুক Ⓒ উপমিত Ⓓ রূপক **Ans Ⓑ**

10. 'মধুমাখা' এর ঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
Ⓐ মধু দ্বারা মাখা Ⓑ মধুকে মাখা Ⓒ মধুতে মাখা Ⓓ মধুর মাখা **Ans Ⓐ**

11. 'প্রতিবাদ' এর ব্যাসবাক্য কোনটি?
Ⓐ প্রতির বাদ Ⓑ প্রতির নিমিত্তে বাদ Ⓒ বিরুদ্ধ বাদ Ⓓ প্রতিকে বাদ **Ans Ⓒ**

12. 'ঘরজামাই' কোন সমাস?
Ⓐ তৎপুরুষ Ⓑ উপমিত কর্মধারয় Ⓒ রূপক কর্মধারয় Ⓓ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **Ans Ⓓ**

13. 'বইপড়া' কোন সমাস?
Ⓐ তৎপুরুষ Ⓑ দ্বন্দ্ব Ⓒ অব্যয়ীভাব Ⓓ দ্বিগু **Ans Ⓐ**

14. কোন শব্দটি তৎপুরুষ সমাস?
Ⓐ কালিকলম Ⓑ মাতাপিতা Ⓒ দুঃখপ্রাপ্ত Ⓓ দশানন **Ans Ⓒ**

15. 'হরবোলা' কোন সমাস?
Ⓐ দ্বিগু Ⓑ বহুব্রীহি Ⓒ উপপদ তৎপুরুষ Ⓓ কর্মধারয় **Ans Ⓑ**

CamScanner

ব্যাকরণ অংশ

অধ্যায় ৬

বাক্য প্রকরণ (Kinds of Sentence)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে- **বাক্য বলে।**
- যথাযথ বিন্যস্ত শব্দসমষ্টি যদি একটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে, তাকে বাক্য বলে।—— **ব্যাকরণবিদ জ্যোতিভূষণ চাকী**
- কোনো বাক্য একটি উদ্দেশ্য ও একটিমাত্র ক্রিয়া সংবলিত হলে এবং অন্য কোনো বাক্যের সঙ্গে যুক্ত বা সম্পর্কিত না হলে তাকে- **সরল বাক্য বলে। যেমন : রানা বই পড়ে।**
- একাধিক খণ্ডবাক্য আপেক্ষিক স্বাধীনতা ও অধীনতার সম্পর্ক স্বীকার করে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোনো বাক্য গঠিত হলে তাকে- **জটিল বাক্য বলে। যেমন : যদি পড় তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।**
- পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্য সংযোগবাচক অব্যয়ের সাহায্যে সংযুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে- **যৌগিক বাক্য বলে। যেমন : লোকটি গরিব কিন্তু সৎ।**

একটি সার্থক বাক্য গঠনে তিনটি গুণ থাকা জরুরি। যথা :

- **আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই- **আকাঙ্ক্ষা।**
- **আসত্তি :** বাক্যের অর্থসংগতি রক্ষার জন্য ভাষার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পরস্পর অর্থসংগতি ও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদসমূহের সুশৃঙ্খল বিন্যাসই- **আসত্তি।**
- **যোগ্যতা :** বাক্যস্থিত পদসমূহের পরস্পরের সঙ্গে অর্থগত এবং ভাবগত মেলবন্ধনের নাম- **যোগ্যতা।**

বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট বা হানি ঘটার কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ :

- **দুর্বোধ্যতা বর্জন :** অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়।
- **রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা :** প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের প্রতি খেয়াল রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়।
- **উপমার ভুল প্রয়োগ :** ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে।
- **বাহুল্য-দোষ :** প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে।
- **বাগ্‌ধারায় শব্দ পরিবর্তন :** বাগ্‌ধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর যথেচ্ছা পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়।
- **গুরুচণ্ডালী দোষ :** তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়।
- **যথার্থ শব্দ প্রয়োগ :** অনেক সময় বাক্যে যথার্থ শব্দ পয়োগ না করে এমন শব্দ প্রয়োগ করা হয়, যা বাক্যকে অর্থহীন হাস্যকর করে তোলে।

- যে বাক্যে ক্রিয়া নিষ্পত্তি কোনো বিশেষ শর্তের অধীনে এমন বোঝায়, তাকে- **কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে। যেমন : সময় পেলে তোমার ওখানে যাবো।**
- যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্য সাধারণভাবে বিবৃত বা নির্দেশ করা হয়, তাকে- **বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক বাক্য বলে। যেমন : সূর্য পূর্বদিকে ওঠে। তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।**
- যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্যে হ্যাঁ-সূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে- **অস্তিবাচক বাক্য বলে। যেমন : প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।**
- যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্য অস্বীকৃতি, নিষেধ বা না-সূচক অর্থ বোঝায়, তাকে- **নেতিবাচক বাক্য বলে। যেমন : প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।**
- যে বাক্যে কোনো ঘটনা বা ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নসূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে- **প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন : আপনি কেন ভূতে বিশ্বাস করেন?**
- যে বাক্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে- **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। যেমন : সদা সত্য কথা বলবে।**
- যে বাক্যে ইচ্ছা, অভিপ্রায়, প্রার্থনা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তাকে- **ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যেমন : আপনি দীর্ঘজীবী হোন।**
- যে বর্ণনাত্মক বাক্যে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয়, সম্ভাবনা, অনুমান, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়, তাকে- **সংশয়সূচক বাক্য বলে। যেমন : হয়তো তার আসা হবে না।**
- যে বাক্যে আনন্দ-বেদনা, বিস্ময়-কৌতূহল, শোক, ক্রোধ-ঘৃণা, আবেগ-উচ্ছ্বাস ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়, তাকে- **বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য বলে। যেমন : ছিঃ ছিঃ! তুমি এত নীচ।**
- বাক্যের উদ্দেশ্য-পদের সঙ্গে সম্পর্কিত যে সকল পদ বিশেষণ বা বিশেষণ স্থানীয়, তাদেরকে- **উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ বা উদ্দেশ্য পদের প্রসারক বলে।**
- বাক্যস্থিত যে পদ বা পদসমূহ বিধেয় ক্রিয়ার সঙ্গে করণ, অধিকরণ বা অপাদান সম্পর্কে সম্পর্কিত বা বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষণ বা বিশেষণ স্থানীয়, সেই পদ বা পদসমূহকে বলে- **বিধেয় ক্রিয়ার প্রসারক।**
- বাক্য কখনো সম্পূর্ণ হলেও অর্থের দিক থেকে আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে, আর যে পদ দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়, তাকে- **বিধেয় ক্রিয়ার পরিপূরক বলে।**
- দুই বা তার চেয়ে বেশি বাক্যকে এক বাক্যে পরিণত করা হলে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয়- **বাক্য সংযোজন।**
- বাক্যে প্রতিফলিত গুণ- **তিনপ্রকার। যথা : ক. প্রসাদগুণ খ. মাধুর্য গুণ এবং গ. ওজোগুণ।**
- যে বাক্যে সহজ, সরল ও অলংকার সমৃদ্ধ শব্দের মাধ্যমে লেখকের মনোভাব প্রকাশ পায় তা-ই- **প্রসাদ গুণ সম্পন্ন রচনা বলা হয়।**
- বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের মধুর, কোমল ও হৃদয়গ্রাহী রূপে প্রকাশকে- **মাধুর্য গুণ বলে।**
- যে বাক্যে ভারে বলিস্ঠরূপ শব্দে ও ছন্দে হিল্লোলিত হয়ে প্রকাশ পায়, তা- **ওজোগুণ সম্পন্ন বাক্য। যেমন : হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান।**

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. পদ সংস্থাপন, ক্রম অনুসারী সম্বন্ধ পদ বাক্যে কোথায় বসে?
Ⓐ বিশেষণের পরে Ⓑ বিশেষ্যের পরে
Ⓒ বিশেষণের পূর্বে Ⓓ বিশেষ্যের পূর্বে **Ans Ⓓ**

02. 'আ মরি বাংলা ভাষা' এ চরণে 'আ' দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ আনন্দ Ⓑ আনুগত্য
Ⓒ আবেগ Ⓓ আশাবাদ **Ans Ⓐ**

03. বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে কী বলে?
Ⓐ আকুতি Ⓑ মিনতি Ⓒ আসত্তি Ⓓ আকাঙ্ক্ষা **Ans Ⓒ**

04. 'যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে' গঠন অনুসারে বাক্যটি-
Ⓐ তির্যক বাক্য Ⓑ সরল বাক্য
Ⓒ যৌগিক Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans Ⓓ**

05. অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য কী হারায়?
Ⓐ আসত্তি Ⓑ রীতিসিদ্ধ
Ⓒ যোগ্যতা Ⓓ অর্থবাচকতা **Ans Ⓒ**

06. বাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ বিধেয় Ⓑ অভিপ্রেত Ⓒ বিধান Ⓓ লক্ষ্যবস্তু **Ans Ⓐ**

CamScanner

07. 'বিবাহ সম্পর্কে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।' বাক্যটি–
Ⓐ নেতিবাচক Ⓑ অস্তিবাচক
Ⓒ নঞর্থক Ⓓ অনুজ্ঞা
Ans Ⓑ

08. 'গরু মানুষের গোসত খায়।' বাক্যটিতে কীসের অভাব আছে?
Ⓐ যোগ্যতা Ⓑ আকাঙ্ক্ষা
Ⓒ আসত্তি Ⓓ নৈকট্য
Ans Ⓐ

09. ঠিকভাবে উপমা ব্যবহার না করলে বাক্য হারায়–
Ⓐ শৃঙ্খলা Ⓑ আসক্তি
Ⓒ আকাঙ্ক্ষা Ⓓ যোগ্যতা
Ans Ⓓ

10. বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্ন্তগত এবং ভাবগত মেলবন্ধনের নাম কী?
Ⓐ আসক্তি Ⓑ যোগ্যতা
Ⓒ আকাঙ্ক্ষা Ⓓ বিধেয়
Ans Ⓑ

11. 'বিপদ এবং দুঃখ একই সঙ্গে আসে' বাক্যটি–
Ⓐ সরল Ⓑ জটিল
Ⓒ যৌগিক Ⓓ মিশ্র
Ans Ⓒ

12. বাক্যের মৌলিক উপাদান কী?
Ⓐ ভাষা Ⓑ শব্দ
Ⓒ বর্ণ Ⓓ অর্থ
Ans Ⓑ

13. 'কেউ বলে না দিলেও মনে হচ্ছে এটি একটি বিপজ্জনক জায়গা।' বাক্যটি–
Ⓐ সরল Ⓑ জটিল
Ⓒ যৌগিক Ⓓ মিশ্র
Ans Ⓐ

14. 'মানুষের মন অত্যন্ত জটিল, সুতরাং তার অনুভূতিও বিচিত্র।' বাক্যটি–
Ⓐ সরল Ⓑ যৌগিক
Ⓒ কঠিন Ⓓ জটিল
Ans Ⓑ

15. 'রাজা আছেন, কোটালের দোহাই কেন?' কোন ধরনের বাক্য?
Ⓐ সরল Ⓑ জটিল
Ⓒ যৌগিক Ⓓ মিশ্র
Ans Ⓒ

16. 'যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।' কোন ধরনের বাক্য?
Ⓐ সরল Ⓑ জটিল
Ⓒ যৌগিক Ⓓ খণ্ড
Ans Ⓑ

17. 'শরাসনে সংহিত শর আশু প্রতিসংহার করুন।' বাক্যটি–
Ⓐ সরল Ⓑ যৌগিক
Ⓒ জটিল Ⓓ খণ্ড
Ans Ⓐ

18. 'রাত্রিতে রৌদ্র হয়।' এ বাক্যে কীসের অভাব?
Ⓐ আকাঙ্ক্ষা Ⓑ যোগ্যতা
Ⓒ অন্বয় Ⓓ আসক্তি
Ans Ⓑ

19. 'যে হিমালয়ে বাস করিতেন, সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা।' বাক্যটি–
Ⓐ জটিল Ⓑ খণ্ড
Ⓒ যৌগিক Ⓓ সরল
Ans Ⓐ

20. 'সবাই সুখী হতে চায়।' এটি কোন জাতীয় বাক্য?
Ⓐ নির্দেশাত্মক Ⓑ নেতিবাচক
Ⓒ অস্তিবাচক Ⓓ প্রশ্নবাচক
Ans Ⓒ

21. টাকা দাও, ছাড়া পাবে। বাক্যটি–
Ⓐ জটিল Ⓑ যৌগিক
Ⓒ সরল Ⓓ সংযুক্ত
Ans Ⓑ

ব্যাকরণ অংশ
অধ্যায় ৭

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধপ্রয়োগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

◈ **অত্র-তত্র-যত্র**– 'অত্র' শব্দের অর্থ এখানে; 'তত্র' শব্দের অর্থ 'সেখানে'; এবং 'যত্র' শব্দের অর্থ 'যেখানে'। 'এই' অর্থে 'অত্র' ব্যবহার অশুদ্ধ।

◈ **আকণ্ঠ পর্যন্ত**– 'আকণ্ঠ' দ্বারা কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। তাই এর সাথে 'পর্যন্ত' যোগ করা অপপ্রয়োগ।

◈ **অশ্রুজল**– 'চোখের জল' বোঝাতে 'অশ্রুজল' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ। 'অশ্রু' শব্দ দ্বারাই চোখের জল বোঝায়।

◈ **অপেক্ষমাণ/ অপেক্ষমান**– ক্ষ অর্থাৎ ক-য়ে মূর্ধন্য-ষ আগে আছে বলে ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী 'অপেক্ষমাণ' হবে, 'অপেক্ষমান' নয়। 'অপেক্ষমান' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।

◈ **ইদানীংকাল**– 'ইদানীং' বলতে বর্তমান কাল বোঝায়। অর্থাৎ 'ইদানীং' শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত। তাই 'ইদানীংকাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।

◈ **খাঁটি গরুর দুধ**– কথাটি প্রচলিত থাকলেও তা অশুদ্ধ। শুদ্ধরূপ হলো- গরুর খাঁটি দুধ।

◈ **দাহ্যশক্তি/ দাহিকা শক্তি**– দহন বা দাহন করার শক্তি বোঝাতে 'দাহ্যশক্তি' লেখা ভুল প্রয়োগ। 'দাহ্য' শব্দের অর্থ : যা সহজে দগ্ধ হয় বা দহনযোগ্য। তাই 'দাহ্যশক্তি'র স্থলে লিখতে হবে 'দাহিকা শক্তি'।

◈ **কৃচ্ছ/কৃচ্ছতা**– 'কৃচ্ছ' শব্দের অর্থ : শারীরিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য ব্রত। 'কৃচ্ছ' শব্দের সাথে 'তা' প্রত্যয়যোগে 'কৃচ্ছতা' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।

◈ **পদক্ষেপ**– 'পদক্ষেপ' শব্দের অর্থ : পদার্পণ বা পা ফেলা। ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থে 'পদক্ষেপ' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ।

◈ **বিষাক্ত/ বিষধর**– 'বিষাক্ত' সাপ নয়, 'বিষধর' সাপ। 'বিষাক্ত' শব্দের অর্থ : 'বিষমিশ্রিত', 'বিষলিপ্ত'। বিষাক্ত খাদ্য হতে পারে, 'বিষাক্ত' অশোভন। শব্দটি হবে 'বিষধর' সাপ।

◈ **সাম্প্রতিকাল**– 'সাম্প্রতিক' বা 'সম্প্রতি' দ্বারা কাল বোঝায়। অর্থাৎ সাম্প্রতিক ব সম্প্রতি শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত অবস্থায় আছে। তাই 'সাম্প্রতিককাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।

◈ **সঠিক**– 'সঠিক' শব্দটি দ্বারা বোঝায় ঠিকের সাথে। আমরা ঠিক অর্থে সঠিক শব্দটির ব্যবহার করি। যদি 'ঠিক' দ্বারা প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় তাহলে 'সঠিক' শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

◈ **উল্লেখ/ উল্লিখিত**– সংস্কৃতে (এবং বাংলায়ও) মূল ধাতুটি 'লিখ্' হলেও লেখ, লেখন, লেখনী প্রভৃতি শব্দে 'লে' আসে। কিন্তু লিখিত, অলিখিত। একই কারণে উল্লেখ (উৎ + লেখ) হলেও উল্লেখিত নয়, উল্লিখিত লিখতে হবে। এ সম্পর্কে সতর্কতা প্রয়োজন।

◈ **কৃতি/ কৃতী**– 'কৃতি' শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ : কাজ, সম্পাদিত কর্ম। অন্যদিকে 'কৃতী' শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ : কৃতকার্য বা সফল হয়েছেন এমন। তাই 'কৃতি' অর্থে 'কৃতী' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।

◈ **পূর্বাহ্নে**– 'পূর্বাহ্ন' শব্দের অর্থ : দিনের প্রথম ভাগ। অনেকেই পূর্বে বা আগে অর্থে 'পূর্বাহ্ন' শব্দটির ব্যবহার করে যা অপপ্রয়োগ।

◈ **কেবলমাত্র/ শুধুমাত্র**– যেখানে 'কেবল' লেখাই যথেষ্ট কিংবা 'শুধু' লিখলেই যেখানে চলে সেখানে 'কেবলমাত্র' বা 'শুধুমাত্র' লিখলে বাহুল্য দোষ ঘটে।

◈ **ফলশ্রুতি**– 'ফলশ্রুতি' শব্দটি দ্বারা পুণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা বোঝায়। ফল বা ফলাফল অর্থে 'ফলশ্রুতি' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রেক্ষিত/ পরিপ্রেক্ষিত– 'প্রেক্ষিত' শব্দটি এসেছে 'প্রেক্ষণ' থেকে, যার অর্থ : দৃষ্টি। ফলে এ থেকে উদ্ভূত শব্দ 'প্রেক্ষিত' এর অর্থ : দেখা হয়েছে এমন (অর্থাৎ দৃষ্ট)। তাই 'প্রেক্ষাপট' বা 'পটভূমি' অর্থে 'প্রেক্ষিত' শব্দের ব্যবহার ভুল প্রয়োগ।

বাক্যে অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত

ক. **বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত ভুল :** অনেক সময় বিশেষণ পদ নির্ধারক বহুবচনের কাজ করে। এ ক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে বহুবচন করার দরকার হয় না। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।	সকল দর্শককে স্বাগত জানাই
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।

খ. **যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুল :** শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়। যেমন : অজ্ঞতা (জ্ঞানহীনতা) বোঝাতে অজ্ঞানতা (মূর্খতা) শব্দের প্রয়োগ। এরকম–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।	তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।
তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবার আমন্ত্রিত।

গ. **প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতিজনিত ভুল :** প্রচলিত প্রবাদের যথেচ্ছ বিকৃতি বা পরিবর্তন চলে না। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃত প্রয়োগ অনেক সময় মূলের অর্থ বদলে দেয়। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	দশচক্রে ভগবান ভূত।
যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতুল।	যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

ঘ. **বিশেষ্যের জায়গায় বিশেষণের প্রয়োগজনিত ভুল :** বাক্যে যেখানে বিশেষ্য ব্যবহার করতে হবে সেখানে বিশেষণকে বিশেষ্য ভেবে প্রয়োগ করায় এ ধরনের ভুল হয়। যেমন :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।

ঙ. **লিঙ্গ-সঙ্গতিজনিত ভুল :** বাংলা সাধু ভাষায় এবং কখনো কখনো তৎসম শব্দবহুল চলিত গদ্যরীতিতে স্ত্রীবাচক বিশেষণের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন : সুন্দরী বালিকা, বীরাঙ্গনা নারী। এরকম ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দের জন্যে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহার না করা হলে তা ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। যেমন :

অপপ্রয়োগ : বর্তমানে বিদ্বান মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

শুদ্ধ : বর্তমানে বিদুষী মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

অপপ্রয়োগ : আজ সরকার বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যার বিয়ে।

শুদ্ধ : আজ সরকার বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়ে।

চ. **বিশেষণ-দ্বিত্বজনিত ভুল :**
বিশেষণ শব্দের সঙ্গে পুনরায় বিভ্রান্তিবশত বিশেষণবাচক উপসর্গ বা প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের ফলে কিছু কিছু ভুল শব্দ গঠিত হয়। যেমন :

আবশ্যক (আবশ্যকীয় নয়)	লজ্জিত (সলজ্জিত নয়)
উদ্বেল (উদ্বেলিত নয়)	একত্র (একত্রিত নয়)
ঠিক (সঠিক নয়)	নিঃশেষ (নিঃশেষিত নয়)

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ নির্ভরশীল Ⓑ নির্ভরশীলতা
Ⓒ নির্ভরতা Ⓓ নির্ভরযোগ্য **Ans C**

02. ঠিক শব্দটি বের করুন–
Ⓐ চলাকালীন সময়ে Ⓑ চলাকালে
Ⓒ চলাকালের সময়ে Ⓓ চলাকালিন সময় **Ans B**

03. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়?
Ⓐ ইদানিংকাল Ⓑ তাপদাহ
Ⓒ সাম্প্রতিক Ⓓ উপরোক্ত **Ans C**

04. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ কেবলমাত্র Ⓑ অধীন
Ⓒ মন্ত্রকষ্ট Ⓓ উল্লিখিত **Ans A**

05. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ উপর্যুক্ত Ⓑ মিথস্ক্রিয়া
Ⓒ ধস্প্রাপ্ত Ⓓ দৈন্যতা **Ans D**

06. 'অবদান' (মনোযোগ) ও 'অবধান' (কীর্তি) কোন জাতীয় অপপ্রয়োগ?
Ⓐ উচ্চারণজনিত Ⓑ অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত
Ⓒ শব্দ গঠনজনিত Ⓓ সবগুলো **Ans B**

07. শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ নয় কোনটি?
Ⓐ ইতিপূর্বে Ⓑ অতলস্পর্শী
Ⓒ সবিনয়পূর্বক Ⓓ অস্তায়মান **Ans D**

08. নিচের কোনটি বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
Ⓐ শুধুমাত্র Ⓑ ফলশ্রুতি
Ⓒ সুকেশী Ⓓ পরিপ্রেক্ষিত **Ans A**

09. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
Ⓐ অপেক্ষমাণ Ⓑ দাহিকা শক্তি
Ⓒ আকণ্ঠ পর্যন্ত Ⓓ স্বায়ত্তশাসন **Ans C**

10. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ পুনঃপুন Ⓑ ভোগলিক
Ⓒ গ্রথিত Ⓓ প্রোথিত **Ans B**

11. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ একত্র Ⓑ একত্রিত
Ⓒ একাকী Ⓓ একাকিত্ব **Ans B**

12. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
Ⓐ আপনি স্বস্ত্রীক আমন্ত্রিত Ⓑ আপনি স্বস্ত্রীকে আমন্ত্রিত
Ⓒ আপনি সস্ত্রীক আমন্ত্রিত Ⓓ আপনি স্বস্ত্রীসহ আমন্ত্রিত **Ans C**

13. কোনটি অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
Ⓐ একত্র Ⓑ অধীনস্থ
Ⓒ চিন্তিত Ⓓ প্রত্যাশিত **Ans B**

14. কোন উপসর্গটি পরবর্তী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ অভিষেক Ⓑ অবরোধ
Ⓒ প্রদান Ⓓ অনুশীলন **Ans D**

15. শুদ্ধ রূপ কোনটি?
Ⓐ সৌন্দর্যতা Ⓑ সুন্দর্য
Ⓒ সুন্দরত্তা Ⓓ সৌন্দর্য **Ans D**

16. 'দেশের সব আলেমগণই উপস্থিত ছিলেন' বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?
Ⓐ বাহুল্য Ⓑ গুরুচণ্ডালী
Ⓒ উপমার ভুল প্রয়োগ Ⓓ দুর্বোধ্যতা **Ans A**

CamScanner

ব্যাকরণ অংশ

অধ্যায় ৮

পারিভাষিক শব্দ (Terminology)

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'পরিভাষা' শব্দটি ইংরেজি– **'term' ও 'terminology'** থেকে গৃহীত।
- অভিধানে পরিভাষার অর্থ– সংক্ষেপার্থ শব্দ।
- যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনো বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত বা ব্যক্ত করা যায় তা-ই পরিভাষা। —— রাজশেখর বসু।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, বাংলা ভাষায় প্রচলিত ভাবানুবাদমূলক শব্দগুলোই পরিভাষা।
- **শব্দ ও পরিভাষা :** শব্দ ও পরিভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। পরিভাষা কোনো জ্ঞান-ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ধারণার সংজ্ঞার্থ বা নাম। কিন্তু শব্দ (Word) হচ্ছে ভাষায় ব্যবহৃত যে কোনো অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি। বস্তুত পারিভাষিক শব্দগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সকল পরিভাষাই মূলত শব্দ, কিন্তু সকল শব্দই পরিভাষা নয়।

গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ

বিদেশি শব্দ	পরিভাষা	বিদেশি শব্দ	পরিভাষা
Article	অনুচ্ছেদ	Agenda	আলোচ্যসূচি
Attestation	প্রত্যায়ন	Allotment	বরাদ্দ
Affidavit	শপথনামা	Ad-hoc	তদর্থক
Blue print	প্রতিচিত্র	Basin	অববাহিকা
Basic-pay	মূল বেতন	Boyscout	ব্রতীবালক
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র	Cable	তার
Coldwar	স্নায়ুযুদ্ধ	Chancellor	আচার্য
Canvas	মোটা কাপড়	Calender	পঞ্জিকা
Diplomatic	কূটনৈতিক	Democracy	গণতন্ত্র
Deposit	আমানত	Diagram	নকশা
Exchange	বিনিময়	Epicurism	ভোগবাদ
Extract	নির্যাস	Funeral	শেষকৃত্য
Forecast	পূর্বাভাস	Forfeit	বাজেয়াপ্ত করা
Furnace	চুল্লি	Feudalism	সামন্তবাদ
Genesis	উৎপত্তি	Goods	পণ্য, মাল
Gazetted	ঘোষিত	Graph	চিত্রলেখ
Hypocrisy	কপটতা	Hydrologist	পানিবিজ্ঞানী
Horizontal	অনুভূমিক	Heroine	বীরাঙ্গনা
Hood	ঢাকনা	Humanity	মানবতা
Interview	সাক্ষাৎকার	Injunction	নিষেধাজ্ঞা
Index	নির্দেশক	Interim	অন্তর্বর্তীকালীন
Inspection	পরিদর্শন	Immediate	আশু দরকারি
Jobber	দালাল	Justice	ন্যায়বিচারক
Judge	বিচারক	Juggler	ভোজবাজিকর
Key note	মূলভাব	Jury	নির্ণায়ক বর্গ
Lyric	গীতিকবিতা	Lien	পূর্বস্বত্ব
Land tenure	মধ্যস্বত্ব	License	অনুমতিপত্র
Metaphor	রূপক, উপমা	Modesty	শালীনতা
Monson	মৌসুমি বায়ু	Mysticism	মরমিবাদ
Make up	রূপসজ্জা	Method	প্রণালি, পদ্ধতি
Mayor	নগরপাল	Memo	স্মারক

বিদেশি শব্দ	পরিভাষা	বিদেশি শব্দ	পরিভাষা
Nemesis	নিয়তি	Nutrition	পুষ্টি
Notification	প্রজ্ঞাপন	Nautical	নৌ
Nebula	নীহারিকা	Nocturnal	নিশাচর
Navy	নৌবাহিনী	Notice	বিজ্ঞপ্তি
Note	তথ্য, মন্তব্য	Nominee	মনোনীত ব্যক্তি
Out post	ফাঁড়ি	Oath	শপথ
Ore	আকরিক	Osteology	অস্থিবিজ্ঞান
Occupation	পেশা	Orion	কালপুরুষ
Plebiscite	গণভোট	Postpone	মুলতবি রাখা
Philology	ভাষাবিদ্যা	Pioneer	পথিকৃৎ, অগ্রণী
Quarterly	ত্রৈমাসিক	Quotation	মূল্যজ্ঞাপন
Quack	হাতুড়ে	Quota	যথাংশ
Revenue	রাজস্ব	Robot	যন্ত্রমানব
Referendum	গণভোট	Rank	পদমর্যাদা
Secondary	মাধ্যমিক	Regiment	সৈন্যদল
Sanction	অনুমোদন	Suggestion	দিক-নির্দেশনা
Salary	বেতন	Supervisor	তত্ত্বাবধায়ক
Sestet	ষটক (ছন্দ)	Specialist	বিশেষজ্ঞ
Subjudice	বিচারাধীন	Subsidy	ভতুর্কি
Statue	প্রতিমূর্তি	Sovereignty	সার্বভৌমত্ব
Scheme	পরিকল্প	Script	উত্তরপত্র
Suit	মামলা	Suite	প্রকোষ্ঠ
Savagery	অসভ্যতা	Surrealism	পরাবাস্তববাদ
Tenancy	প্রজাস্বত্ব	Trustee	অছি
Terminal	প্রান্তিক	Token	প্রতীক
Tripod	টিপাই	Tariff	শুল্ক
Transitional	ক্রান্তিকালীন	Union	সংঘ
Tribunal	ন্যায়পীঠ	Usage	প্রথা
Ultimatum	চরমপত্র	Unskilled	অদক্ষ
Unnatural	অস্বাভাবিক	Useful	উপযোগী
Uniform	উর্দি	Unclaimed	বেওয়ারিশ
Up-to-date	হালনাগাদ	Vocabulary	শব্দকোষ
Volcano	আগ্নেয়গিরি	Volunteer	স্বেচ্ছাসেবী
Vehicle	গাড়ি, যান	Vacation	অবকাশ; ছুটি
Vocation	কারিগরি	Valid	সিদ্ধ, বৈধ
Worship	উপাসনা	Witness	সাক্ষী
Walk-out	বর্জন	Warrent	পরোয়ানা
White paper	শ্বেতপত্র	X-Ray	রঞ্জনরশ্মি
X-mas day	বড়দিন	Yolk	কুসুম
Year-Book	বর্ষপঞ্জি	Zodiac	রাশিচক্র
Zeal	সতেজতা	Zone	অঞ্চল
Zenith	সুবিন্দু	Zigzag	আঁকাবাঁকা

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'anonymous' এর বাংলা–
Ⓐ অনামা Ⓑ অজ্ঞাতনামা
Ⓒ এলেমেলো Ⓓ রাগান্বিত
Ans: B

02. 'Housing' এর পরিভাষা–
Ⓐ আবাস Ⓑ আবাসন
Ⓒ বাস Ⓓ নিবাস
Ans: B

03. 'Forgery' শব্দের বাংলা পরিভাষা–
Ⓐ ফৌজদারি Ⓑ জালিয়াতি
Ⓒ বলপ্রয়োগকারী Ⓓ দালালি
Ans: B

04. 'Blocade' এর পরিভাষা–
Ⓐ অবলোপ Ⓑ প্রতিরোধ
Ⓒ প্রতিবন্ধক Ⓓ অবরোধ
Ans: D

05. 'Hypothesis' এর পরিভাষা–
Ⓐ দিগন্ত Ⓑ অনুমান
Ⓒ প্রান্তিক Ⓓ গবেষণা
Ans: B

06. 'Context' এর অর্থ–
Ⓐ সংসর্গ Ⓑ মূল পাঠ
Ⓒ উপসংহার Ⓓ প্রসঙ্গ
Ans: D

07. 'Coating' এর পরিভাষা–
Ⓐ চিহ্নায়ন Ⓑ নিয়োগপত্র
Ⓒ মামলাবাজ Ⓓ আবরণ
Ans: D

08. 'Vivid' শব্দের বঙ্গানুবাদ হলো–
Ⓐ বিবিধ Ⓑ প্রাণবন্ত
Ⓒ বিস্তৃত Ⓓ ব্যাপ্ত
Ans: B

09. 'Ambiguous' এর পরিভাষা–
Ⓐ উভয়বলতা Ⓑ উভবল
Ⓒ উভচর Ⓓ দ্ব্যর্থক
Ans: D

10. 'Vertical' শব্দের পরিভাষা–
Ⓐ অনুভূমিক Ⓑ উচ্চতা
Ⓒ উল্লম্ব Ⓓ দেয়াল
Ans: C

11. 'Amplitude' এর পরিভাষা–
Ⓐ বিস্তৃতি Ⓑ ভাগ
Ⓒ প্রসারিত Ⓓ বিস্তার
Ans: D

12. 'Millennium' এর পরিভাষা–
Ⓐ অব্দ Ⓑ শতাব্দ
Ⓒ সহস্রাব্দ Ⓓ শকাব্দ
Ans: D

13. 'For good' এর পরিভাষা–
Ⓐ ক্ষণতরে Ⓑ গড়িমসি
Ⓒ ভালো হওয়া Ⓓ চির তরে
Ans: D

14. 'Null and void' এর বাংলা অনুবাদ–
Ⓐ নিরপেক্ষ Ⓑ মামুলি
Ⓒ পালা বদল Ⓓ বাতিল
Ans: D

15. 'Phonetics' শব্দের পরিভাষা–
Ⓐ ধ্বনিবাদ Ⓑ ধ্বনিবিজ্ঞান
Ⓒ ধনিবিদ্যা Ⓓ ধনবিদ্যা
Ans: B

16. 'Charter' শব্দের বাংলা পরিভাষা–
Ⓐ বিজ্ঞপ্তি Ⓑ সনদ
Ⓒ ভাষ্য Ⓓ নথিপত্র
Ans: B

ব্যাকরণ অংশ অধ্যায় ৯ অনুবাদ (Translation)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ সংজ্ঞা : ইংরেজি শব্দ Translation এর বাংলা প্রতিশব্দ অনুবাদ। অপর পরিভাষা হিসেবে 'তরজমা' শব্দটিও বহুল প্রচলিত। ভাষান্তর বা ভাষান্তরকরণকে অনুবাদ বলে। অর্থাৎ অনুবাদ হলো এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর।

✎ প্রকারভেদ : অনুবাদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা :
ক. আক্ষরিক অনুবাদ (Literal Translation)
খ. ভাবানুবাদ (Faithful Rendering)

✎ অনুবাদের বৈশিষ্ট্য :
১. অনুবাদের পারদর্শিতা ভাষান্তরের উপর নির্ভরশীল।
২. ক্রিয়ার কাল অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা যায় না।
৩. অনুবাদ জ্ঞানচর্চার সহায়ক।
৪. পরিভাষার অনুপস্থিতিতে অনুবাদে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা যায়।
৫. অনুবাদ কোন ধরনের হবে তা ভাবের উপর নির্ভর করে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ অনুবাদের নমুনা

- A beggar has nothing to lose– ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয়।
- A bolt from the blue– বিনা মেঘে বজ্রপাত।
- A hungry fox is an angry fox- পেটে গেলে, পিঠে সয়।
- A primrose on a dunghill– গোবরে পদ্মফুল।
- Barking dogs seldom bite– যত গর্জে তত বর্ষে না।
- Beat about the bush– অন্ধকারে ঢিল মারা।
- Beggars must not be choosers – ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।
- Beggars on horseback will ride to the devil– গরিবের ঘোড়া রোগ।
- Carry coal to Newcastle– তেলে মাথায় তেল দেওয়া।
- Cast pearls before swine– উলু বনে মুক্তা ছড়ানো।
- Cheap goods are dear in long run– সস্তার তিন অবস্থা।
- Dangers do not come alone– বিপদ কখনো একা আসে না।
- Death keeps no calendar– মৃত্যু বলে কয়ে আসে না।
- Devil would not listen to the scripture– চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি।
- Empty vessels sound much– খালি কলস বাজে বেশি।
- Everyman is for himself– চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
- Experience teaches us caution– ন্যাড়া একবারই বেলতলা যায়।
- Fair words butter no par ships– মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজে না।
- Faith will move mountains– বিশ্বাস পাহাড়কেও টলায়।
- Fifth columnist– ঘরের শত্রু বিভীষণ।
- Fortune favours the brave– বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা।
- Grapes are sour– পান না তাই খান না।
- Grasp all, lose all– অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।
- Great boast, small roast– ফ্যান দিয়ে ভাত খায়, গল্প করে দই।
- Handsome is that handsome does– রূপে কালো, গুণে আলো।
- Heart alone buys heart– কেবল মন দিয়েই মন জয় করা যায়।

CamScanner

- Ill got, ill spent– পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।
- Ill news runs apace– দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছড়ায়।
- It is all for the best– ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।
- Keep the shop and the shop will keep thee– যাকে রাখ সেই রাখে।
- Knowledge is power– জ্ঞানই বল।
- Knowledge rules the world– জ্ঞানই রাজত্ব করে / জ্ঞানই বল।
- Lend your money and lose your friend– টাকায় বন্ধুত্ব নষ্ট হয়।
- Leopard cannot change its spots– স্বভাব যায় না মরলে।
- Make a mountain of a molehill– তিলকে তাল করা।
- Make hay while the sun shines– ঝোপ বুঝে কোপ মারা।
- Many a little makes a mickle– দশের লাঠি, একের বোঝা।
- No pains, no gains– দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
- None can control a woman's tongue– অবলার মুখই বল।
- None but the brave deserve the fair– বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।
- Oil your own machine– নিজের চরকায় তেল দাও।
- Old habits die hard– পুরোনো অভ্যাস যেতে চায় না।
- One nail drives another– কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
- One raven will not pluck another's eye– কাকের মাংস কাকে খায় না।
- One sows, another reaps– কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।
- Pain is forgotten where gain follows- পেটে গেলে পিঠে সয়।
- Pair of devoted friends– অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয়।
- Pride goes before a fall/destruction– অতি দর্পে হত লঙ্কা।
- Quit not certainty for hope– অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিত পরিত্যাগ করিও না।
- Riches have wings– লক্ষ্মী চঞ্চলা।
- Rob peter to pay Paul– গরু মেরে জুতা দান।
- Soon ripe, soon rotten- ইঁচড়ে পাকলে গোল্লায় যায়।
- Speak plain and spare neon– স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বল।
- Still waters run deep– গভীর জল ধীরে বয়।
- Strike the iron while it is hot– ঝোপ বুঝে কোপ মার।
- Strike while the iron is hot– সুবিধা হারালে আর পাওয়া যায় না।
- Sue a beggar and get a louse– ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।
- The ass of a king is still but an ass– গাধা গাধাই, হোক সে রাজার গাধা।
- The boot is on the wrong leg– উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে।
- The cat is out of the bag– হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল।
- The more laws, the more offenders– বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।
- Tit for tat– ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়।
- United we stand, divided we fall/ Unity is strength, disruption is ruin– একতায় উত্থান, বিভেদে পতন।
- Virtue always triumphs– যতো ধর্মস্ততো জয় / যথা ধর্ম তথা জয়।
- Virtue thrives best in adversity– বিপদের মধ্যে গুণের পরীক্ষা হয়।
- Virtue proclaims itself– ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
- Waste not, want not– অপচয় করো না, অভাব হবে না।
- Wishes never fill the bag– শুধু কথায় পেট ভরে না
- What God wills no frost can kill– রাখে আল্লাহ্ মারে কে?
- Who is to bell the cat?– মেও ধরে কে?/ ঘণ্টাটা বাঁধবে কে?
- You cannot make a silk purse out of a sow's car– আমড়া গাছে আম হয় না।

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'A bolt from the blue' এর সমার্থক বাংলা প্রবাদ হলো–
Ⓐ যত গর্জে তত বর্ষে না Ⓑ বিনা মেঘে বজ্রপাত
Ⓒ লঘুপাপে গুরু দণ্ড Ⓓ ছাই ফেলতে ভাঙাকুলা **Ans B**

02. One swallow does not make a summer এর অর্থ কী?
Ⓐ এক হাতে তালি বাজে না Ⓑ এক মাঘে শীত যায় না
Ⓒ ভাগ্যের মা গঙ্গা পায় না Ⓓ বিপদ কখনও একা আসে না **Ans B**

03. The singer has a very sonorous voice. বাক্যটির বঙ্গানুবাদ–
Ⓐ গায়কটি উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী Ⓑ গায়কের কণ্ঠ খুব সুরেলা
Ⓒ গায়কের গানের গলা খুব মিষ্টি Ⓓ গায়কটি খুব ভালো গায় **Ans B**

04. 'Fair weather friends.' এর কাছাকাছি বাংলা প্রবচন কোনটি?
Ⓐ দুধের মাছি Ⓑ ধামাধরা মানুষ
Ⓒ পিরিত বিনে সুহৃদ নাই Ⓓ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই **Ans A**

05. 'To speak ill of others is a sin.' এ বাক্যের ঠিক অনুবাদ কোনটি?
Ⓐ অপরের নিন্দা করো না Ⓑ কারো নিন্দা করতে হয় না
Ⓒ অপরের নিন্দা করা পাপ Ⓓ কারো নিন্দা করলে পাপ হয় **Ans C**

06. 'Carrying Coals to Newcastle.' এর ঠিক অর্থ–
Ⓐ যার আছে তাকেই দেওয়া Ⓑ অর্থহীন সাহায্য
Ⓒ বিপদে সাহায্য করা Ⓓ কয়লা খনিতে কয়লা পাঠানো **Ans A**

07. 'It culminated into failure.' এ বাক্যটির ঠিক অনুবাদ হলো–
Ⓐ এটা ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠলো Ⓑ এটা ব্যর্থতারই নামান্তর
Ⓒ এটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো Ⓓ এটা ব্যর্থতাকে রুখে দিল **Ans C**

08. 'He shed crocodile tears.'–
Ⓐ সে কুমিরের মতো কাঁদল Ⓑ সে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করল
Ⓒ সে মায়াকান্না কাঁদল Ⓓ সে খামাখা চোখের জল ফেলল **Ans C**

09. 'He is a man of the world.' এর বঙ্গানুবাদ–
Ⓐ তিনি বিশ্ববিখ্যাত লোক Ⓑ তিনি পৃথিবীর লোক
Ⓒ তিনি বিষয়ী লোক Ⓓ তিনি সম্পদশালী লোক **Ans C**

10. 'He called me names' এর অনুবাদ–
Ⓐ সে আমাকে নাম ধরে ডাকল Ⓑ সে আমার নাম স্মরণ করল
Ⓒ সে আমার নামে নিন্দা করল Ⓓ সে আমাকে গাল দিল **Ans D**

11. 'There was once a bald-headed man.' বাক্যটির বঙ্গানুবাদ–
Ⓐ এক ছিল নির্বোধ লোক Ⓑ এক ছিল অজ্ঞ লোক
Ⓒ এক ছিল টেকো লোক Ⓓ এক ছিল জ্ঞানী লোক **Ans C**

12. 'It takes two to make a quarrel.' বাক্যের যথাযথ বঙ্গানুবাদ–
Ⓐ এক হাতে তালি বাজে না Ⓑ দুই হাতে তালি বাজে
Ⓒ বিবাদ তৈরিতে দুজন লাগে Ⓓ দুই জনে ঝগড়া হয় **Ans A**

13. The fire is out. বাক্যটির বাংলা অনুবাদ
Ⓐ আগুন ছড়িয়ে পড়েছে Ⓑ আগুন নিভে গেছে
Ⓒ আগুন এখন বাইরে Ⓓ বাইরে আগুন **Ans B**

14. The girl is possessed. এর যথাযথ বাংলা অনুবাদ–
Ⓐ মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা Ⓑ মেয়েটি রোগগ্রস্ত
Ⓒ মেয়েটি বিপদগ্রস্ত Ⓓ মেয়েটি ভূতাবিষ্ট **Ans D**

15. The wind suddenly dropped. বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ–
Ⓐ বাতাস পড়ে গেল। Ⓑ বাতাসটা কমে গেল।
Ⓒ হঠাৎ বাতাস কমে গেল। Ⓓ হঠাৎ স্তব্ধতা নেমে এল। **Ans C**

16. 'After meat comes mustered.' এর অর্থ–
Ⓐ সুখের পর দুঃখ আসে Ⓑ কষ্টে কেষ্ট মেলে
Ⓒ নুন আনতে পান্তা ফুরায় Ⓓ যত গর্জে তত বর্ষে না **Ans C**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ব্যাকরণ অংশ

অধ্যায় ১০ বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ব্যাকরণে শুধু মানুষের মুখনিঃসৃত অর্থবোধক আওয়াজকেই– 'ধ্বনি' বলে। **ভাষার মূল উপাদান– ধ্বনি।**
- পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনি এক প্রয়াসে ও দ্রুত উচ্চারিত হয়ে যদি একটি যুক্ত ধ্বনিতে রূপ নেয়, তাকে– **যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। যেমন : অ + উ = অউ (বউ), অ + ও = অও (অও) ইত্যাদি।**
- বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা– **পঁচিশটি।**
- বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক ধ্বনি ও বর্ণ দুটি। যথা : i. ঐ (অ + ই) ii. ঔ (অ + উ)
- যৌগিক স্বরধ্বনির ভিন্ন নাম আছে। যেমন : দ্বিস্বর, সন্ধিস্বর, দ্বৈতস্বর, সন্ধ্যক্ষর, মিশ্র স্বরধ্বনি ও সংযুক্ত স্বরধ্বনি।
- জিহ্বার দু'পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে– **পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। পার্শ্বিক ধ্বনি : 'ল'। একে আবার তরল ধ্বনিও বলা হয়।**
- তাড়নজাত ধ্বনি ('ড়', 'ঢ়') জিহ্বার উল্টো পিঠের দ্বারা ওপরের দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয়।
- কম্পনজাত ধ্বনি ('র') জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং দন্তমূলকে একাধিক বার আঘাত করে উচ্চারিত হয়।
- বাংলা বর্ণমালায় অর্ধ-স্বরধ্বনি ৪টি। যথা : ই, উ, এ(য়) এবং ও। যেমন : বই, ঘেউ, খায়, নাও ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ ছক আকারে দেখানো হলো :

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

- **স্পর্শধ্বনি :** 'ক - ম' পর্যন্ত মোট ২৫টি ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলা হয়।
- **অঘোষ ধ্বনি :** অঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি। যেমন : (ক + খ)।
- **ঘোষ ধ্বনি :** ঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয়। বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনি। যেমন : (গ + ঘ)।
- **অল্পপ্রাণ ধ্বনি :** অল্পপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপ কম থাকে। যেমন : (ক + গ + ঙ)।
- **মহাপ্রাণ ধ্বনি :** মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপ বেশি থাকে। বর্গের ২য় + ৪র্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন : (খ + ঘ)।
- **উষ্মধ্বনি :** উচ্চারণের সময় বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত এবং শিশধ্বনির সৃষ্টি করে বলে এদেরকে উষ্মধ্বনি বলে। **উষ্মধ্বনি** ৪টি। যথা : শ, ষ, স, হ। এ ধ্বনিগুলোকে আবার উষ্মবর্ণও বলা হয়। উষ্ম বর্ণের মধ্যে শ, ষ, স-কে শিশধ্বনি বলে এবং 'হ' হচ্ছে উষ্ম ঘোষ ধ্বনি।
- ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলে। যেমন : অ, ক ইত্যাদি।

উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজন

ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
ক, খ, গ, ঘ, ঙ	জিহ্বামূল	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, শ, য, য়	অগ্রতালু	তালব্য বর্ণ
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ষ, র, ড়, ঢ়	পশ্চাৎ দন্তমূল	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	অগ্র দন্তমূল	দন্ত্য বর্ণ
প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ

- **অক্ষর :** এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বলা হয় অক্ষর। যেমন : বন্ধন = বন্ + ধন্। এখানে ২টি অক্ষর আছে।
- **স্বরান্ত বা মুক্তাক্ষর :** যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে স্বরান্ত বা মুক্তাক্ষর বলে। যেমন : চলো = চ + লো।
- **ব্যঞ্জনান্ত বা বদ্ধাক্ষর :** যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় না, তাকে ব্যঞ্জনান্ত বা বদ্ধাক্ষর বলে। যেমন : চল্ = চ + ল্।
- **বর্ণ :** 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাধা শব্দই ভাষার ইট।' এখানে 'ইট' হচ্ছে 'কথা'।—— —— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- নাসিক্য বর্ণকে অনুনাসিক বা সানুনাসিকও বলা হয়। **নাসিক্য বর্ণ : ৫টি। যথা :** ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।
- **নিলীন বর্ণ :** 'অ' বর্ণটিকে 'নিলীন' বর্ণ বলা হয়। কারণ 'অ' স্বরবর্ণটির কোনো 'কার' বা সংক্ষিপ্ত রূপ নেই।
- **অন্তঃস্থ বর্ণ :** ৪টি। যথা : য, র, ল, ব।
- **পরাশ্রয়ী বর্ণ :** বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণ তিনটি। যথা : ং, ঃ, ঁ।
- **খণ্ড-ত (ৎ) :** খণ্ড-ত (ৎ) কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্ - চিহ্ন যুক্ত 'ত্' এর রূপভেদ মাত্র।
- **কার :** স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'কার' বলে। বাংলা বর্ণমালায় 'কার' ১০টি। যথা : আ = া, ই = ি, ঈ = ী, উ = ু, ঊ = ূ, ঋ = ৃ, এ = ে, ঐ = ৈ, ও = ো, ঔ = ৌ।
- **ফলা :** ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে 'ফলা'। বাংলা বর্ণমালায় 'ফলা' ৬টি। যথা : ন, ম, ব, ল, র, য।

বর্ণের মাত্রাবিষয়ক তথ্য :

বিষয়	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	সংখ্যা
বর্ণের সংখ্যা	১১টি	৩৯টি	৫০টি
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৬টি	২৬টি	৩২টি
অর্ধমাত্রার বর্ণ	১টি (ঋ)	৭টি	৮টি
মাত্রাহীন বর্ণ	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)	৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)	১০টি

স্বরবর্ণের প্রকারভেদ ছক আকারে দেখানো হলো :

বর্ণ/স্বরের নাম	সংখ্যা	স্বরবর্ণ
হ্রস্ব স্বর	৪টি	অ, ই, উ, ঋ
দীর্ঘ স্বর	৭টি	আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ
মৌলিক স্বর	৭টি	অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা
যৌগিক স্বর	২টি	ঐ (অ + ই), ঔ (অ + উ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নিচের কোন ধ্বনি বাংলায় নেই?
Ⓐ ওষ্ঠ্য Ⓑ দন্তৌষ্ঠ্য
Ⓒ তালব্য Ⓓ মূর্ধন্য **Ans B**

02. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত?
Ⓐ ১১ টি Ⓑ ৭ টি
Ⓒ ৮ টি Ⓓ ৯ টি **Ans B**

03. বাংলা বর্ণমালাভুক্ত 'ঐ' এবং 'ঔ' হচ্ছে–
Ⓐ মৌলিক ধ্বনি Ⓑ যৌগিক ধ্বনি
Ⓒ যৌগিক বর্ণ Ⓓ দ্বিলেখ **Ans C**

04. কোনটি একাক্ষর শব্দ?
Ⓐ কাকা Ⓑ চাচা
Ⓒ ভাই Ⓓ বোনাই **Ans C**

05. জিবের ডগা আর উপর-পাটি দাঁতের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয়–
Ⓐ গ, ঘ Ⓑ জ, ঝ
Ⓒ ট, ঠ Ⓓ ত, থ **Ans D**

06. দন্তমূলের শেষাংশ ও জিহ্বার সহযোগে সৃষ্ট ধ্বনি–
Ⓐ ঘ Ⓑ ঝ
Ⓒ ঢ Ⓓ ভ **Ans C**

07. মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে–
Ⓐ অভিকর্ষ Ⓑ অভিশ্রুতি
Ⓒ ক্ষীণায়ন Ⓓ বিপ্রকর্ষ **Ans C**

08. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলে–
Ⓐ বর্ণ Ⓑ শব্দ
Ⓒ উপসর্গ Ⓓ অক্ষর **Ans A**

09. পাশাপাশি অবস্থিত এবং উচ্চারিত দুটি স্বরের যুক্ত রূপকে বলা হয়–
Ⓐ পরাশ্রয়ী স্বর Ⓑ অর্ধস্বর
Ⓒ সন্ধ্যক্ষর Ⓓ যুক্তাক্ষর **Ans C**

10. ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ কোনটি?
Ⓐ ঢ Ⓑ ড
Ⓒ ণ Ⓓ প **Ans A**

11. 'চন্দ্রবিন্দু' মূলত কীসের পরিবর্তিত রূপ–
Ⓐ ঘর্ষণ বর্ণের Ⓑ বর্গীয় বর্ণের
Ⓒ অনুনাসিক ধ্বনির Ⓓ সর্বনামের **Ans C**

12. পার্শ্বিক ধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
Ⓐ হ Ⓑ র
Ⓒ ল Ⓓ ষ **Ans C**

13. ধ্বনিবিদ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা মূল স্বরধ্বনির তালিকায় যে নতুন স্ব ধ্বনিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটি–
Ⓐ অ্যা ধ্বনি Ⓑ ও ধ্বনি
Ⓒ য় ধ্বনি Ⓓ উ ধ্বনি **Ans A**

14. একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কী বলে?
Ⓐ স্বর-সঙ্গতি Ⓑ যৌগিক স্বর
Ⓒ অভিশ্রুতি Ⓓ মধ্যস্বর **Ans B**

15. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঔ' ধ্বনির সৃষ্টি হয়?
Ⓐ অ এবং ই Ⓑ এ এবং ই
Ⓒ অ এবং উ Ⓓ উ এবং ই **Ans C**

16. কোন দুটি মূল স্বরধ্বনি নয়?
Ⓐ ও, অ Ⓑ আ, ই
Ⓒ ই, উ Ⓓ ঐ, ঔ **Ans D**

17. 'ম' এর উচ্চারণ স্থান–
Ⓐ নাক Ⓑ তালু
Ⓒ ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র Ⓓ ওষ্ঠ্য **Ans C**

18. বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা হয়?
Ⓐ ৪ ভাগে Ⓑ ৩ ভাগে
Ⓒ ৫ ভাগে Ⓓ ২ ভাগে **Ans D**

19. নিচের কোন বর্ণগুলো কখনো শব্দের প্রথমে আসে না?
Ⓐ ঙ ং ঞ ণ Ⓑ ন ঝ ধ ঙ
Ⓒ থ ন ধ Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans A**

ব্যাকরণ অংশ অধ্যায় ১১ যুক্তব্যঞ্জন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ **যুক্তব্যঞ্জন :** যুক্তব্যঞ্জন, যুক্তাক্ষর মূলত লিখিত ভাষার রূপ থেকে গৃহীত হয়েছে। মুখের ভাষায় যুক্তব্যঞ্জনের পৃথক ধারণা নেই। দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির ভেতরে যদি কোনো স্বরধ্বনি না থাকে, তখন সেই ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি একত্রে লেখা হয় এবং তখন তাকে যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে। যেমন : বক্তা = ব্ + অ + ক্ + ত্ + আ। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ 'ক + ত' এর মূল রূপ পরিবর্তিত হয়ে 'ক্ত' হয়েছে।

✍ যুক্তবর্ণের দুটি রূপ আছে। যথা :

i. স্বচ্ছ রূপ : ঙ্খ (ঙ্ + খ), স্ত (স্ + ত), ব্দ (ব্ + দ)।

ii. অস্বচ্ছ রূপ : ঙ্ক (ঙ্ + ক), ক্ষ (ক্ + ষ), হ্ম (হ্ + ম), ত্থ (ত্ + থ), ষ্ণ (ষ্ + ণ), জ্ঞ (জ্ + ঞ)।

✍ বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন : সন্ন্যাস, সূক্ষ্ম, রুক্মিণী, সন্ধ্যা ইত্যাদি।

যুক্তব্যঞ্জন গঠন ও শব্দের প্রয়োগ

যুক্ত ব্যঞ্জন	গঠন	শব্দে প্রয়োগ	যুক্তব্যঞ্জন	গঠন	শব্দে প্রয়োগ
ণ্ড	ণ্ + ড	কাণ্ড	ন্ধ	ন্ + ধ	অন্ধ
ন্ড	ন্ + ড	ভান্ডার	ব্ধ	ব্ + ধ	উপলব্ধি
ত্র	ত্ +র	নেত্র	হ্ণ	হ্ + ণ	পূর্বাহ্ণ
ত্রু	ত্ + র্ + উ	ত্রুটি	হ্ন	হ্ + ন	আহ্নিক
ভ্রূ	ভ্ + র্ + ঊ	ভ্রূভঙ্গি	হ্য	হ্ + য	ঐতিহ্য
ষ্ম	ষ্ + ম	গ্রীষ্ম	গ্ন	গ্ + ন	অগ্নি
ষ্ণ	ষ্ + ণ	তৃষ্ণা	ন্থ	ন্ + থ	মন্থর
দ্য	দ্ + য	গদ্য	স্থ	স্ + থ	দুস্থ
স্র	স্ + র	সহস্র	স্ক	স্ + ক	পুরস্কার
ত্ম	ত্ + ম	মহাত্মা	ষ্ক	ষ্ + ক	পরিষ্কার
ট্ট	ট্ + ট	অট্টহাসি	ন্তু	ন্ + ত্ + উ	কিন্তু

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

যুক্ত ব্যঞ্জন	গঠন	শব্দে প্রয়োগ	যুক্তব্যঞ্জন	গঠন	শব্দে প্রয়োগ
ট্র	ট্ + র	ট্রেন	স্তু	স্ + ত্ + উ	প্রস্তুত
ম্ফ	ম্ + ফ	উল্লম্ফ	ণ্ন	ণ্ + ন	বিষণ্ন
ক্ব	ক্ + ব	নিক্বণ	ম্ন	ম্ + ন	নিম্ন
ক্ষ	ক্ + ষ	ভিক্ষুক	ম্ম	ম্ + ম	সম্মান
হ্ম	হ্ + ম	ব্রাহ্মণ	ন্ম	ন্ + ম	উন্মথিত
জ্ঞ	জ্ + ঞ	বিজ্ঞান	গ্ন	গ + ন	বিগ্ন
ঞ্জ	ঞ্ + জ	গঞ্জনা	ক্ষ্ম	ক্ + ষ + ম	সূক্ষ্ম
ঞ্চ	ঞ্ + চ	অঞ্চল	হৃ	হ্ + ঋ	হৃদয়
ঞ্ছ	ঞ্ + ছ	লাঞ্ছনা	রূ	র্ + ঊ	রূপক

যুক্ত ব্যঞ্জন	গঠন	শব্দে প্রয়োগ	যুক্তব্যঞ্জন	গঠন	শব্দে প্রয়োগ
ঞ্ঝ	ঞ্ + ঝ	ঝঞ্ঝাট	ঙ্গ	ঙ্ + গ	গঙ্গা
ত্ত	ত্ + ত	উত্তাল	ঙ্ক	ঙ্ + ক	শঙ্কা
ক্ত	ক্ + ত	ভক্তি	দ্ব	দ্ + ব	সদ্ব্যবহার
ত্ম	ত্ + ম	আত্মীয়	দ্ধ	দ্ + ধ	উদ্ধার
ক্র	ক্ + র	ক্রন্দন	গ্ধ	গ্ + ধ	দগ্ধ
ত্থ	ত্ + থ	অশ্বত্থ	ক্স	ক্ + স	বাক্স

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'দ্ম' যুক্তবর্ণটি ভাঙলে কোন কোন বর্ণ পাওয়া যায়?
Ⓐ দ + দ Ⓑ দ্ + ম
Ⓒ হ্ + ম Ⓓ ম + ম Ans Ⓑ

02. 'ঞ্ঝ' যুক্তবর্ণটি ভাঙলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়?
Ⓐ ঝ + ঞ Ⓑ ঞ + জ
Ⓒ জ + ঞ Ⓓ ঞ + ঝ Ans Ⓓ

03. 'ত্ত্ব' যুক্তবর্ণটি কোন বর্ণের সংযোগে গঠিত হয়েছে?
Ⓐ ত + উ + ব Ⓑ ত্ + ত্ + ব
Ⓒ ত + ব + উ Ⓓ ত + ত + উ Ans Ⓑ

04. 'ষ্ক্র' এর বিশ্লিষ্ট রূপ–
Ⓐ ক্ + ষ Ⓑ ক্ + ষ + র + ক
Ⓒ ক্ + ষ + র Ⓓ ষ্ + ক্ + র Ans Ⓓ

05. 'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
Ⓐ ক্ + ষ Ⓑ ক + খ
Ⓒ ষ + ক Ⓓ খ + ক Ans Ⓐ

06. 'ম্ভ্র' যুক্তাক্ষরটি কোন দুটি বর্ণের সংযোগে জাত?
Ⓐ ম্ + ব Ⓑ ম্ + ভ + ঋ
Ⓒ ভ্ + ম + র Ⓓ ম্ + ভ্ + র Ans Ⓓ

07. যে যে বর্ণের সমন্বয়ে 'ন্ত্র' যুক্তবর্ণটি গঠিত হয়েছে–
Ⓐ ন্ + ত্ + র Ⓑ ত্ + ন + র
Ⓒ ন্ + ত + ঋ Ⓓ ত্ + ঋ + ন Ans Ⓐ

08. 'মুগ্ধ' শব্দের যুক্তবর্ণের শুদ্ধ রূপ কোনটি?
Ⓐ গ্ + ধ Ⓑ গ + দ
Ⓒ ধ + গ Ⓓ গ + দ্দ Ans Ⓐ

09. নিচের কোনটি একটি যুক্তাক্ষর?
Ⓐ ঐ Ⓑ ই
Ⓒ ষ্ণ Ⓓ কোনোটিই নয় Ans Ⓒ

10. 'ত্ম' কে ভাঙলে কোনটি হয়?
Ⓐ ম + ত Ⓑ ত্ + ম
Ⓒ ত + ত Ⓓ ত + ব Ans Ⓑ

11. 'কৃষ্ণ' শব্দের যুক্তাক্ষরটি কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত?
Ⓐ ষ্ + ণ Ⓑ ষ + ন
Ⓒ ষ + ঞ Ⓓ ষ + ঙ Ans Ⓐ

12. ভুল সংযুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ কোনটি?
Ⓐ হ্ন = হ্ + ন Ⓑ হ্ণ = হ্ + ন
Ⓒ ঞ্জ = ঞ + জ্ Ⓓ জ্ঞ = জ্ + ঞ Ans Ⓑ

13. যথাক্রমে 'ট্ট' এবং 'হ্ন' এর বিশ্লিষ্ট রূপ–
Ⓐ ট্ + য, ঞ + ণ Ⓑ ট + ɾ, হ + ণ
Ⓒ ট্ + ট, হ্ + ন Ⓓ ট + ঠ, হ + ন Ans Ⓒ

14. 'ঞ্চ' এর বিশ্লিষ্ট রূপ–
Ⓐ চ্ + ঞ Ⓑ ঞ্ + চ
Ⓒ ঞ্ + জ Ⓓ জ্ + ঞ Ans Ⓑ

15. 'স্প্র' যুক্তবর্ণটির মধ্যে রয়েছে–
Ⓐ স্ + প্ + র Ⓑ স + প + ঋ
Ⓒ প + স + র Ⓓ র + প + স Ans Ⓐ

16. 'হ্ম' যুক্তবর্ণটির বিশ্লেষিত রূপ কোনটি?
Ⓐ ক + ষ Ⓑ ম + হ
Ⓒ হ্ + ম Ⓓ ক্ষ + ম Ans Ⓒ

17. নিচে বাংলা ব্যঞ্জন ভুলভাবে যুক্ত হয়েছে–
Ⓐ ক্ষ– ক্ + ষ Ⓑ হ্ম– হ্ + ম
Ⓒ ত্ম– ত্ + ন Ⓓ জ্ঞ– জ্ + ঞ Ans Ⓒ

18. 'হ্ণ' যুক্তব্যঞ্জনের বিশ্লিষ্ট রূপ কোনটি?
Ⓐ হ্ + ম Ⓑ হ্ + ণ
Ⓒ হ্ + ন Ⓓ থ্ + ন Ans Ⓑ

19. অভিধানে 'ক্ষ' বর্ণ কোথায় থাকে?
Ⓐ 'খ' বর্ণের পরে Ⓑ 'ক' বর্ণের অন্তর্গত ভুক্তি হিসেবে
Ⓒ 'ষ' বর্ণের অন্তর্গত ভুক্তি হিসেবে Ⓓ 'হ' বর্ণের পরে Ans Ⓑ

20. 'ক্ষ্ম' এর বিশিষ্ট রূপ কী?
Ⓐ ক্ + খ + ম Ⓑ খ্ + থ + ম
Ⓒ খ্ + ক + ন Ⓓ ক্ + ষ + ম Ans Ⓓ

21. 'রন্ধ্র' শব্দের বর্ণগুলো হলো–
Ⓐ র + ন + ধ + র Ⓑ র + ণ + ধ + র
Ⓒ র + ণ + দ + র Ⓓ র + ন + দ + র Ans Ⓐ

22. 'উষ্ণ' শব্দের 'ষ্ণ' যুক্তাক্ষরের বিশ্লিষ্ট রূপ–
Ⓐ ষ্ + ঞ Ⓑ ষ্ + ম
Ⓒ ষ্ + ণ Ⓓ ষ্ + ন Ans Ⓒ

23. 'লাঞ্ছনা' শব্দের 'ঞ্ছ' এর বিশ্লিষ্ট বর্ণ কোন দুটি?
Ⓐ ঙ্ + ছ্ Ⓑ ন্ + ছ্
Ⓒ ঞ্ + ছ্ Ⓓ ণ্ + ছ্ Ans Ⓒ

24. 'জ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?
Ⓐ ঞ্ + জ Ⓑ ঞ্ + গ
Ⓒ জ্ + ঞ Ⓓ গ্ + ঞ Ans Ⓒ

25. 'ক্ষ, ষ্ণ ও হ্ন' তিনটি যুক্ত বর্ণের বিশ্লিষ্ট রূপ নির্দেশ কর–
Ⓐ ক্ + ষ, ষ্ + ঞ, হ্ + ণ Ⓑ ক্ + খ, ষ্ + ঞ, হ্ + ণ
Ⓒ ক্ + ষ, ষ্ + ণ, হ্ + ন Ⓓ খ্ + খ, ষ্ + ণ, হ্ + ন Ans Ⓒ

26. নিচের কোন যুক্তবর্ণে চারটি বর্ণের সংযোগ ঘটেছে?
Ⓐ ত্ত্য Ⓑ ভ্র
Ⓒ ক্ষ্ম্য Ⓓ ঞ্জু Ans Ⓒ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

27. 'বিজ্ঞান' শব্দটির 'জ্ঞ' সংযুক্ত ব্যঞ্জনে রয়েছে–
Ⓐ ঙ্ + গ Ⓑ জ্ + ঞ
Ⓒ গ্ + গ Ⓓ জ্ + ঙ
Ans Ⓑ

28. 'ঞ্ছ' যুক্তবর্ণটি–
Ⓐ ছ্ + ঞ এর মিলিত রূপ Ⓑ চ + ঞ এর মিলিত রূপ
Ⓒ ঞ + ঝ এর মিলিত রূপ Ⓓ ঞ্ + ছ এর মিলিত রূপ
Ans Ⓓ

29. 'ক্ষ' এর বিশ্লিষ্ট রূপ–
Ⓐ ক্ + ষ Ⓑ ক + খ + ষ
Ⓒ ক + হ + ম Ⓓ হ + ম
Ans Ⓐ

30. 'ত্থ' যুক্তবর্ণটি–
Ⓐ 'ত' ও 'ত' এর মিলিত রূপ Ⓑ 'ত' ও 'থ' এর মিলিত রূপ
Ⓒ 'থ' ও 'ত' এর মিলিত রূপ Ⓓ 'থ' ও 'থ' এর মিলিত রূপ
Ans Ⓑ

31. 'মনু' শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যায়–
Ⓐ ম্ + নু Ⓑ মন্ + উ
Ⓒ ম্ +অ + নু Ⓓ ম্ + অ + ন্ + উ
Ans Ⓓ

32. কোন কোন বর্ণের যুক্তরূপ 'ক্স'?
Ⓐ ক ও ক Ⓑ ক ও ـ
Ⓒ ক্ ও স Ⓓ ক ও ণ
Ans Ⓒ

ব্যাকরণ অংশ

অধ্যায় ১২

ধ্বনির পরিবর্তন (Sounds Change)

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূলধ্বনির যেসব পরিবর্তন ঘটে, তাকে ধ্বনির পরিবর্তন বলে। যেমন : শরীর > শরীল।

ধারাবাহিকভাবে ধ্বনির পরিবর্তনের নানা প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

০১. **স্বরাগম :** উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে স্বরাগম বলে।

ক. আদি স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন : স্টেশন > ইস্টিশন।

খ. মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি : সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলে মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন : প্রীতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম।

গ. অন্ত্য স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের শেষে স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন : বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি, কড়া > কড়াই, পোখ্‌ত > পোক্ত, নস্য > নস্যি।

০২. **অপিনিহিতি :** পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন : আজি > আইজ, চারি > চাইর, সাধু > সাউধ।

০৩. **অসমীকরণ :** একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনির আগমন হয় তখন তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন : অ + অ > আ, ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ, গপ + গপ > গপাগপ ইত্যাদি।

০৪. **স্বরসঙ্গতি :** একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মুলা > মুলো ইত্যাদি।

ক. প্রগত স্বরসঙ্গতি : পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : তুলা > তুলো, পূজা > পুজো, রূপা > রুপো, কুমড়া > কুমড়ো, ইচ্ছা > ইচ্ছে।

খ. মধ্য স্বরসঙ্গতি : আদি বা অন্ত্য স্বরধ্বনি দ্বারা বা উভয় স্বরধ্বনি দ্বারা মধ্যস্বর প্রভাবিত হলে, তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : জিলাপি > জিলিপি, ভিখারি > ভিখিরি, বিলাতি > বিলিতি, এখনি > এখুনি, হিসাবি > হিসিবি ইত্যাদি।

গ. পরাগত স্বরসঙ্গতি : পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে, তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : বিড়াল > বেড়াল, দেশি > দিশি, চিনা > চেনা, লিখা > লেখা, উঠা > ওঠা।

ঘ. অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি : আদি ও অন্ত্য উভয় স্বরধ্বনিই পরস্পরকে প্রভাবিত করে ভিন্ন স্বরধ্বনি সৃষ্টি করলে, তাকে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : মোজা > মুজো, পোষা > পুষ্যি ইত্যাদি।

০৫. **ধ্বনি বিপর্যয় :** শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান বিনিময়ের ফলে ধ্বনিগত যে অসংগতির সৃষ্টি হয়, তা-ই ধ্বনি বিপর্যয়। যেমন : বাক্‌স > বাসক, বারাণসী > বেনারসি, লোকসান > লোসকান, ডেস্ক > ডেস্‌ক, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল ইত্যাদি।

০৬. **বিষমীভবন :** দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন : শরীর > শরীল, লাল > নাল, তরবার > তরোয়াল, আরমারি > আলমারি ইত্যাদি।

০৭. **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন :** কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বা দ্বিত্ব ব্যঞ্জন। যেমন : পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল, একেবারে > এক্কেবারে, বড় > বড্ড।

০৮. **সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ :** দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন : বসতি > বস্‌তি, জানালা > জান্‌লা ইত্যাদি।

ক. আদিস্বর লোপ : শব্দের আদি স্বর লোপ হলে তাকে আদিস্বর লোপ বলে। যেমন : অলাবু > লাবু > লাউ, উদ্ধার > উধার > ধার ইত্যাদি।

খ. মধ্যস্বর লোপ : শব্দের মধ্যে স্বরলোপ হলে তাকে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন : অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ, গামোছা > গামছা।

গ. অন্ত্যস্বর লোপ : শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ হলে তাকে অন্ত্যস্বর লোপ বলে। যেমন : আজি > আজ, চারি > চার, আশা > আশ, সন্ধ্যা > সাঁঝ।

০৯. **সমীভবন :** শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্নধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন। যেমন : জন্ম > জম্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি।

ক. প্রগত সমীভবন : পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে পূর্ববর্তী ধ্বনির সদৃশরূপ প্রাপ্ত হলে তাকে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন : পক্ব > পক্ক, চক্র > চক্ক, পদ্ম > পদ্দ, চন্দন > চন্নন ইত্যাদি।

খ. পরাগত সমীভবন : পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী ধ্বনির সদৃশরূপ প্রাপ্ত হলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন : তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ, বদ + জাত > বজ্জাত, রাঁধ + না > রান্না ইত্যাদি।

গ. অন্যোন্য সমীভবন : পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় ধ্বনি পরস্পরকে প্রভাবিত করে অন্য একটি ধ্বনিতে সদৃশরূপে পরিবর্তিত হলে তাকে অন্যোন্য বা পারস্পরিক সমীভবন বলে। যেমন : সত্য > সচ্চ, বিদ্যা > বিজ্জা, তৎশক্তি > তচ্ছক্তি, উৎশৃঙ্খল > উচ্ছৃঙ্খল, কুৎসিত > কুচ্ছিত, বিশ্রী > বিচ্ছিরি, বৎসর > বচ্ছর ইত্যাদি।

১০. **ব্যঞ্জন বিকৃতি :** শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়, একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন : কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

১১. **ব্যঞ্জনচ্যুতি :** পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ হওয়াকে ব্যঞ্জনচ্যুতি বলে। যেমন : বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা, ঠাকুরদাদা > ঠাকুরদা, ভাই শ্বশুর > ভাশুর ইত্যাদি।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১২. **অন্তর্হতি :** পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন : ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা।

১৩. **অভিশ্রুতি :** অভিশ্রুতি অপিনিহিতির পরবর্তী পর্যায়। বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি (অপিনিহিতির 'ই' বা 'উ') পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে গেলে এবং তদানুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে, তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন : জালিয়া > জাইলা > জেলে, করিয়া > কইর্‌য়া > করে।

১৪. **র-কার লোপ :** আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন : তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে।

১৫. **হ-কার লোপ :** আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দু স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন : পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু > সাউ, আল্লাহ > আল্লা, শাহ্ > শা ইত্যাদি।

১৬. **য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি :** শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি-স্বর (যৌগিক-স্বর) না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ 'য়' (Y) বা অন্তঃস্থ 'ব' (W) উচ্চারণ হয়। এ অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি। যেমন : মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ : নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ?
Ⓐ বিলাতি > বিলিতি Ⓑ স্বপ্ন > স্বপন Ⓒ স্কুল Ⓓ ছোট্ট Ans Ⓑ

02. 'তলোয়ার > তরোয়াল' কীসের উদাহরণ?
Ⓐ ব্যঞ্জন বিকৃতি Ⓑ ব্যঞ্জনচ্যুতি Ⓒ ধ্বনি বিপর্যয় Ⓓ বিষমীভবন Ans Ⓒ

03. 'অলাবু > লাউ' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
Ⓐ স্বরলোপ Ⓑ স্বরাগম Ⓒ অসমীকরণ Ⓓ পরাগত Ans Ⓐ

04. 'ধরিয়া' থেকে 'ধরে' ধ্বনি-পরিবর্তনের কোন নিয়মে হয়েছে?
Ⓐ অন্তর্হতি Ⓑ অভিশ্রুতি Ⓒ সমীভবন Ⓓ স্বরসঙ্গতি Ans Ⓑ

05. 'ধার' শব্দটি যে ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত–
Ⓐ বিপ্রকর্ষ Ⓑ স্বরভক্তি Ⓒ সম্প্রকর্ষ Ⓓ অন্তর্হতি Ans Ⓒ

06. 'ট্যাক্স > ট্যাক্‌সো' এটি ধ্বনির কোন ধরনের পরিবর্তন?
Ⓐ অন্ত্যস্বরাগম Ⓑ অভিশ্রুতি Ⓒ ধ্বনি বিপর্যয় Ⓓ মধ্য স্বরাগম Ans Ⓐ

07. সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরের আগমনকে কী বলে?
Ⓐ বিপ্রকর্ষ Ⓑ স্বরসঙ্গতি Ⓒ অভিশ্রুতি Ⓓ সমীভবন Ans Ⓐ

08. 'মিত্তির' শব্দ সৃষ্টির কারণ–
Ⓐ স্বরভক্তি Ⓑ স্বরসংগতি Ⓒ অপিনিহিতি Ⓓ অভিশ্রুতি Ans Ⓐ

09. 'মর্মর > মার্বেল' এটি কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?
Ⓐ ধ্বনিবিপর্যয় Ⓑ ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা Ⓒ বিষমীভবন Ⓓ ব্যঞ্জনবিকৃতি Ans Ⓒ

10. 'স্কুল > ইস্কুল' এটি কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন–
Ⓐ আদি স্বরাগম Ⓑ বিপ্রকর্ষ Ⓒ অপিনিহিতি Ⓓ পরাগত Ans Ⓐ

ব্যাকরণ অংশ
অধ্যায় ১৩

সন্ধি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ সংজ্ঞা : সন্ধি শব্দের অর্থ 'মিলন'। সন্নিহিত দুটি ধ্বনি মিলিত হয়ে এক ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়াকে সন্ধি বলে। যেমন : মরু + উদ্যান = মরূদ্যান, বহিঃ + কার = বহিষ্কার।

↻ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, 'বর্ণদ্বয়ের মিলনকে সন্ধি বলে।'

↻ অন্যভাবে বলা যায়, 'সন্ধি' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্ + ধি (√ধি + ই)। এখানে 'সম' অর্থ একসঙ্গে এবং 'ধি' অর্থ ধরে রাখে যে। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় একাধিক শব্দকে একসঙ্গে ধরে রাখা যায় তাকে সন্ধি বলে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সকল ভাষাতেই সন্ধি আছে, তবে সে সন্ধির নিয়ম ভাষাভেদে পৃথক হইয়া থাকে। অবশ্য সন্ধির এ বর্ণের মিলনকে ভাষাতাত্ত্বিকরা ধ্বনির মিলন বলে অভিহিত করেছেন।

↻ প্রকারভেদ : সন্ধি প্রধানত দুই প্রকার। যথা : i. সংস্কৃত সন্ধি ii. খাঁটি বাংলা সন্ধি। সংস্কৃতাগত সন্ধি আবার তিন প্রকার। যথা : i. স্বরসন্ধি ii. ব্যঞ্জনসন্ধি iii. বিসর্গ সন্ধি।

✍ **সন্ধির উদ্দেশ্য :**
i. সন্ধি হলো ধ্বনির মিলন।
ii. সন্ধির ফলে নতুন শব্দ তৈরি হতে পারে।
iii. ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।
iv. সন্ধির ফলে উচ্চারণে সহজতা আসে।
v. সন্ধির ফলে শব্দের আকৃতি ছোট হয়।

↻ **সন্ধি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি :**
i. বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সন্ধি হয় না।
ii. সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে আলোচনা করা হয়।
iii. খাঁটি বাংলায় বিসর্গ সন্ধি হয় না।
iv. সন্ধিতে শব্দের ক্রম অক্ষুণ্ন থাকে। যেমন : বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

বাংলা শব্দের সন্ধি

✍ প্রকারভেদ : বাংলা সন্ধি দু'রকমের। যথা : ১. স্বরসন্ধি ও ২. ব্যঞ্জনসন্ধি।

০১. **স্বরসন্ধি :** স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয়, তা-ই স্বরসন্ধি।

শত + এক = শতেক	শাঁখা + আরি = শাঁখারি
রূপা + আলি = রূপালি	মিথ্যা + উক = মিথ্যুক
কুড়ি + এক = কুড়িক	গুটি + এক = গুটিক
নদী + এর = নদীর	যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই
যা + আ = যাওয়া	নিন্দা + উক = নিন্দুক
এরূপ– ধনিক, আশির, নিন্দুক ইত্যাদি।	

০২. **ব্যঞ্জনসন্ধি :** স্বরে ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

ছোট + দা = ছোড়দা	আর্ + না = আন্না
চার্ + টি = চাট্টি	ধর্ + না = ধন্না
নাত + জামাই = নাজ্‌জামাই	বদ্ + জাত = বজ্জাত
হাত + ছানি = হাচ্ছানি	কাঁচা + কলা = কাঁচকলা
পাঁচ + শ = পাঁশ্‌শ	সাত + শ = সাশ্‌শ
বোন + আই = বোনাই	চুন + আরি = চুনারি

তৎসম শব্দের সন্ধি

➤ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার। যথা : ১. স্বরসন্ধি ২. ব্যঞ্জনসন্ধি ও ৩. বিসর্গ সন্ধি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

স্বরসন্ধি

নর + অধম = নরাধম	শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক
কুশ + আসন = কুশাসন	স্ব + অক্ষর = স্বাক্ষর
মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ	হত + আশ = হতাশ
কথা + অমৃত = কথামৃত	যথা + অর্থ = যথার্থ
মহা + অরণ্য = মহারণ্য	তথা + অপি = তথাপি
অতি + ইত = অতীত	সদা + আনন্দ = সদানন্দ
অভি + ইষ্ট = অভীষ্ট	অতি + ইন্দ্রিয় = অতীন্দ্রিয়
প্রতি + ইতি = প্রতীতি	অতি + ইব = অতীব
গিরি + ঈশ = গিরীশ	মুনি + ইন্দ্র = মুনীন্দ্র
পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা	অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর
ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ	অভি + ঈপ্সা = অভীপ্সা
কটু + উক্তি = কটূক্তি	অনু + উদিত = অনূদিত
সু + উক্ত = সূক্ত	সু + উক্তি = সূক্তি
মরু + উদ্যান = মরূদ্যান	তনু + উর্দ্ধ = তনূর্দ্ধ
লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি	বধূ + উচিত = বধূচিত
বধূ + উক্তি = বধূক্তি	ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।
জয় + ইচ্ছা = জয়েচ্ছা	স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা
মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র	নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র
যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট	যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা
পরম + ঈশ = পরমেশ	নর + ঈশ = নরেশ
চল + ঊর্মি = চলোর্মি	লঙ্কা + ঈশ্বর = লঙ্কেশ্বর
গৃহ + ঊর্দ্ধ = গৃহোর্দ্ধ	নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া
যথা + উচিত = যথোচিত	যথা + উপযুক্ত = যথোপযুক্ত
গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি	মহা + ঊর্মি = মহোর্মি
দেব + ঋষি = দেবর্ষি	উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ
সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি	অধম + ঋণ = অধমর্ণ
রাজা + ঋষি = রাজর্ষি	মহা + ঋষি = মহর্ষি
ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত	তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত
পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত	শীত + ঋত = শীতার্ত
জন + এক = জনৈক	সর্ব + এব = সর্বৈব
হিত + এষী = হিতৈষী	এক + এক = একৈক
মত + ঐক্য = মতৈক্য	রাজ + ঐশ্বর্য = রাজৈশ্বর্য
তথা + এবচ = তথৈবচ	সদা + এব = সদৈব
বন + ওষধি = বনৌষধি	জল + ওকা = জলৌকা
মহা + ওষধি = মহৌষধি	গঙ্গা + ওঘ = গঙ্গৌঘ
অতি + অন্ত = অত্যন্ত	বি + অবস্থা = ব্যবস্থা
প্রতি + এক = প্রত্যেক	অভি + উদয় = অভ্যুদয়
প্রতি + উত্তর = প্রত্যুত্তর	প্রতি + উষ = প্রত্যুষ
অতি + ঊর্ধ্ব = অত্যূর্ধ্ব	মনু + অন্তর = মন্বন্তর
অনু + অয় = অন্বয়	সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ
সু + অল্প = স্বল্প	পশু + আচার = পশ্বাচার
সু + আগত = স্বাগত	পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ
অনু + এষণ =অন্বেষণ	পিতৃ + উপদেশ = পিত্রোপদেশ
শে + অন = শয়ন	বে + অন = বয়ন
নে + অন = নয়ন	নৈ + অক = নায়ক
লো + অন = লবণ	গৈ + অক = গায়ক
ভো + অন = ভবন	পো + অন = পবন
নৌ + ইক = নাবিক	পৌ + অক = পাবক
ভৌ + উক = ভাবুক	গো + আদি = গবাদি।
পো + ইত্র = পবিত্র।	গো + এষণা = গবেষণা।

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির উদাহরণ :

কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়)	বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ
গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়)	সীমন্ + অন্ত = সীমন্ত
প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়)	গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র
মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড	শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন
অন্য + অন্য = অন্যান্য	স্ব + ঈর = স্বৈর
গো + ঈশ্বর = গবেশ্বর	স্ব + ঈরিণী = স্বৈরিণী
অক্ষ + ঊহিণী = অক্ষৌহিণী	রক্ত + ওষ্ঠ = রক্তোষ্ঠ
শার + অঙ্গ = শারঙ্গ	স্ব + ঈয় = স্বীয়

ছন্দে ছন্দে নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি :

রাজা শুদ্ধোদন মার্তণ্ড দেখবে বলে গবাক্ষ দিয়ে তাকালে দেখতে পায় সীমন্ত এলোমেলো, রক্তোষ্ঠ, বিম্বোষ্ঠ কুলটা নারী এবং সে প্রৌঢ় ও অন্যান্য কে নিয়ে শারঙ্গ বাজাচ্ছে। পরে রাজা অক্ষৌহিণী ও স্বৈরিণীকে কলন নারীটিকে অপহরণ করতে।

তৎসম শব্দের ব্যঞ্জনসন্ধি

তৎসম শব্দের ব্যঞ্জনসন্ধির গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত	প্রাক্ + উক্ত = প্রাগুক্ত
বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর	ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত
ষট্ + অঙ্গ = ষড়ঙ্গ	অচ্ + অন্ত = অজন্ত
ষট্ + ঐশ্বর্য = ষড়ৈশ্বর্য	অপ্ + ইন্ধন = অবিন্ধন
ষট্ + আনন = ষড়ানন	সৎ + আশয় = সদাশয়
সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত	অপ্ + অগ্নি = অবগ্নি
মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি	বি + ছিন্ন = বিচ্ছিন্ন
পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন	বি + ছেদ = বিচ্ছেদ
উৎ + চকিত = উচ্চকিত	তদ্ + চিত্র = তচ্চিত্র
শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র	বিপদ্ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা
চলৎ + ছবি = চলচ্ছবি	তদ্ + ছিদ্র = তচ্ছিদ্র
উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ	বিপদ + চয় = বিপচ্চয়
উৎ + ডীন = উড্ডীন	মহৎ + ডমরু = মহড্ডমরু
যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন	বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল
তৎ + জন্য = তজ্জন্য	সৎ + জন = সজ্জন
কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা	বিপদ্ + ঝঞ্ঝা = বিপজ্ঝঞ্ঝা
উৎ + নতি = উন্নতি	তদ্ + নিমিত্ত = তন্নিমিত্ত
জগৎ + নাথ = জগন্নাথ	তদ্ + নিষ্ঠ = তন্নিষ্ঠ
ক্ষুধ্ + নিবৃত্তি = ক্ষুন্নিবৃত্তি	উৎ + নয়ন = উন্নয়ন
মৃৎ + ময় = মৃন্ময়	তদ্ + মধ্যে = তন্মধ্যে
উৎ + স্থান = উত্থান	উৎ + স্থাপন = উত্থাপন
উৎ + স্থিত = উত্থিত	উৎ + স্থিতি = উত্থিতি
তদ্ + পর = তৎপর	বিপদ্ + কাল = বিপৎকাল
তদ্ + কাল = তৎকাল	ক্ষুধ্ + কাতর = ক্ষুৎকাতর
হৃদ্ + পিণ্ড = হৃৎপিণ্ড	এতদ্ + সত্ত্বেও = এতৎসত্ত্বেও
তদ্ + পরতা = তৎপরতা	হৃদ্ + স্পন্দন = হৃৎস্পন্দন
ষট্ + জ = ষড়জ	উৎ + গত = উদ্গত
অপ্ + ধি = অব্ধি	ষট্ + ধা = ষড়ধা
উৎ + ঘাটন = উদ্ঘাটন	ষট্ + বর্গ = ষড়বর্গ
অপ্ + জ = অব্জ	ষট্ + বিংশ = ষড়বিংশ
ষট্ + বিধ = ষড়বিধ	ষট্ + ভুজ = ষড়ভুজ
উৎ + বেগ = উদ্বেগ	হরিৎ + বর্ণ = হরিদ্বর্ণ
জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু	জগৎ + বিখ্যাত = জগদ্বিখ্যাত
উৎ + ভব = উদ্ভব	তৎ + ভব = তদ্ভব

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উৎ + ভিদ = উদ্ভিদ	বিদ্যুৎ + বেগ = বিদ্যুদ্বেগ
সৎ + বংশ = সদ্বংশ	সৎ + ভাব = সদ্ভাব
বাক্ + যন্ত্র = বাগ্যন্ত্র	দিক্ + হস্তী = দিগ্হস্তী
ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র	উৎ + যত = উদ্যত
ষট + রস = ষড়রস	বৃহৎ + রথ = বৃহদ্রথ
উৎ + যাপন = উদ্‌যাপন	উৎ + যম = উদ্যম
উৎ + যোগ = উদ্‌যোগ	তৎ + রূপ = তদ্রূপ
অলম্ + কার = অলংকার	সম্ + খ্যা = সংখ্যা
অহম্ + কার = অহংকার	কিম্ + কর = কিংকর
সম্ + পদ = সম্পদ	সম্ + বন্ধ = সম্বন্ধ
সম্ + মতি = সম্মতি	সম্ + বোধন = সম্বোধন
সম্ + বল = সম্বল	সম্ + মিলন = সম্মিলন
সম্ + যম = সংযম	সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ
সম্ + যোগ = সংযোগ	সম্ + যত = সংযত
সম্ + রাগ = সংরাগ	সম্ + যুক্ত = সংযুক্ত
সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন	কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি
সম্ + লাপ = সংলাপ	বশম্ + বদ = বশংবদ
সম্ + শ্লেষ = সংশ্লেষ	সর্বম্ + সহা = সর্বংসহা
সম্ + সার = সংসার	সম্ + হার = সংহার
সম্ + হতি = সংহতি	সম্ + হত = সংহত
ষষ্ + থ = ষষ্ঠ	রাজ্ + নী = রাজ্ঞী
যজ্ + ন = যজ্ঞ	লভ্ + ত্ = লব্ধ
দুহ্ + ত্ = দুগ্ধ	বিমুহ্ + ত্ = বিমুগ্ধ

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

নিপাতনে সিদ্ধ সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি :

আ + চর্য = আশ্চর্য	প্রায় + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত
আ + পদ = আস্পদ	বন্ + পতি = বনস্পতি
এক + দশ = একাদশ	বাক্ + ঈশ্বরী = বাগেশ্বরী
গো + পদ = গোষ্পদ	বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র
তদ্ + কর = তস্কর	বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি
পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি	মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড
পর + পর = পরস্পর	ষট্ + দশ = ষোড়শ
পশ্চাৎ + অর্ধ = পশ্চার্ধ	হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র
দিব্ + লোক = দ্যুলোক	মনস্ + ঈষা = মনীষা

বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধির দৃষ্টান্ত :

উৎ + স্থান = উত্থান	উৎ + স্থাপন = উত্থাপন
পরি + কৃত = পরিষ্কৃত	সম্ + কৃত = সংস্কৃত
সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি	পরি + কার = পরিষ্কার
সম্ + কার = সংস্কার	

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি মনে রাখার কৌশল :

সংসদে অপ <u>সংস্কৃতির</u> <u>উত্থান</u> ঠেকাতে <u>সংস্কৃত</u> ভাষার <u>সংস্কার</u> আইন <u>পরিষ্কার</u> ভাবে <u>উত্থাপন</u> করা হয়েছে।

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গ সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :

অধঃ + গতি = অধোগতি	মনঃ + জগৎ = মনোজগৎ
অধঃ + গামী = অধোগামী	সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত
পুরঃ + গামী = পুরোগামী	অধঃ + গমন = অধোগমন
মনঃ + গত = মনোগত	বয়ঃ + জ্যেষ্ঠ = বয়োজ্যেষ্ঠ

মনঃ + গামী = মনোগামী	মনঃ + জ = মনোজ
সরঃ + জ = সরোজ	মনঃ + দীপ = মনোদীপ
ত্রয়ঃ + দশ = ত্রয়োদশ	শিরঃ + দেশ = শিরোদেশ
মনঃ + লীন = মনোলীন	যশঃ + লিপ্সা = যশোলিপ্সা
যশঃ + লাভ = যশোলাভ	শ্রেয়ঃ + লাভ = শ্রেয়োলাভ
নিঃ + রোগ = নীরোগ	নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র
নিঃ + রস = নীরস	নিঃ + রক্ত = নীরক্ত
নিঃ + রব = নীরব	চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষূরোগ
অন্তঃ + অঙ্গ = অন্তরঙ্গ	পুনঃ + অধিকার = পুনরধিকার
অহঃ + অহ = অহরহ	অন্তঃ + আলোক = অন্তরালোক
পুনঃ + অপি = পুনরপি	পুনঃ + আবৃত্তি = পুনরাবৃত্তি
অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা	পুনঃ + আগমন = পুনরাগমন
অন্তঃ + ইত = অন্তরিত	অন্তঃ + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয়
পুনঃ + আগত = পুনরাগত	পুনঃ + উৎপত্তি = পুনরুৎপত্তি
প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ	পুনঃ + উদ্ভব = পুনরুদ্ভব
পুরঃ + উক্ত = পুনরুক্ত	পুনঃ + উদ্ধার = পুনরুদ্ধার
অন্তঃ + ঈপ = অন্তরীপ	প্রাতঃ + উত্থান = প্রাতরুত্থান
নিঃ + অপরাধ = নিরপরাধ	নিঃ + অবচ্ছিন্ন = নিরবচ্ছিন্ন
নিঃ + উপমা = নিরুপমা	নিঃ + উদ্বিগ্ন = নিরুদ্বিগ্ন
নিঃ + উচ্চার্য = নিরুচ্চার্য	নিঃ + উপায় = নিরুপায়
দুঃ + অদৃষ্ট = দুরদৃষ্ট	দুঃ + অধিগম্য = দুরধিগম্য
দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা	দুঃ + আকাঙ্ক্ষা = দুরাকাঙ্ক্ষা
দুঃ + জন = দুর্জন	পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম
দুঃ + জ্ঞেয় = দুর্জ্ঞেয়	বহিঃ + জগৎ = বহির্জগৎ
চতুঃ + দিক = চতুর্দিক	দুঃ + দান্ত = দুর্দান্ত
দুঃ + দশা = দুর্দশা	নিঃ + দোষ = নির্দোষ
নিঃ + দ্বন্দ্ব = নির্দ্বন্দ্ব	নিঃ + দিষ্ট = নির্দিষ্ট
দুঃ + দম = দুর্দম	বহিঃ + দ্বার = বহির্দ্বার
চতুঃ + ধা = চতুর্ধা	নিঃ + ধারণ = নির্ধারণ
অহঃ + নিশ = অহর্নিশ	অন্তঃ + নিহিত = অন্তর্নিহিত
দুঃ + নীতি = দুর্নীতি	দুঃ + নাম = দুর্নাম
দুঃ + নিবার = দুর্নিবার	নিঃ + নয় = নির্ণয়
অন্তঃ + বর্তী = অন্তর্বর্তী	নিঃ + বিকল্প = নির্বিকল্প
নিঃ + ভীক = নির্ভীক	প্রাতঃ + ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ
প্রাদুঃ + ভাব = প্রাদুর্ভাব	আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব
দুঃ + যোগ = দুর্যোগ	নিঃ + লিপ্ত = নির্লিপ্ত
নিঃ + যাস = নির্যাস	নিঃ + লজ্জ = নির্লজ্জ
দুঃ + লক্ষণ = দুর্লক্ষণ	অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত
দুঃ + লভ = দুর্লভ	অন্তঃ + লীন = অন্তর্লীন

নভঃ + চর = নভশ্চর	নিঃ + চেতন = নিশ্চেতন
নিঃ + চয়= নিশ্চয়	নিঃ + চেষ্ট = নিশ্চেষ্ট
নিঃ + চল = নিশ্চল	দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র
নিঃ + চিন্ত = নিশ্চিন্ত	দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা
নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন	মনঃ + চক্ষু = মনশ্চক্ষু
নিঃ + চুপ = নিশ্চুপ	শিরঃ + চুম্বন = শিরশ্চুম্বন
নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র	শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ
দুঃ + ছেদ্য = দুশ্ছেদ্য	সদ্যঃ + ছিন্ন = সদ্যশ্ছিন্ন
ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টংকার	চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়
আবিঃ + কার = আবিষ্কার	নিঃ + কৃতি = নিষ্কৃতি
নিঃ + কর = নিষ্কর	পরিঃ + কার = পরিষ্কার
নিঃ + করুণ = নিষ্করুণ	বহিঃ + কার = বহিষ্কার
নিঃ + কলঙ্ক = নিষ্কলঙ্ক	বহিঃ + কৃত = বহিষ্কৃত

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

নিঃ + প্রদীপ = নিষ্প্রদীপ	নিঃ + পত্র = নিষ্পত্র
আয়ুঃ + কাল = আয়ুষ্কাল	দুঃ + কর্ম = দুষ্কর্ম
নিঃ + পেষণ = নিষ্পেষণ	চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ
ইতঃ + তত = ইতস্তত	মনঃ + তত্ত্ব = মনস্তত্ত্ব
নিঃ + তার = নিস্তার	মনঃ + তাপ = মনস্তাপ
নিঃ + তেজ = নিস্তেজ	মনঃ + তুষ্টি = মনস্তুষ্টি
দুঃ + তর = দুস্তর	শিরঃ + ত্রাণ = শিরস্ত্রাণ
অয়ঃ + কঠিন = অয়স্কঠিন	পুরঃ + কার = পুরস্কার
তিরঃ + কার = তিরস্কার	মনঃ + কামনা = মনস্কামনা
তেজঃ + ক্রিয় = তেজস্ক্রিয়	শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর
নমঃ + কার = নমস্কার	ভাঃ + কর = ভাস্কর
বাচঃ + পতি = বাচস্পতি	অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ
অধঃ + ক্রম = অধঃক্রম	অন্তঃ + ক্রীড়া = অন্তঃক্রীড়া
অন্তঃ + কোণ = অন্তঃকোণ	নিঃ + শত্রু = নিঃশত্রু
অন্তঃ + শত্রু = অন্তঃশত্রু	নিঃ + শব্দ = নিঃশব্দ

চক্ষুঃ + শূল = চক্ষুঃশূল	নিঃ + শেষ = নিঃশেষ
দুঃ + শাসন = দুঃশাসন	বহিঃ + শত্রু = বহিঃশত্রু
নিঃ + শঙ্ক = নিঃশঙ্ক	নিঃ + সন্দেহ = নিঃসন্দেহ
অন্তঃ + সংগতি = অন্তঃসংগতি	নিঃ + সহায় = নিঃসহায়
অন্তঃ + সলিলা = অন্তঃসলিলা	প্রাতঃ + স্মরণীয় = প্রাতঃস্মরণীয়
অন্তঃ + সার = অন্তঃসার	বহিঃ + সমুদ্র = বহিঃসমুদ্র
দুঃ + সংবাদ = দুঃসংবাদ	স্বতঃ + সিদ্ধ = স্বতঃসিদ্ধ
নিঃ + সংশয় = নিঃসংশয়	মনঃ + সংযোগ = মনঃসংযোগ
দুঃ + স্বপ্ন = দুঃস্বপ্ন	

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ :

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি	ভাঃ + কর = ভাস্কর
অহঃ + নিশা = অহর্নিশ	অহঃ + অহ = অহরহ

ছন্দে ছন্দে বিশেষ বিসর্গ সন্ধি :

বাচস্পতি বাবুর স্নেহের আস্পদ হরিশ্চন্দ্রও অহরহ গুরুকে প্রণাম করে ভাস্কর (সূর্য) অহর্নিশ।

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি কোন নিয়মে হয়ে থাকে?
Ⓐ সমীভবনের Ⓑ বিষমীভবনের
Ⓒ অভিশ্রুতির Ⓓ বিপ্রকর্ষের
Ans Ⓐ

02. বিসর্গ সন্ধি কয় প্রকার?
Ⓐ তিন Ⓑ চার
Ⓒ দুই Ⓓ পাঁচ
Ans Ⓒ

03. নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি?
Ⓐ মার্তণ্ড Ⓑ ভাবুক
Ⓒ তন্বী Ⓓ অন্বেষণ
Ans Ⓐ

04. নিচের কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ?
Ⓐ কুড়িক Ⓑ উচ্ছেদ
Ⓒ তৎকাল Ⓓ দুষ্কর
Ans Ⓐ

05. সন্ধিতে 'র' এবং 'স' এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?
Ⓐ ; Ⓑ ঃ
Ⓒ Ⓓ হ
Ans Ⓑ

06. কোনটির নিয়মানুসারে সন্ধি হয় না?
Ⓐ গায়ক Ⓑ আশ্চর্য
Ⓒ পশ্বধম Ⓓ নদ্যম্বু
Ans Ⓑ

07. 'জগজ্জীবন' শব্দটি সন্ধির কোন নিয়মানুসারে হয়েছে?
Ⓐ ত + ঝ Ⓑ ত + জ
Ⓒ দ + ঝ Ⓓ দ + জ
Ans Ⓑ

08. 'প্রৌঢ়' শব্দটির যথাযথ সন্ধিবিচ্ছেদ হলো–
Ⓐ প্র + ঊঢ় Ⓑ প্রো + ঊঢ়
Ⓒ প্র + ওঢ় Ⓓ প্রো + ঔঢ়
Ans Ⓐ

09. নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে সন্ধিবদ্ধ হয়েছে কোনটি?
Ⓐ মৃন্ময় Ⓑ বৃহস্পতি
Ⓒ বৃহদর্থ Ⓓ আদ্যন্ত
Ans Ⓑ

10. 'উচ্ছিষ্ট' শব্দের সন্ধিসাধিত রূপ কোনটি?
Ⓐ উদ্ + শিষ্ট Ⓑ উদগ + ছিষ্ট
Ⓒ উদ্ + ষ্ট Ⓓ উদ্ + ইষ্ট
Ans Ⓐ

11. নিম্নের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি?
Ⓐ কুলটা Ⓑ সঞ্চার
Ⓒ গবেষণা Ⓓ ভাবুক
Ans Ⓐ

12. 'নীরব' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ–
Ⓐ নীঃ + রব Ⓑ নির্ + রব
Ⓒ নিঃ + রব Ⓓ নীহ্ + রব
Ans Ⓒ

13. কোনটি সন্ধিজাত শব্দ?
Ⓐ শীতল Ⓑ সংখ্যা
Ⓒ অধিকার Ⓓ তোমার
Ans Ⓑ

14. 'উদ্ধার' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ হবে–
Ⓐ উঃ + ধার Ⓑ উৎ + দার
Ⓒ উৎ + ধার Ⓓ উৎ + হার
Ans Ⓓ

15. বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ নয়–
Ⓐ ইতোমধ্যে Ⓑ নীরব
Ⓒ শ্রেয়োলাভ Ⓓ বিম্বোষ্ঠ
Ans Ⓓ

16. 'দুরূহ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ–
Ⓐ দুঃ + উহ্ Ⓑ দুঃ + রূহ
Ⓒ দূর + উহ Ⓓ দুর + হ
Ans Ⓐ

17. 'উচ্ছল' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
Ⓐ উৎ + শল Ⓑ উৎ + ছল
Ⓒ উৎ + চল Ⓓ উচ + ছল
Ans Ⓑ

18. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ?
Ⓐ দ্যুলোক Ⓑ পশ্চার্ধ
Ⓒ সীমন্ত Ⓓ শারঙ্গ
Ans Ⓑ

19. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি কোনটি?
Ⓐ সংযোগ Ⓑ সঞ্চয়
Ⓒ উদ্ধত Ⓓ ষোড়শ
Ans Ⓓ

20. 'নিষ্কর' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
Ⓐ নিঃ + কর Ⓑ নি + কর
Ⓒ নিষ্ + কর Ⓓ নিষা + কর্
Ans Ⓐ

CamScanner

ব্যাকরণ অংশ

অধ্যায় ১৪

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ণ-ত্ব বিধান : তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' এর যথাযথ ব্যবহারের নিয়মকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

ণ-ত্ব বিধানের নিয়মাবলি

■ ট-বর্গীয় বর্ণের আগে যুক্ত ব্যঞ্জনে তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' বসে। যেমন :
ণ্ + ট = ণ্ট : কণ্টক, ঘণ্টা, নির্ঘণ্ট ইত্যাদি।
ণ্ + ঠ = ণ্ঠ : অবগুণ্ঠন, আকণ্ঠ, ময়ূরকণ্ঠী, লুণ্ঠন ইত্যাদি।
ণ্ + ড = ণ্ড : গণ্ডমূর্খ, বাগ্‌বিতণ্ডা, কূপমণ্ডূক, পাষণ্ড, শ্মশ্রুমণ্ডিত।

■ তৎসম শব্দে 'র' এর পরে 'ণ' বসে। যেমন : অরণ্য, করুণ, পুরাণ, বরণ, ধারণ, ধারণা, ব্যাকরণ ইত্যাদি।

■ তৎসম শব্দে রেফ (´) এর পরে 'ণ' বসে। যেমন : আকীর্ণ, ঘূর্ণন, দীর্ণ।

■ লক্ষণীয় : সাধিত শব্দে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন : দুর্নাম, অহর্নিশ, দুর্নিবার, দুর্নীতি।

■ তৎসম শব্দে 'ঋ' এবং মূর্ধন্য-ষ এর পরে 'ণ' বসে। যেমন : ঋণ, তৃণ, মৃণাল, মসৃণ, ঘৃণা, আকর্ষণ, বিভীষণ, পোষণ, দূষণ, ভূষণ, বিষণ্ন।

■ যুক্তব্যঞ্জন ক্ষ এর পর মূর্ধন্য ণ :
ক-য়ে মূর্ধন্য ষ যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন ক্ষ হয়। 'ক্ষ' এর পরে ন-ধ্বনি থাকলে তা মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন : ক্ষণ, দক্ষিণ, পরীক্ষণ, বিচক্ষণ, লক্ষণ, ভক্ষণ।

■ পরি, প্র, নির- এ উপসর্গের পর ণ-ত্ব বিধি অনুসারে ন-ধ্বনি মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন : পরিণত, পরিবহণ, প্রণাম, প্রণোদিত, প্রমাণ।
ব্যতিক্রম : পরিনির্বান, নির্নিমেষ, প্রনষ্ট।

■ 'ত' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনো 'ণ' হয় না, 'ন' হয়। যেমন : অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।

■ 'র' কিংবা 'র'-ফলার পর 'আয়ন' শব্দটি থাকলে 'আয়ন' শব্দের দন্ত্য ন পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন : উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ।

■ তদ্ভব ক্রিয়াপদে 'ণ' বসে না, 'ন' বসে। যেমন : করানো, ঘোরানো, ধরানো, ঝরানো, চরানো, পরানো, ধরুন, মারুন, করুন, ধরেন, মারেন, করেন, পারেন, সারেন, কষেন।

■ অপর, পরা, পূর্ব, প্র- এ কয়েকটি পূর্বপদের পর 'অহ্ন' শব্দ বসলে দন্ত্য ন-মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন : প্র + অহ্ন = প্রাহ্ণ। এরকম- অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ।

■ সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত মূর্ধন্য ণ হয় না :
যেমন : অগ্রনায়ক, ছাত্রনিবাস, দুর্নিমিত্ত, নিষ্পন্ন, বরানুগমন, অগ্রনেতা, ত্রিনয়ন, দুর্নিরীক্ষ্য, নীরন্ধ্র, বহির্গমন, অহর্নিশ, ত্রিনেত্র, দুর্নীতি, পরনিন্দা, রূপবান, ক্ষুন্নিবারণ, দুরন্বয়, ক্ষুন্নিবৃত্তি, দুর্নাম, নির্গমন, পুরুষানুক্রমে, সর্বনাম, চিরনিদ্রা, দুর্নিবার, নির্নিমেষ, প্রনষ্ট, হরিনাম।

স্বভাবতই 'ণ' বসে এমন কয়েকটি শব্দ : (ছড়াকারে)

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

বিশেষ তালিকা : গণেশ, আণবিক, নগণ্য, শণ, ঘুণ, জীবাণু (স্বভাবতই 'ণ')।

মূল সংস্কৃত শব্দে 'ণ' থাকলে শব্দটি তদ্ভবে রূপান্তরিত হলে 'ণ' এর পরিবর্তে 'ন' প্রযুক্ত হয়। যেমন :

তৎসম	পরিবর্তিত (তদ্ভব)	তৎসম	পরিবর্তিত (তদ্ভব)
অগ্রহায়ণ	অঘ্রান	ব্রাহ্মণ	বামুন
এক্ষণ	এখন	মাণিক্য	মানিক
কৃষাণ	কিষান	শ্রবণ	শোনা
কোণ	কোনা	প্রণাম	পেন্নাম
ক্ষণিক	খানিক	যন্ত্রণা	যাতনা
গৃহিণী	গিন্নি	তৎক্ষণ	তখন
নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন	পুণ্য	পুন্যি

ষ-ত্ব বিধান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ষ-ত্ব বিধান : তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ'-এর ব্যবহারের নিয়মকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

ষ-ত্ব বিধানের নিয়মাবলি

■ ঋ কিংবা ঋ-কারের পর মূর্ধন্য ষ : তৎসম শব্দে ঋ কিংবা ঋ-কারের পর বানানে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : ঋষভ, কৃষক, কৃষাণ, কৃষি, ঋষি, কৃষ্ণ, কৃষ্ণা, তৃষ্ণা, তৃষা, বর্ষা।
ব্যতিক্রম : 'কৃশ্' ধাতু থেকে জাত কৃশ, কৃশনা, কৃশকায় ইত্যাদি।

■ ই-কার এবং উ-কারের পর মূর্ধন্য ষ : সন্ধিবদ্ধ, সমাসবদ্ধ কিংবা উপসর্গজাত শব্দের পরপদে কখনো দন্ত্য স এবং কখনো মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : অসহ কিন্তু বিষহ। এ ক্ষেত্রে একটি সরল সূত্র রয়েছে। সূত্রটি হচ্ছে : অ-স্বর এবং আ-স্বরের পর দন্ত্য স হয় এবং ই-স্বর (ই/ঈ) এবং উ-স্বর (উ/ঊ) -এর পর মূর্ধন্য ষ হয়।

■ ই স্বর এবং উ-স্বরের পর ইচ্ছা অর্থে- সন্ প্রত্যয়ের দন্ত্য স্ পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : জিগীষা, জিজীবিষা, মুমূর্ষু, শুশ্রূষা, চিকীর্ষা, জিগীষু, জিজীবিষু।

■ ট-বর্গের সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জন আকারে তৎসম শব্দে 'ষ' প্রযুক্ত হয়। যেমন : শিষ্টাচার, অনাসৃষ্টি, অন্ত্যেষ্টি, নিকৃষ্ট, ব্যষ্টি, সমষ্টি, পরিশিষ্ট, আদিষ্ট।

■ সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রীচরণেষু, প্রিয়বরেষু, সুজনেষু, বন্ধুবরেষু, সুহৃদ্‌বরেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদেষু।

লক্ষণীয় : সম্ভাষণসূচক স্ত্রীবাচক শব্দে আ-কারের পর দন্ত্য স হয়। যেমন কল্যাণীয়াসু, সুচরিতাসু, পূজনীয়াসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু, সুজনীয়াসু।

'ই', 'উ'-কারান্ত উপসর্গের পরে তৎসম শব্দের বানানে 'ষ' বসে। যেমন :

অভি	অভিষঙ্গ, অভিষেক, অভিষিক্ত।
নি	নিষঙ্গ, নিষাদী, নিষিক্ত, নিষিদ্ধ, নিষুপ্ত, নিষেধ।
পরি	পরিষদ, পরিষদীয়, পরিষ্কার, পরিষ্কৃত।
প্রতি	প্রতিষেধক।
বি	বিষণ্ন, বিষম, বিষহ, দুর্বিষহ, বিষয়, বিষাদ।
অনু	অনুষঙ্গ।
সু	সুষম, সুষুপ্ত।

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোন দুটি উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়?
Ⓐ অ-কারান্ত ও আ-কারান্ত
Ⓑ ই-কারান্ত ও উ -কারান্ত
Ⓒ এ-কারান্ত ও ঐ-কারান্ত
Ⓓ ও-কারান্ত ও ঐ-কারান্ত
Ans B

02. 'তৎসম' শব্দে 'ঋ, র' এর পরে কোনটি বসবে?
Ⓐ স Ⓑ ষ
Ⓒ ণ Ⓓ য়
Ans C

03. বিদেশি এবং খাঁটি বাংলা শব্দের বানানে সর্বদাই–
Ⓐ ণ হয় Ⓑ ন হয়
Ⓒ মাঝে মাঝে ণ হয় Ⓓ ণ ও ন উভয়ই হয়
Ans B

04. কোন ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম ঠিক থাকে না?
Ⓐ দুটি বর্ণের মিলনে সন্ধি হলে
Ⓑ কারক নির্ণয়ে
Ⓒ সমাসবদ্ধ দু পদের পার্থক্য থাকলে
Ⓓ শব্দের বানানে
Ans C

05. স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহার হয়েছে নিচের কোনটিতে?
Ⓐ তৃণ Ⓑ মরণ
Ⓒ কাণ্ড Ⓓ ভাণ
Ans D

06. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' রক্ষিত হয়েছে?
Ⓐ ব্রাহ্মণ Ⓑ শাণ
Ⓒ হরিণ Ⓓ বর্ণ
Ans B

07. নিচের কোন শব্দটি স্বভাবতই ষ-ত্ব বিধি অনুসারে শুদ্ধ?
Ⓐ কোষ Ⓑ বর্ষা
Ⓒ সুষমা Ⓓ মুমূর্ষু
Ans A

08. কোন শব্দে স্বভাবতই ষ হয়?
Ⓐ বাম Ⓑ পৌষ
Ⓒ সুমনা Ⓓ ষষ্ঠী
Ans B

09. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ?
Ⓐ দুর্নীতি Ⓑ দুর্ণাম
Ⓒ গননা Ⓓ আপোশ
Ans A

10. ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী কোনটি অশুদ্ধ?
Ⓐ দুর্ণীতি Ⓑ দারুণ
Ⓒ মূল্যায়ন Ⓓ বর্ণ
Ans A

11. নিচের যে শব্দটিতে স্বভাবতই 'ণ' হয়–
Ⓐ তৃণ Ⓑ লক্ষ্ণণ
Ⓒ অর্পণ Ⓓ ভীষণ
Ans A

12. তৎসম শব্দের নিম্নের তিনটি বর্ণের পূর্বে যুক্ত-ন সব সময় 'ণ' হয়–
Ⓐ ঠ, ফ, ত Ⓑ ট, ঠ, ড
Ⓒ প, ট, স Ⓓ ড, ষ, ন
Ans B

13. সাধিত ষ-বিশিষ্ট নয় এমন শব্দ–
Ⓐ মূষিক Ⓑ অভিষেক
Ⓒ দৃষ্টি Ⓓ সুষম
Ans A

14. নিচের কোন শব্দে কোনো নিয়ম ছাড়াই মূর্ধন্য-ষ বসেছে?
Ⓐ কৃষ্ণ Ⓑ কল্যাণীয়েষু
Ⓒ ভাষ্য Ⓓ অভিষেক
Ans C

15. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন গুচ্ছ অশুদ্ধ বানানের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ ধরন, বরণ
Ⓑ বর্ননা, পুরোণো
Ⓒ নেত্রকোনা, পরগনা
Ⓓ রূপায়ণ, প্রণয়ন
Ans B

16. কোনটি নিত্য মূর্ধন্য-ণ বাচক শব্দ?
Ⓐ পুণ্য Ⓑ গ্রহণ
Ⓒ স্মরণ Ⓓ অর্পণ
Ans A

17. 'ণ-ত্ব' বিধি অনুসারে কোন বানানটি ভুল?
Ⓐ পুরোনো Ⓑ ধরন
Ⓒ পরগণা Ⓓ রূপায়ণ
Ans C

18. কোন বানানটি খাঁটি ষ-ত্ব বিধানের উদাহরণ?
Ⓐ বিশেষণ Ⓑ ষোড়শ
Ⓒ ভূষণ Ⓓ স্পষ্ট
Ans B

ব্যাকরণ অংশ

অধ্যায় ১৫ প্রকৃতি ও প্রত্যয়

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ **প্রকৃতি :** শব্দ বা ধাতু বা পদের মূল অংশকে প্রকৃতি বলে। 'প্রকৃতি' কথাটির অর্থ 'মূল' অর্থাৎ ক্রিয়ামূল ও শব্দমূল। যেমন : √চল্ + আ; এখানে 'চল' হলো প্রকৃতি বা ধাতু। আর প্রত্যয় হলো 'আ'। ক্রিয়া প্রকৃতি বুঝানোর জন্য ধাতু চিহ্ন হিসেবে √ ব্যবহার করতে হয়।

☞ **প্রকারভেদ :** প্রকৃতি ২ প্রকার। যথা : ১. নাম প্রকৃতি ২. ক্রিয়া প্রকৃতি।

০১. নাম প্রকৃতি : বিভক্তিহীন নাম শব্দকে 'নাম প্রকৃতি/প্রাতিপদিক' বলে। অথবা, নাম পদের মূল অংশকে বলা হয় 'নাম প্রকৃতি'। যেমন : মেয়েটি বড় ভাবিনী। এ বাক্যে 'বড়' এর সঙ্গে কোনো বিভক্তি যুক্ত হয়নি।

০২. ক্রিয়া প্রকৃতি : ক্রিয়ার মূল বা ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি/ধাতু। যেমন : √নাচ্ + অন = নাচন, এখানে 'নাচ্' হলো ক্রিয়া প্রকৃতি।

☞ **প্রকৃতি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি :**
i. মৌলিক শব্দকে নাম প্রকৃতি বলে।
ii. নাম প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় ও বিভক্তি উভয়ই যুক্ত হতে পারে।
iii. প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব অংশের আলোচ্য বিষয়।
iv. ক্রিয়ার মূলকে শুধু ধাতু নয়, ক্রিয়া প্রকৃতিও বলে।
v. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে।

প্রত্যয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ **প্রত্যয় :** শব্দ গঠনের জন্য শব্দ বা নাম প্রকৃতি এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয়, তাকে প্রত্যয় বলে।
যেমন : √ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত, মনু + অ = মানব। এখানে 'অন্ত' এবং 'অ' হলো প্রত্যয়।

☞ **প্রকারভেদ :** প্রত্যয় ২ প্রকার। যথা : **১. কৃৎ প্রত্যয় ২. তদ্ধিত প্রত্যয়।**

☞ **প্রত্যয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি :**
i. 'ষ্ণ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়।
ii. প্রত্যয় শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়।
iii. প্রত্যয়ের সহায়তায় যেসব শব্দ গঠিত হয় তার উৎস দু'ধরনের যার একটি ধাতু অপরটি শব্দ।
iv. ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য নতুন শব্দ গঠন করা।
v. 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না।
vi. ধাতুর পর 'আই' প্রত্যয় যুক্ত হলে ভাববাচক বিশেষ্য হয়।

CamScanner

প্রত্যয়ের স্বরগত পরিবর্তন :

গুণ : এ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

i. ই, ঈ স্থলে এ বা এ-কার (ে) হয়। যেমন : √চিন্ + আ = চেনা।
ii. উ, ঊ স্থলে ও বা ও-কার (ো) হয়। যেমন : √ধু + আ = ধোয়া।
iii. ঋ স্থলে অর্ হয়। যেমন : √কৃ + অন = করণ।

বৃদ্ধি : এ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

i. অ স্থলে আ বা আ কার (া) হয়। যেমন : √পচ্ + অক = পাচক।
ii. উ, ঊ স্থলে ঔ বা ঔ কার (ৌ) হয়। যেমন : যুব + অন = যৌবন।
iii. ঋ স্থলে আর্ হয়। যেমন : √স্মৃ + অক = স্মারক।

সম্প্রসারণ : এ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

i. ব স্থলে উ হয়। যেমন : √বচ্ + ত = উক্ত।
ii. র স্থলে ঋ হয়। যেমন : √গ্রহ্ + ত = গৃহীত।

বাংলা কৃৎপ্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
থিত	√মথ্ + ইত	মার	√মার্ + অ
দওন	√দে + অন	খাওন	√খা + অন
াওন	√ছা + অন	পড়া	√পড়্ + আ
দালক	√দুল্ + অক	বাঁধনি	√বাঁধ্ + অনি
াকড়াও	√পাকড়্ + আও	মোড়ক	√মুড়্ + অক
ড়াও	√চড়্ + আও	শুনানি	√শুন্ + আনি
জানানি	√জান্ + আনি	মাতাল	√মাত্ +আল
ডুবুরি	√ডুব্ + উরি	ভাজি	√ভাজ্ + ই
মিশাল	√মিশ্ + আল	মরিয়া	√মর্ + ইয়া
বেড়ি	√বেড়্ + ই	ডাকু	√ডাক্ + উ
পড়তা	√পড়্ + তা	রাড়তি	√বাড়্ + তি
ঘাটতি	√ঘাট্ + তি	ডাক	√ডাক্ + অ
ছাড়	√ছাড়্ + অ	পাওন	√পা + অন
গাওন	√গা + অন	ঝাড়ন	√ঝাড়্ + অন
মিশুক	√মিশ্ + উক	বাজনা	√বাজ্ + অনা
মাজন	√মাজ্ + অন	ঢাকনা	√ঢাক্ + অনা
থাকা	√থাক্ + আ	ঘুমন্ত	√ঘুম্ + অন্ত
ফোটা	√ফুট্ + আ	ফুটন্ত	√ফুট্ + অন্ত
বাড়ন্ত	√বাড়্ + অন্ত	টনক	√টন্ + অক
খোদাই	√খুদ্ + আই	বসা	√বস্ + অ + আ
ভরা	√ভৃ + আ	ঢালাই	√ঢাল + আই
মরিয়া	√মর্ + ইয়া	জাগান	√জাগ্ + আন
বাঁধান	√বাঁধ + আন	উজান	√উজ্ + আন
ঝাঁকানি	√ঝাঁক্ + আনি	চালান	√চাল্ + আন
লেখক	√লিখ্ + অক	হাঁচি	√হাঁচ্ + ই
হাসি	√হাস্ + ই	গাইয়ে	√গা + ইয়ে
পিছল	√পিছ্ + অল	সাজোয়া	√সাজ্ + উয়া
বাজিয়ে	√বাজ্ + ইয়ে	কাঁদুক	√কাঁদ্ + উক
ঝরনা	√ঝর্ + না	বাঁচোয়া	√বাঁচ্ + ওয়া
ধরতা	√ধর্ + তা	চলতা	√চল্ + তা
কাটতি	√কাট্ + তি	উঠতি	√উঠ্ + তি
কমতি	√কম্ + তি	গনতি	√গন্ + তি

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
মাগনা	√মাগন্ + আ	দলিত	√দল্ + ইত
বাটনা	√বাট্ + না	ফাটক	√ফাট্ + অক

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
পাচক	√পচ্ + অক	জনক	√জন্ + অক
পাঠ	√পঠ্ + অ	মগ্ন	√মস্জ্ + ত
শ্রবণ	√শ্রু + অন্	জ্ঞান	√জ্ঞা + অন্
যন্ত্রণা	√যন্ত্র + অন + আ	মত্ত	√মদ্ + ত
রক্ত	√রনজ্ + ত	ক্রীত	√ক্রী + ত
গ্রথিত	√গ্রন্থ্ + ত	নিন্দিত	√নিন্দ্ + ত
উপ্ত	√বপ্ + ত	শয়ান	√শী + আন
প্রশ্ন	√প্রচ্ছ্ + ন	স্বপ্ন	√স্বপ্ + ন
শয্যা	√শী + য + আ	হিংস্র	√হিন্স্ + র
উৎসর্গ	উৎ + √সৃজ + অ	ইন্দ্র	√ইন্দ্ + র
ঈর্ষা	√ঈষ্ + অ + আ	চূর্ণ	√চূর্ণ + অ
আহত	আ +√হন্ + ত	যুদ্ধ	√যুধ্ + ত
বাস	√বস্ + অ	জ্ঞাত	√জ্ঞা + ত (ক্ত)
খ্যাত	√খ্যা + ত (ক্ত)	সুপ্ত	√স্বপ্ + ত (ক্ত)
গত	√গম্ + ত (ক্ত)	জাত	√জন্ + ত
দগ্ধ	√দহ্ + ত (ক্ত)	ছিন্ন	√ছিদ্+ ত (ক্ত)
লব্ধ	√লভ্ + ত (ক্ত)	দত্ত	√দা + ত (ক্ত)
সৃষ্ট	√সৃজ্ + ত (ক্ত)	উক্ত	√বচ্ + ত (ক্ত)
মুক্তি	√মুচ্ + তি (ক্তি)	ঈশ্বর	√ঈশ্ + বর্
পাক	√পচ্ + অ (ঘঞ্)	সেনা	√সি + ন + আ
পায়ী	√পা + ইন	ধার্য	√ধৃ + য
অস্ত্র	√অস্ + ত্র	ভেদ	√ভিদ্ + অ
ইচ্ছা	√ইষ্ + অ + আ	সেতু	√সি + তু
হিংস্রক	√হিন্স + র + ক	কৃষ্টি	√কৃষ্ + তি (ক্তি)

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
কানাচ	কান + আচ	বোকাপান	বোকা + পানা
ডিঙা	ডিঙি + আ	বাঘা	বাঘ + আ
সেমত	সে + মত	পাগলপারা	পাগল + পারা
সতিন	সতী + ন	নামতা	নাম + তা
সাপিনী	সাপ + ইনি	চাকতি	চাক + তি
চড়ক	চড় + ক	লালপানা	লাল + পানা
গোদা	গোদ + আ	ঢালু	ঢাল + উ
জ্বরুয়া > জ্বরো	জ্বর + উয়া	লাজুক	লাজ + উক
বাতুয়া	বাত + উয়া	জীবনভর	জীবন + ভর
ঘরোয়া	ঘর + উয়া	বাটাভরা	বাটা + ভরা
জলুয়া > জলো	জল + উয়া	দিনভর	দিন + ভর
দুরন্তপনা	দুরন্ত + পনা	জেঠতুতো	জেঠ + তুত

CamScanner

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
হৈমন্ত	হেমন্ত + অ	শাক্ত	শক্তি + অ
স্মার্ত	স্মৃতি + অ	কৌরব	কুরু + অ
বৈধ	বিধি + অ	তৈল	তিল + অ
সৌহার্দ্য	সুহৃদ + অ (য)	যৌবন	যুবন + অ
সৌরভ	সুরভি + অ	শৌচ	শুচি + অ
গৌরব	গুরু + অ	জৈন	জিন + অ
নৈতিক	নীতি + ইক	দৈব	দেব + অ
সাহিত্য	সহিত + য	নাবিক	নৌ + ইক
মৌখিক	মুখ + ইক	ঔপন্যাসিক	উপন্যাস + ইক
লজ্জিত	লজ্জা + ইত	পণ্ডিত	পণ্ডা + ইত
অগ্রিম	অগ্র + ইম	পশ্চিম	পশ্চাৎ + ইম
গ্রামীণ	গ্রাম + ঈন্	মানবীয়	মানব + ঈয়
পাথেয়	পথিন্ + এয়	পৈতৃক	পিতৃ + ইক
মাতৃক	মাতৃ + ক	মাতৃত্ব	মাতৃ + ত্ব
গ্রাম্যতা	গ্রাম্য + তা	চঞ্চলতা	চঞ্চল + তা
তারুণ্য	তরুণ + য	প্রাচুর্য	প্রচুর + য
পৌরোহিত্য	পুরোহিত + য	প্রাচ্য	প্রাচ্ + য
বলিষ্ঠ	বলবৎ + ইষ্ঠ	ক্ষুদ্রতম	ক্ষুদ্র + তমট
গ্রামিক	গ্রাম + ইক	বাদলা	বাদল + আ
বৈদ্য	বিদ্যা + অ	সার্বভৌম	সর্বভূমি + অ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
সপ্তম	সপ্তন্ + ম	পানতা	পানি + তা
সৌজন্য	সুজন + য	বৈমাত্রেয়	বিমাতৃ + এয়

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
নজরানা	নজর + আনা	দারোগাগিরি	দারোগা + গিরি
দাতাগিরি	দাতা + গিরি	পাণ্ডাগিরি	পাণ্ডা + গিরি
কর্তাগিরি	কর্তা + গিরি	মাঝিগিরি	মাঝি + গিরি
মাস্তানগিরি	মাস্তান + গিরি	মুটেগিরি	মুটে + গিরি
বাবুগিরি	বাবু + গিরি	দারোয়ান	দ্বার + ওয়ান
পিলখানা	পিল + খানা	মুদিখানা	মুদি + খানা
শুঁড়িখানা	শুঁড়ি + খানা	ছাপাখানা	ছাপা + খানা
মুসাফিরখানা	মুসাফির + খানা	কসাইখানা	কসাই + খানা
দপ্তরখানা	দপ্তর + খানা	দস্তরখানা	দস্তর + খানা
বেশরম	বে + শরম	গালিচা	গালি + চা
চামচা	চাম + চা	বাবুর্চিখানা	বাবুর্চি + খানা
বাতিদান/দানি	বাতি + দান	মজাদার	মজা + দার
ফৌজদার	ফৌজ + দার	অংশীদার	অংশী + দার
জমিদার	জমি + দার	নীলচে	নীল + চে
সমঝদার	সমঝ + দার	জোয়ারদার	জোয়ার + দার

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'চোর' শব্দে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করলে কী অর্থ প্রকাশ করে?
Ⓐ সামান্য Ⓑ সাদৃশ্য
Ⓒ অবজ্ঞা Ⓓ মিঠাই
Ans Ⓒ

02. কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কৃৎপ্রত্যয় কোনটি?
Ⓐ ভোজ্য Ⓑ চলিষ্ণু
Ⓒ আত্মঘাতী Ⓓ শ্রমী
Ans Ⓑ

03. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ প্রত্যয়যুক্ত শব্দ?
Ⓐ শৈব Ⓑ সৌর
Ⓒ দৈব Ⓓ চৈত্র
Ans Ⓑ

04. কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ নয়?
Ⓐ ভাবুক Ⓑ পঙ্কিল
Ⓒ গরিব Ⓓ বৈজ্ঞানিক
Ans Ⓒ

05. ভাববাচক বিশেষ্য পদ গঠনে ধাতুর পরে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয়?
Ⓐ আন Ⓑ আল
Ⓒ আও Ⓓ আই
Ans Ⓓ

06. নিচের কোনটি বাংলা কৃৎপ্রত্যয়?
Ⓐ দর্শন Ⓑ প্রকৃতি
Ⓒ জিত Ⓓ জাত
Ans Ⓒ

07. কোন প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না?
Ⓐ ষিক Ⓑ ষেয়
Ⓒ সাৎ Ⓓ সা
Ans Ⓒ

08. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ কোনটি?
Ⓐ মেধাবী Ⓑ নীলিমা
Ⓒ গিন্নিপনা Ⓓ মেঘলা
Ans Ⓒ

09. প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন নামপদকে কী বলে?
Ⓐ ধাতু Ⓑ প্রতিনাম
Ⓒ প্রাতিপদিক Ⓓ কৃদন্ত
Ans Ⓒ

10. বাংলা কৃদন্ত শব্দ কোনটি?
Ⓐ চামচা Ⓑ মৌন
Ⓒ জ্যান্ত Ⓓ দাপট
Ans Ⓒ

11. 'বাবুর্চি' শব্দের 'চি' প্রত্যয়টি–
Ⓐ ফারসি Ⓑ আরবি
Ⓒ সংস্কৃত Ⓓ তুর্কি
Ans Ⓓ

12. 'ধার্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়–
Ⓐ ধৃ + য্য Ⓑ ধৃ + য
Ⓒ ধা + র্য Ⓓ ধার + য
Ans Ⓑ

13. 'নিপাতনে সিদ্ধ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দ–
Ⓐ চৈত্র Ⓑ শৈব
Ⓒ সৌর Ⓓ দৈব
Ans Ⓒ

14. ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' প্রত্যয়যোগে গঠিত–
Ⓐ নায়িকা Ⓑ সেবিকা
Ⓒ মালিকা Ⓓ শ্যালিকা
Ans Ⓒ

15. কোনটি প্রত্যয়ান্ত শব্দ?
Ⓐ লামা Ⓑ জামা
Ⓒ গামা Ⓓ হেমা
Ans Ⓓ

16. বিদেশি প্রত্যয়যুক্ত শব্দ–
Ⓐ বাঁদরামি Ⓑ অংশীদার
Ⓒ কর্তব্য Ⓓ বাছাই
Ans Ⓑ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ব্যাকরণ অংশ

অধ্যায় ১৬

শব্দের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Words)

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সংজ্ঞা : ভাষার মুখ্য উপাদান শব্দ। এক বা একাধিক অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বলা হয় শব্দ, কিংবা অর্থ আছে এমন ধ্বনি হলো শব্দ। যেমন : কোরান, ত্রিপিটক, বাইবেল। শব্দের সামষ্টিক রূপেই গড়ে ওঠে ভাষার বাক্য কাঠামো। সেজন্য শব্দ বাক্যের একক।
- বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবিশিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ (Word) বলে। যেমন : 'কলম' তিনটি ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত একটি শব্দ। —— ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

গঠনগত শ্রেণিবিভাগ

গঠনগত শ্রেণিবিভাগ : গঠনগত দিক থেকে শব্দ দুই প্রকার। যথা :
ক. মৌলিক শব্দ খ. সাধিত শব্দ।

- মৌলিক শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেমন : গোলাপ, নাক, লাল, তিন।
- সাধিত শব্দ : যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে সাধিত শব্দ গঠিত হয়। যেমন : চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ), ডুবুরি (ডুব + উরি)।

অর্থগত শ্রেণিবিভাগ

অর্থগত শ্রেণিবিভাগ : অর্থগতভাবে শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত।

- যৌগিক শব্দ : যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন :

মিতালি = মিতা + আলি – অর্থ : মিতার ভাব বা বন্ধুত্ব।
গায়ক = গৈ + ণক (অক) – অর্থ : গান করে যে।
কর্তব্য = √কৃ + তব্য – অর্থ : যা করা উচিত।
বাবুয়ানা = বাবু + আনা – অর্থ : বাবুর ভাব।
পাঠক = √পঠ্ + অক (<ণক) – অর্থ : পাঠ করে যে।

- রূঢ়ি শব্দ : যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন : হস্তী = হস্ত + ইন, অর্থ– হস্ত আছে যার, কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়। গবেষণা (গো + এষণা) অর্থ– গরু খোঁজা। বর্তমান অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।

এরকম আরো কয়েকটি উদাহরণ :

১. বাঁশি– বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।
২. তৈল– শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন : বাদাম-তেল।
৩. প্রবীণ– শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।
৪. সন্দেশ– শব্দ প্রত্যয়গত অর্থ 'সংবাদ'। কিন্তু রূঢ়ি অর্থে 'মিষ্টান্ন বিশেষ'।
৫. কুশল– (কুশ + √লা + অ) শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থ 'যজ্ঞের জন্য কুশ আহরণ করে যে'। কিন্তু লোকপ্রচলিত অর্থ নিপুণ, দক্ষ বা মঙ্গল।
৬. অতিথি– ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যার তিথি নেই'। কিন্তু প্রচলিত অর্থ মেহমান।

- যোগরূঢ় শব্দ : সমাসনিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন :

১. পঙ্কজ– পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি কেবল 'পদ্মফুল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
২. রাজপুত– 'রাজার পুত্র' অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতিবিশেষ।'
৩. মহাযাত্রা– মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে 'মহাযাত্রা' শব্দটি কেবল 'মৃত্যু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৪. জলধি– 'জল ধারণ করে এমন' অর্থ পরিত্যাগ করে কেবল 'সমুদ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ

শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ : উৎসগতভাবে শব্দ পাঁচ প্রকার। যথা :

- তৎসম শব্দ : তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন : চন্দ্র, ধর্ম, ভবন, মনুষ্য, সূর্য, পাত্র, নক্ষত্র, পর্বত।
- অর্ধ-তৎসম শব্দ : বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন :

তৎসম শব্দ >	অর্ধ-তৎসম শব্দ	তৎসম শব্দ >	অর্ধ-তৎসম শব্দ
সূর্য >	সুরুজ	পুত্র >	পুত্তুর
রাত্রি >	রাত্তির	যত্ন >	যতন

- তদ্ভব শব্দ : তদ্ভবকে পারিভাষিক ও খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়। 'তদ্ভব' এর অর্থ [তৎ (তার) + ভব (উৎপন্ন)] তার থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন : চামার, চোখ, বিয়ে, মাথা, দেওর ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ >	প্রাকৃত শব্দ >	তদ্ভব শব্দ
অদ্য >	অজ্জ >	আজ
চন্দ্র >	চন্দ >	চাঁদ
হস্ত >	হত্থ >	হাত
কৃষ্ণ >	কহ্ন >	কানু
কর্ম >	কজ্জ >	কাজ
বধূ >	বহু >	বউ

- দেশি শব্দ : বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন : কোল, মুণ্ডা, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন : কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, ডাব, ডাগর, ডিঙ্গা, ঢেঁকি, ঢোল, চাউল, ডিঙ্গি, টোপর, চাঙারি, কয়লা, কাঁচা, কামড়, ডাঁসা, পয়লা, খড়, ঝানু, ঝামা, ঝিনুক, ঢেউ, বাঙ্গি, ডাঁটি, ডাহা।
- বিদেশি শব্দ : যেসব শব্দ বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে তাকে বিদেশি শব্দ বলে। যেমন : ইসলাম (আরবি), নামাজ (ফারসি) ইত্যাদি।

আরবি শব্দ

আরবি শব্দ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলো প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ ২. প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ।

CamScanner

➤ **আরবি শব্দের উদাহরণ :**

- আল্লাহ, আকবর, আদালত, আলেম, আমলা, আমিন, আলাদা, আসল, আসবাব, আসামি, আমানত।
- ঈমান, ঈদ, ইসলাম, ইনকিলাব, ইনসান, ইহুদি।
- উজির, উকিল।
- ওজু, ওজর, ওকালত।
- এজলাস, এলেম।
- কলম, কানুন, কুরআন, কোরবানি, কাফন, কাফের, কালাম, কালিয়া, কেচ্ছা, কৈফিয়ত, কেরামতি, কদম (পা অর্থে), কুদরত, কিতাব, কদর, কেবলা, কসাই, কিয়ামত।
- খবর, খারাপ, খাসি, খারিজ, খাজনা।
- গজল, গরিব, গোসল, গায়েব।
- জাকাত, জেহাদ, জান্নাত, জাহান্নাম, জরিমানা, জল্লাদ, জলসা, জাহাজ, জুলুম।
- তওবা, তালাক, তসবি, তুফান।
- দোয়াত, দৌলত, দুনিয়া, দাখিল, দালাল।
- নবাব, নগদ।
- ফরজ, ফকির।
- বাকি, বকেয়া।
- মশকরা, মশগুল, মুন্সেফ, মোক্তার, মসজিদ, মনিব, মহকুমা, মলম, মসনদ, মুশকিল, মুসাফির, মোল্লা।
- রায়
- লোকসান
- শয়তান
- সিন্দুক
- হারাম, হালাল, হাদিস, হেফাজত।

৳ **ছন্দে ছন্দে আরবি শব্দ মনে রাখার কৌশল :**

আলেমগণ কুরআন ও হাদিস থেকে ইসলামের নানা কানুন ইনকিলাবে ইশতাহার দিলেন। হারাম বর্জন করে হালাল পথে থেকে ঠিকভাবে ওজু গোসল করে এলেমের সাথে জাকাত হজ পালন করলে আল্লাহ ইনাম স্বরূপ কেয়ামতের দিন জাহান্নামের পরিবর্তে জান্নাত ইজারা দিবেন। যারা গরিবদেরকে বই, কিতাব, দোয়াত, কলম, তসবি দিয়ে সাহায্য করবে আল্লাহর আদালতের এজলাসে ইনসাফের রায়ে তাদের নগদ, বাকি সব খারিজ হয়ে যাবে। দালাল, ইহুদি, উকিল, উজির, মোক্তার, মুন্সেফ, শয়তানদের কবরে খবর হবে।

ফারসি শব্দ

৳ **ফারসি শব্দ :** বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ ২. প্রশাসনিক শব্দ/সাংস্কৃতিক শব্দ ৩. বিবিধ শব্দ।

➤ **ফারসি শব্দ :**
- আমদানি, আইন, আজাদ, আফগান, আবাদ, আয়না, আরাম (সুখ অর্থে), আসমান, আদমি।
- কাগজ, কাবুলি, কারবার, কারখানা, কামিজ, কামান (ধনুক অর্থে)।
- খোদা, খরগোশ, খুশি, খানসামা।
- গরম, গালিচা, গোমস্তা, গোরস্থান, গোলাপ, গুনাহ।
- চশমা, চাকরি, চাদর, চাঁদা (সংগৃহীত অর্থ সংক্রান্ত)।
- জবানবন্দি, জিন্দা, জমি, জর্দা, জানোয়ার, জাম (বড়ো পেয়ালা অর্থে), জামা, জায়গা, জঙ্গি, জামদানি।
- তোশক, তারিখ, তরমুজ।
- দরজা, দফতর, দস্তখত, দৌলত, দোজখ, দরবেশ, দরবার, দোকান, দামামা, দারোয়ান, দেওয়াল, দরজি।
- নালিশ, নার্গিস, নামাজ, নমুনা, নামি, নাশতা।
- পাঞ্জাবি, পেয়াদা, পেশকার, পয়গম্বর।
- ফেরেশতা, ফরমান।
- বালিশ, বেতার, বাদশাহ, বান্দা, বদমাশ, বাগান, বাগিচা, বরফ, বাজার, বাদাম, বিবি, বেগম, বেহেশত।
- মোহর, মাহিনা, মেথর।
- রোজা, রসদ, রফতানি, রোজ, লাল (রঙ অর্থে)।
- শরম।
- সুদ, সফেদ, সেতার।
- হিন্দু, হাজার, হাঙ্গামা।

ইংরেজি শব্দ

৳ **ইংরেজি শব্দ :** ইউনিভার্সিটি, কলেজ, টিন, নভেল, নোট, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল, আফিম (opium), অফিস (office), স্কুল (school), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), কামান (আগ্নেয়াস্ত্র অর্থে), ফুটবল, স্টেশন, সার্কাস, বোতল, ইঞ্জিন, হাইকোর্ট, পেনশন, ট্যাক্সি, ডাক্তার, পাউডার, পেন্সিল, বোনাস, টেনিস, ক্লাস, কোম্পানি, উইল, লেবেল, জাঁদরেল, থিয়েটার, এজেন্ট, কনস্টেবল, ক্লাব, ডজন, ফটো, ফ্যাশন, আরদালি, সিগন্যাল, টেবিল, চেয়ার, নম্বর, টিকিট, বুরুশ, টিফিন, টিপাই, সান্ত্রি, কেরোসিন, ইউনিয়ন, ইউনিক, ফটোগ্রাফ, লণ্ঠন, কাস্টমস, তোরঙ্গ, ডেপুটি ইত্যাদি।

পর্তুগিজ শব্দ

৳ **পর্তুগিজ শব্দ :** আলমারি, আলপিন, আনারস, বালতি, পাউরুটি, গুদাম, আতা, পাদ্রি, বেহালা, আয়া, মাস্তুল, নিলাম, গরাদ, গির্জা, মিস্ত্রি, ইস্পাত, চাবি, যিশু, কপি (বাঁধা কপি অর্থে), পেঁপে, আলকাতরা, কামরা, বোতাম, পেয়ারা, কেদারা (একজনের বসার উপযোগী উঁচু আসনবিশেষ), পেরেক, তোয়ালে, আচার (তেল মসলা সহযোগে তৈরি টক ঝাল মিষ্টি খাদ্যবস্তু), ইস্তিরি, ফিতা, টোকা (শুকনো পাতা অর্থে), গামলা, সাবান, বোম্বেটে, ইংরেজ, ইংরেজি ইত্যাদি।

ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি শব্দ

৳ **ফরাসি :** কার্তুজ, ক্যাফে, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ, আঁতাত, আতেল।

৳ **হিন্দি :** পানি, ধোলাই, লাগাতার, সমঝোতা, হালুয়া, কাহিনি, টহল, ডেরা, তাঞ্জাম, ধাপ্পা, ছিটকানি (খিল বা হুড়কো অর্থে), চারা (পশু বা মাছের খাদ্য), নানা (মায়ের বাবা), চিকনাই, খানা (খাদ্য অর্থে) ইত্যাদি।

৳ **তুর্কি :** কুর্নিশ, কুলি (মুটে, শ্রমিক), খোকা, চাকর, চাকু, বাবুর্চি, বাবা, বাহাদুর, লাশ (মরাদেহ), মোগল, সওগাত, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।

অন্যান্য বিদেশি শব্দ

- **জাপানি শব্দ :** হারাকিরি, রিক্সা, হাসনাহেনা, জুডো, ক্যারাটে, সুনামি, সুশি ইত্যাদি।
- **চীনা শব্দ :** চা, চিনি, লিচু, সাম্পান ইত্যাদি।
- **ওলন্দাজ :** টেক্কা, রুইতন, হরতন, তুরুপ, ইস্কাপন ইত্যাদি।
- **বর্মি শব্দ :** লুঙ্গি, ফুঙ্গি, নাপ্পি, প্যাগোডা, চঙ (মঠ) ইত্যাদি।
- **সাঁওতালি :** কামড়, কাঙাল, ঢিলা, হাঁড়িয়া, গোর্দ। [বাংলা একাডেমি : প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ]
- **ইতালীয় :** ক্যাসিনো, পিৎজা, সোপ্রানো, মাফিয়া।
- **গুজরাটি :** খদ্দর, হরতাল, খাদি, গরবা।
- **পেরু :** কুইনাইন।
- **দক্ষিণ আফ্রিকান :** জিরাফ, জেব্রা।
- **এস্কিমো :** ইগলু, কায়াক।
- **সিংহলি :** সিডর।
- **গ্রিক শব্দ :** দাম, সুড়ঙ্গ।
- **রুশ :** কমরেড, ভোদ্কা
- **মালয় :** কিরিচ, কাকাতুয়া।
- **স্পেনিশ :** এল নিনিও, ডেঙ্গু।
- **মেক্সিকান :** চকলেট
- **মৈথিল :** মুঝ, তুম, পহুঁ, ভেল।
- **কোল :** বোঙ্গা।
- **তামিল :** চুরুট।
- **পাঞ্জাবি :** শিখ, চাহিদা।
- **জার্মান :** নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন।

মিশ্র শব্দ

৳ **মিশ্র শব্দ :** দেশি ও বিদেশি অথবা দুটো ভিন্ন জাতীয় ভাষার শব্দ একত্র হয়ে যে শব্দ গঠন করে তাকে মিশ্র শব্দ বলে। যেমন :

খ্রিষ্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম)
হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি)
চৌ-হদ্দি (ফারসি + আরবি)
ডাক্তার-খানা (ইংরেজি + ফারসি)
হেড-মৌলভি (ইংরেজি + ফারসি)
হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি + তৎসম)
পকেট-মার (ইংরেজি + বাংলা)
রাজা-বাদশা (তৎসম + ফারসি)
কালি-কলম (সংস্কৃত + আরবি)

CamScanner

Part 2

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'চরকা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
Ⓐ পাঞ্জাবি Ⓑ জাপানি Ⓒ চীনা Ⓓ গুজরাটি Ans D

02. 'মুৎসুদ্দি' শব্দটি কী?
Ⓐ দেশি Ⓑ তদ্ভব Ⓒ তৎসম Ⓓ বিদেশি Ans D

03. 'হিবাচি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
Ⓐ ফারসি Ⓑ জাপানি Ⓒ আরবি Ⓓ ওলন্দাজ Ans B

04. 'রায়, তসবি' শব্দগুলো কোন ভাষা থেকে এসেছে?
Ⓐ ফরাসি Ⓑ ইংরেজি Ⓒ পর্তুগিজ Ⓓ আরবি Ans D

05. 'তুম' শব্দটির উৎস ভাষা কোনটি?
Ⓐ মৈথিল Ⓑ মারাঠি Ⓒ পাঞ্জাবি Ⓓ গুজরাটি Ans A

06. নিচের কোনটি দেশি শব্দ?
Ⓐ চোঙ্গা Ⓑ কলম Ⓒ কৃপণ Ⓓ কপি Ans A

07. 'প্রাকৃত' এর অর্থ কী?
Ⓐ মূল Ⓑ স্বাভাবিক Ⓒ পুরাতন Ⓓ নতুন Ans B

08. অনার্যদের সৃষ্ট শব্দগুলো কোন ধরনের শব্দ?
Ⓐ অর্ধ-তৎসম Ⓑ তৎসম Ⓒ তদ্ভব Ⓓ দেশি Ans D

09. নিচের কোনটি মায়ানমার ভাষার শব্দ?
Ⓐ চানাচুর Ⓑ আলপিন Ⓒ ফুঙ্গি Ⓓ আলমারি Ans C

10. 'আজব' শব্দটি কোন বিদেশি শব্দ?
Ⓐ আরবি Ⓑ ফারসি Ⓒ হিন্দি Ⓓ উর্দু Ans A

11. 'ডেঙ্গু' শব্দের উৎস ভাষা–
Ⓐ ইংরেজি Ⓑ গুজরাটি Ⓒ তামিল Ⓓ স্প্যানিশ Ans D

12. অর্থগত দিক থেকে 'হরিণ' কোন শ্রেণির শব্দ?
Ⓐ মৌলিক Ⓑ যৌগিক Ⓒ রূঢ়ি Ⓓ যোগরূঢ় Ans C

13. 'জাদু' শব্দ বাংলায় এসেছে যে ভাষা থেকে–
Ⓐ ফারসি Ⓑ ফরাসি Ⓒ আরবি Ⓓ হিন্দি Ans A

14. 'জ্বালাতন' শব্দটির উৎস কোনটি?
Ⓐ আরবি Ⓑ ফারসি Ⓒ হিন্দি Ⓓ পোর্তুগিজ Ans A

15. নিচের শব্দগুলোর মধ্যে কোনটি রূঢ়ি শব্দ?
Ⓐ হরিণ Ⓑ জলদ Ⓒ উজান Ⓓ মাননীয় Ans A

16. 'একতারা' শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে–
Ⓐ আরবি Ⓑ ফারসি Ⓒ তুর্কি Ⓓ সংস্কৃত Ans B

17. 'চশমা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
Ⓐ আরবি Ⓑ ফারসি Ⓒ তুর্কি Ⓓ পর্তুগিজ Ans B

18. 'পেয়ারা' কোন ভাষার শব্দ–
Ⓐ আরবি Ⓑ সংস্কৃত Ⓒ ফারসি Ⓓ পর্তুগিজ Ans D

19. 'জামদানি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
Ⓐ আরবি Ⓑ তুর্কি Ⓒ ফারসি Ⓓ হিন্দি Ans C

20. 'মোলায়েম' কোন ভাষার শব্দ?
Ⓐ তুর্কি Ⓑ ফারসি Ⓒ হিন্দি Ⓓ আরবি Ans D

21. 'তামাক' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
Ⓐ আরবি Ⓑ ফারসি Ⓒ পর্তুগিজ Ⓓ স্প্যানিশ Ans C

22. 'চকোলেট' শব্দটি হলো–
Ⓐ ফরাসি Ⓑ মেক্সিকান Ⓒ ইংরেজি Ⓓ পর্তুগিজ Ans B

23. 'কুড়ি' কোন শ্রেণির শব্দ?
Ⓐ তৎসম Ⓑ তদ্ভব Ⓒ দেশি Ⓓ বিদেশি Ans C

24. 'সাঁওতাল' কোন ধরনের শব্দ?
Ⓐ তৎসম Ⓑ তদ্ভব Ⓒ দেশি Ⓓ মুণ্ডারি Ans B

25. 'কাঁচি' শব্দটি হলো–
Ⓐ তুর্কি Ⓑ ফারসি Ⓒ আরবি Ⓓ হিন্দি Ans A

26. বাংলা ভাষায় 'রিক্সা' শব্দটি–
Ⓐ ফরাসি Ⓑ ফারসি Ⓒ হিন্দি Ⓓ জাপানি Ans D

27. 'চাবিকাঠি' কীরূপ শব্দ?
Ⓐ দেশি Ⓑ বিদেশি Ⓒ সংস্কৃত Ⓓ মিশ্র Ans D

28. 'বিয়ে' কোন ধরনের শব্দ?
Ⓐ তৎসম Ⓑ দেশি Ⓒ অর্ধতৎসম Ⓓ তদ্ভব Ans D

29. 'যিশু' কোন ভাষার শব্দ?
Ⓐ পর্তুগিজ Ⓑ ইংরেজি Ⓒ ফরাসি Ⓓ ওলন্দাজ Ans A

30. 'সাবান' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?
Ⓐ ফারসি Ⓑ ইংরেজি Ⓒ ফরাসি Ⓓ পর্তুগিজ Ans D

31. মৌলিক শব্দ কোনটি?
Ⓐ মেঘ Ⓑ ছুটি Ⓒ কাব্য Ⓓ দ্বীপ Ans A

32. তুর্কি শব্দ কোনটি?
Ⓐ দারোগা Ⓑ এজলাস Ⓒ ফাজিল Ⓓ বোতল Ans A

33. 'কাজ' শব্দের তৎসম রূপ–
Ⓐ ক্রিয়া Ⓑ কর্জ্জ Ⓒ কর্ম Ⓓ করণীয় Ans C

34. 'ইস্পাত' শব্দটি কোন ভাষার?
Ⓐ ইংরেজি Ⓑ ফরাসি Ⓒ ওলন্দাজ Ⓓ পর্তুগিজ Ans D

35. কোনটি তদ্ভব শব্দ?
Ⓐ গরু Ⓑ মহিষ Ⓒ হাতি Ⓓ হরিণ Ans C

36. কোনটি হিন্দি শব্দ?
Ⓐ আব্বু Ⓑ কলম Ⓒ পানি Ⓓ মৌসুম Ans C

37. 'মুসাফির' কোন ভাষার শব্দ?
Ⓐ আরবি Ⓑ ফারসি Ⓒ হিন্দি Ⓓ তুর্কি Ans A

38. দেশি শব্দ কোনটি?
Ⓐ শরম Ⓑ চাবি Ⓒ কুটুম্ব Ⓓ খড় Ans D

39. 'দালাল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
Ⓐ ইংরেজি Ⓑ উর্দু Ⓒ হিন্দি Ⓓ আরবি Ans D

40. 'তবলা' শব্দটির উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে?
Ⓐ আরবি Ⓑ ফারসি Ⓒ পর্তুগিজ Ⓓ সংস্কৃত Ans A

41. 'ঠান্ডা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
Ⓐ হিন্দি Ⓑ উর্দু Ⓒ ফারসি Ⓓ সংস্কৃত Ans A

42. 'স্ট' যুক্তব্যঞ্জনটি কোন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ তৎসম Ⓑ বিদেশি Ⓒ তদ্ভব Ⓓ দেশি Ans B

43. কোন শব্দটি সংস্কৃত-ফারসির মিশ্রণ?
Ⓐ হাসিমুখ Ⓑ হাসিঠাট্টা Ⓒ হাসিতামাশা Ⓓ হাসিখুশি Ans D

44. তদ্ভব শব্দগুচ্ছ–
Ⓐ ক্রোধ, নক্ষত্র, পত্র Ⓑ কেত্তন, ঘেন্না, পথ্যি
Ⓒ আট, ছাতা, মাছ Ⓓ আনারস, লিচু, হাকিম Ans C

45. 'দই' শব্দটির উৎস ভাষা–
Ⓐ আরবি Ⓑ সংস্কৃত Ⓒ তুর্কি Ⓓ পর্তুগিজ Ans B

46. কোন শব্দটি ইংরেজি থেকে বাংলায় এসেছে?
Ⓐ বাদাম Ⓑ বোতল Ⓒ বাজিমাত Ⓓ বাগান Ans B

47. অর্ধ-তৎসম শব্দ কোনটি?
Ⓐ নৃত্য Ⓑ হাসপাতাল Ⓒ রতন Ⓓ ষাঁড় Ans C

48. কোনটি খাঁটি বাংলা শব্দ?
Ⓐ কুলা Ⓑ হাত Ⓒ চর্মকার Ⓓ গিন্নি Ans B

49. 'মশকারা' ও 'মশগুল' শব্দ দুটো–
Ⓐ তুর্কি Ⓑ হিন্দি Ⓒ ফারসি Ⓓ আরবি Ans D

50. 'সিডর' শব্দটি–
Ⓐ তামিল Ⓑ তেলেগু Ⓒ সিংহলি Ⓓ মালয় Ans C

51. দেশি শব্দ নয়–
Ⓐ ঢিল Ⓑ ঝিঙা Ⓒ মুড়কি Ⓓ মাছি Ans D

52. অর্থবিচারে 'তুরঙ্গম' কোন ধরনের শব্দ?
Ⓐ যোগরূঢ় Ⓑ রূঢ় Ⓒ যৌগিক Ⓓ অর্থহীন Ans A

53. কোনটি সংকর শব্দ?
Ⓐ গুরুমশাই Ⓑ কালিকলম Ⓒ সন্ধ্যাপ্রদীপ Ⓓ আদব-কায়দা Ans B

CamScanner

ব্যাকরণ অংশ

অধ্যায় ১৭ কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ক্রিয়া সংগঠনের সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। যেমন : ১. আমরা বই পড়ি। (পড়া– বর্তমান কাল)।
- পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন : আমি যাই। তুমি যাও। আপনি যান। সে যায়। তিনি যান।
- সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ অভিন্ন।
- বচনভেদে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না। যেমন : আমি (বা আমরা) যাই। তুমি (বা তোমরা) যাও। আপনি (বা আপনারা যান)। সে (বা তারা) যায়। তিনি (বা তাঁরা) যান।
- ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার। যথা : ১. বর্তমান কাল ২. অতীত কাল ও ৩. ভবিষ্যৎ কাল

বর্তমান কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

- ক্রিয়া যে রূপে এখন হচ্ছে, হয় বা চিরকাল হয়ে থাকে, এমন বোঝাতে বর্তমান কাল হয়। যেমন : আমি গান গাই।
- বর্তমান কাল তিন প্রকার। যথা : ক. সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান ও গ. পুরাঘটিত বর্তমান

ক. সাধারণ বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন : আমি বাড়ি **যাই**।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎ কালের অর্থে) : এখন তবে আসি।
২. প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে (অতীত কালের অর্থে) : চণ্ডীদাস **বলেন**, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
৩. বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে) : আমি **দেখেছি**, বাচ্চাটি রোজ রাতে **কাঁদে**।
৪. 'নেই', 'নাই' বা 'নি' শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায় : তিনি গতকাল হাটে **যাননি**।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল : স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যেমন : সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায় (স্বাভাবিকতা)। আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই (অভ্যস্ততা)।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. **স্থায়ী সত্য প্রকাশে** : চার আর তিনে সাত হয়।
২. **ঐতিহাসিক বর্তমান** : অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনায় যদি নিত্য বর্তমান কালের প্রয়োগ হয়, তাহলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে। যেমন : বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে **আরোহণ করেন**।
৩. **কাব্যের ভণিতায়** : মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস **ভনে শুনে** পুণ্যবান।
৪. **অনিশ্চয়তা প্রকাশে** : কে জানে দেশে আবার সুদিন **আসবে** কি না।
৫. যদি, যখন, যেন- প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন :
অতীত কালের অর্থে :
i. তিনি যখন ঘরে **ঢোকেন**, তখন সবাই পালিয়ে গেলাম।
ii. বিপদ যখন **আসে**, তখন এমনি করেই আসে।
ভবিষ্যৎ কালের অর্থে :
i. সকল সদস্যই যেন সভায় উপস্থিত **থাকে**।
ii. তিনি যদি **আসেন**, তবে আমার কী হবে?

খ. ঘটমান বর্তমান কাল : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝাবার জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন : নীরা বই **পড়ছে**।

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা : বক্তা বললেন, 'শত্রুর অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন, ধন-সম্পদ **লুণ্ঠিত হচ্ছে**, দিকে দিকে আগুন **জ্বলছে**।'
২. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে : চিন্তা করো না, কালই **আসছি**।
৩. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে ঘটমান বর্তমান কাল হয়। উদাহরণ- লোকটি অনবরত **ডাকছে**, তবু কেউ তার কাছে ছুটে এলো না। - আমরা আগামীকাল ঢাকা **যাচ্ছি** ('যাব' অর্থে)। দাঁড়াও, **আসছি** ('এখনই আসব' অর্থে)।

গ. পুরাঘটিত বর্তমান কাল : ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলেও তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন : এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ **হয়েছি**। এতক্ষণ আমি অঙ্ক **করেছি**।

পুরাঘটিত বর্তমান কালের বিশিষ্ট ব্যবহার :

১. **সাধারণ ভবিষ্যৎ সময় বোঝাতে** : সেও **এসেছে** ('আসবে' অর্থে), আর আমারও **যাওয়া হয়েছে** ('যাব' অর্থে)।
২. **অতীত সময় বোঝাতে** :
i. দশ বছর হলো তার বাবা মারা **গেছেন**। ii. গত মাসে তাকে **দেখেছি**।

অতীত কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

অতীত কাল : যে ক্রিয়া আগে ঘটে গেছে, তার কালকে অতীত কাল বলে। যেমন : আমি গিয়েছিলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হল। পুলিশ ডাকাতকে গুলি **করল**। সে স্কুলে গেল। **শুনলাম** পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে। এখন **বুঝলাম**, তুমি চাঁদা দেবে না।

প্রকারভেদ : অতীত কাল চার প্রকার। যথা :
ক. সাধারণ অতীত খ. নিত্যবৃত্ত অতীত
গ. ঘটমান অতীত ঘ. পুরাঘটিত অতীত

ক. সাধারণ অতীত কাল : বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংঘটন কালই সাধারণ অতীত কাল। যেমন : প্রদীপ নিভে **গেল**। শিকারি পাখিটিকে গুলি **করল**।

সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার :

১. পুরাঘটিত বর্তমান স্থলে : 'এক্ষণে **জানিলাম**, কুসুমে কীট আছে।'
২. বিশেষ ইচ্ছা অর্থে বর্তমান কালের পরিবর্তে : তোমরা যা খুশি কর, আমি বিদায় **হলাম**।

খ. নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণত অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন : আমরা তখন রোজ সকালে নদীর তীরে ভ্রমণ **করতাম**। তিনি প্রত্যহ অফিসে **যেতেন**।

নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার :

১. **কামনা প্রকাশে** : আজ যদি সুমন আসত, কেমন মজা **হতো**।
২. **অসম্ভব কল্পনায়** : i. "আমি যদি জন্ম **নিতেম** কালিদাসের কালে, দৈবে **হতেম** দশম রত্ন নবরত্নের মালে।"
ii. সাতাশ **হতো** যদি একশ সাতাশ!
iii. শৈশবের দিনগুলি যদি ফিরে **আসত**!
৩. **সম্ভাবনা প্রকাশে** : তুমি যদি যেতে, তবে ভালই **হতো**।

গ. ঘটমান অতীত কাল : অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি, ক্রিয়া সংঘটনের এরূপ ভাব বোঝালে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন : কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি **পড়ছিল**। আমরা তখন বই **পড়ছিলাম**।

CamScanner

ঘ. **পুরাঘটিত অতীত কাল :** যে ক্রিয়া অতীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে **পুরাঘটিত অতীত কাল** বলা হয়। যেমন : সেবার তাকে সুস্থই **দেখেছিলাম।**

☞ **পুরাঘটিত অতীত কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :**

১. **অতীতে সংঘটিত ঘটনার নিশ্চিত বর্ণনায় :** পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য মারা **গিয়েছিল।** আমি সমিতিতে সেদিন পাঁচ টাকা নগদ **দিয়েছিলাম।**

২. অতীতে সংঘটিত ক্রিয়ার পরম্পরা বোঝাতে শেষ ক্রিয়াপদে **পুরাঘটিত অতীত কালের** প্রয়োগ হয়। যেমন : বৃষ্টি শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা বাড়ি **পৌঁছেছিলাম।**

ভবিষ্যৎ কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

☞ **ভবিষ্যৎ কাল :** যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটবে, তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : আমি **যাব।**

☞ **প্রকারভেদ :** ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার। যথা : ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ ও গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

ক. **সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল :** যে ক্রিয়া এখনও ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বোঝালে, তাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : আমি কি গাহিব গান (রজনীকান্ত সেন)। শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে।

☞ **সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :**

১. **আক্ষেপ প্রকাশে :** আক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন : কে জানত, আমার ভাগ্য এমন **হবে?** সেদিন কে জানত যে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের ভেরি **বাজবে?**

২. **সন্দেহ প্রকাশে :** অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন : ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে **থাকবেন।** তোমারা হয়তো 'বিশ্বনবি' পড়ে **থাকবে।**

৩. **অনুজ্ঞা ভাব প্রকাশে :** আপনি **যাবেন।**

খ. **ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল :** যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে আরম্ভ হয়ে চলতে থাকবে এমন বোঝায়, তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : তিনি ক্লাসে পড়াতে **থাকবেন।**

☞ **ঘটমান ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার রূপ ও প্রয়োগ :**

১. **নাম পুরুষ সাধারণ :** -ইতে থাকিবে/-তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

২. **নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ :** -ইতে থাকিবেন/-তে থাকবেন। (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)। (সম্ভ্রমাত্মক)

৩. **মধ্যম পুরুষ সাধারণ :** -ইতে থাকিবে/-তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

৪. **মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক :** -ইতে থাকিবি/-তে থাকবি। (করিতে থাকিবি/করতে থাকবি)।

৫. **উত্তম পুরুষ :** -ইতে থাকিব/-তে থাকব। (করিতে থাকিব/করতে থাকব)।

গ. **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল :** ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত করে অতীতে বা বর্তমানে কোনো কাজ হয়েছে, এরূপ সন্দেহ বোঝালে ক্রিয়ার পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়। ক্রিয়ার রূপটি ভবিষ্যৎবাচক হলেও, অর্থে অতীতকে বোঝায় এবং সন্দেহের ভাবটি বর্তমান থাকে। এজন্য এ কালকে সন্দিগ্ধ অতীত কালও বলে। যেমন : হয়তো কোথাও তোমাকে দেখে থাকবে। তুমি ছাড়া আর কে গিয়ে থাকবে?

☞ **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার রূপ ও প্রয়োগ :**

১. **ক্রিয়ার রূপ :** পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি -ইয়া/এ যোগ করে এবং যাক্ ও গম্ ধাতুর সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। যেমন : গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকিব।

২. **প্রয়োগ :**

i. পুরাঘটিত ভবিষ্যতের কালরূপ কখনো কখনো বর্তমান সময় নির্দেশ করে। যেমন : এতক্ষণে সে হয়তো পৌঁছে **থাকবে।**

ii. পুরাঘটিত ভবিষ্যতের কালরূপ সম্ভাব্য অতীত কাল নির্দেশেও সহায়ক। যেমন : কাপটা সম্ভবত নাসিমাই **ভেঙে থাকবে।** তিনিই সম্ভবত একথা **বলে থাকবেন।** এখানে একটু সংশয়ের ভাব আছে, কাজেই পুরাঘটিত ভবিষ্যতের তাত্ত্বিক বৈধতা স্পষ্ট নয়।

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।' এটি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ কাব্যের ভণিতায় Ⓑ স্থায়ী সত্য প্রকাশে
Ⓒ অনিশ্চয়তা প্রকাশে Ⓓ ঐতিহাসিক বর্তমান **Ans Ⓒ**

02. কোন বাক্যে পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়া আছে?
Ⓐ আমরা গিয়েছি Ⓑ সে কি গিয়েছিল?
Ⓒ দেখে এলাম তারে Ⓓ আবার আসিব ফিরে **Ans Ⓑ**

03. 'এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।' কোন বর্তমান কালের উদাহরণ?
Ⓐ পুরাঘটিত বর্তমান Ⓑ ঘটমান বর্তমান
Ⓒ ঘটমান অতীত Ⓓ পুরাঘটিত অতীত **Ans Ⓐ**

04. নিত্যবৃত্ত অতীত কালের উদাহরণ কোনটি?
Ⓐ তুমি পড়তে থাকবে
Ⓑ আমি সেখানে যেতাম
Ⓒ তুমি গিয়েছিলে
Ⓓ আমি লিখে থাকব **Ans Ⓑ**

05. কোনটি সাধারণ অতীত কালের উদাহরণ?
Ⓐ আমরা অঙ্ক করছিলাম Ⓑ বাবা বাড়ি গিয়েছিলেন
Ⓒ আমরা রোজ বেড়াতে যেতাম Ⓓ প্রদীপ নিভে গেল **Ans Ⓓ**

06. আক্ষেপ বোঝাতে অতীতের স্থলে কোন কাল ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ বর্তমান Ⓑ ভবিষ্যৎ
Ⓒ ঘটমান অতীত Ⓓ নিত্যবৃত্ত অতীত **Ans Ⓑ**

07. ক্রিয়া সম্পাদনের সময়কে কী বলে?
Ⓐ ক্রিয়ার প্রকার Ⓑ ক্রিয়ার কাল
Ⓒ ক্রিয়ার ভাব Ⓓ ক্রিয়ার ধরন **Ans Ⓑ**

08. 'আকবর ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।' এটি কোন কাল?
Ⓐ সাধারণ বর্তমান Ⓑ সাধারণ অতীত
Ⓒ ঐতিহাসিক বর্তমান Ⓓ নিত্যবৃত্ত অতীত **Ans Ⓒ**

09. 'কপাল মন্দ না হলে, সে সর্বস্ব হারাবে কেন?' 'হারাবে' কোন কাল?
Ⓐ সাধারণ অতীত
Ⓑ সাধারণ ভবিষ্যৎ অতীত কালের স্থলে
Ⓒ পুরাঘটিত অতীত
Ⓓ সাধারণ বর্তমান **Ans Ⓑ**

10. 'আমি টিকেট করে রাখব।' 'রাখব' কোন কাল?
Ⓐ পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ Ⓑ ঘটমান ভবিষ্যৎ
Ⓒ সাধারণ ভবিষ্যৎ Ⓓ সাধারণ বর্তমান **Ans Ⓐ**

11. বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষভূত করতে ক্রিয়ার কোন কাল হয়?
Ⓐ নিত্যবৃত্ত বর্তমান Ⓑ সাধারণ বর্তমান
Ⓒ সাধারণ ভবিষ্যৎ Ⓓ ঘটমান ভবিষ্যৎ **Ans Ⓑ**

CamScanner

ব্যাকরণ অংশ

অধ্যায় ১৮

সমার্থক বা প্রতিশব্দ (Synonym)

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☞ **সমার্থক শব্দ :** 'সম + অর্থ + ক = সমার্থক' শব্দের অর্থ : সমার্থবোধক, সমার্থসূচক, একার্থবোধক, এক বা অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট। অর্থাৎ যেসব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে বা একই অর্থে ব্যবহার করা চলে, তাদের বলা হয় সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ। বাংলা বৈয়াকরণিকদের পরিভাষায় সমার্থবোধক শব্দ বা প্রতিশব্দের অর্থ হলো বহু অর্থদানকারী শব্দ, যা স্থান ও কালভেদে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

অশরীরী	দেহহীন, অকায়, নৈরাকার, বিদেহ, বিদেহী, অরূপী।
কুহক	মায়া, প্রতারণা, ছলনা, ভ্রম, জাদু, ইন্দ্রজাল।
চতুর	নিপুণ, কুশল, ধূর্ত, ঠগ, চালাক, সপ্রতিভ, বুদ্ধিমান।
জাত	গোত্র, বংশ, কুল, সঞ্চিত, রক্ষিত, শ্রেষ্ঠ, উৎপন্ন, জাতি।
কুমির	নক্র, মকর, ঘড়িয়াল, কুম্ভীর, পিঙ্গচক্ষু, শঙ্খমুখ।

সমার্থক শব্দের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

অন্ধকার : আঁধার, আঁধারি, তমস, তমিস্র, তমিস্রা, তিমির, শর্বর, নভাক।
আকাশ : খ, অন্তরীক্ষ, ব্যোম, দ্যুলোক, অম্বর, অভ্র, ক্রন্দসী, নভ।
আলো : জ্যোতি, নুর, প্রভা, আভা, দীপ্তি, ভাস, বিভা, দ্যুতি, প্রদ্যোত।
আগুন : অগ্নি, পাবক, সর্বভুক, বিভাবসু, হুতাশন, কৃষাণু, বায়ুসখা, বহ্নি।
ইন্দ্র : বাসব, সুরেশ, অধিপতি, দেবপতি, দেবরাজ, পাকনাশন।
ঈশ্বর : বিভু, ঈশ, জগন্নাথ, পৃথ্বীশ, অন্তর্যামী, পরেশ, পরমেশ, দীনেশ।
ইচ্ছা : কামনা, বাসনা, বাঞ্ছা, অভিপ্রায়, অভীপ্সা, এষণা, অভিরুচি।
উজ্জ্বল : দীপ্ত, শোভামান, প্রজ্বলিত, ঝলমলে, দীপ্তিমান, প্রদীপ্ত, ভাস্বর।
উগ্র : কোপন, কর্কশ, ক্রুদ্ধ, রূঢ়, তীক্ষ্ণ, ভয়ানক, অত্যুগ্র, উদগ্র।
উষা : প্রাতঃ, বিভাত, নিশান্ত, অহনা, উষসী, প্রাতকাল, প্রভাত, প্রত্যুষ।
ঋত্বিক : যজি, হোত্রী, হোমক, যাজক, যাজ্ঞিক, হোমী, অবিন, সাগ্নিক।
ঐশ্বর্য : সম্পদ, বিত্ত, তোষা, ধনরত্ন, মহিমা, বৈভব, প্রতিপত্তি, প্রভুত্ব।
ঔদ্ধত্য : ধৃষ্টতা, বিরুদ্ধাচরণ, দম্ভ, দেমাক, অবিনয়, উগ্রতা, অবাধ্য।
কন্যা : দুহিতা, দুলালি, তনুজা, দারিকা, তনয়া, পুত্রী, ঝি, নন্দিনী।
কুল : যুথ, বংশ, জাতি, বর্ণ, সমূহ, শ্রেণি, জাত, গোত্র, গোষ্ঠী।
কবুতর : রেবতক, নোটন, লোটন, পায়রা, পারাবত, কপোত, লক্কা।
কূল : তট, তীর, কাঁধার, তীরভূমি, বেলা, বেলাভূমি, সৈকত, ধার।
কাক : বায়স, বলিভুক, পরভৃৎ, অন্যভৃৎ, কাণুক, বৃক, কাকাল।
কপাল : ললাট, ভাল, ভাগ্য, অলিক, অদৃষ্ট, নিয়তি, গোধি, রগ।
কোকিল : অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, পরভৃত, বসন্তদূত, পিক।
খবর : সমাচার, উদন্ত, বার্তা, তথ্য, বিবরণ, সংবাদ, বৃত্তান্ত, সন্দেশ।
গরু : গো, পয়স্বিনী, গাভী, ধেনু।
গাছ : বৃক্ষ, তরু, পাদপ, দ্রুম, পত্রী, স্কন্ধী, পল্লবী, বিটপী, অটবী।
ঘন : ঘোর, নিবিড়, গাঢ়, গভীর, জমাট, অভ্র, মেঘ, বিগাঢ়, সান্দ্র।
ঘর : নিকেতন, আবাস, সদন, প্রকোষ্ঠ, কোষ্ঠ, কাটরা, ঘুপসি।
ঘোড়া : অশ্ব, ঘোটক, হয়, বাজী, তুরগ, তুরঙ্গম, তুরঙ্গ, কীকট, বামী।
চোখ : আঁখি, চক্ষু, নেত্র, লোচন, নয়ন, নয়না, দর্শনেন্দ্রিয়, আঁখ, অক্ষি।
চন্দ্র : বিধু, সোম, নিশাকর, শশধর, রাকেশ, ইন্দু, মৃগাঙ্ক, সুধাংশু।
চুল : কেশ, অলক, কচ, কুন্তল, চুলক, শিরোজ, মূর্ধজ, চিকুর, কৃশলা।
ছবি : আলেখ্য, প্রতিমূর্তি, কান্তি, শোভা, দীপ্তি, পট, চিত্র, নকশা।
জ্যোৎস্না : জোছনা, চন্দ্রালোক, কৌমুদী, চন্দ্রিমা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রকর, চন্দ্রপ্রভা।
জলাশয় : দিঘি, জলা, সরোবর, পুকুর, পুষ্করিণী, হ্রদ, সরস, পল্বল।
জল : অম্বু, অপ, উদক, পয়ঃ, ইরা, ইলা, পুষ্কর, তোয়, নীর, সলিল।
ঠাট্টা : তামাশা, পরিহাস, উপহাস, রসিকতা, মশকরা, বিদ্রূপ।
ঠোঁট : অধর, চঞ্চু, ওষ্ঠাধর, ওষ্ঠ, সৃক্কণী, সৃক্ক, সৃক্কণ, কশ, রদচ্ছদ।
ঢেউ : তরঙ্গ, ঊর্মি, কল্লোল, হিল্লোল, বীচি, লহর, লহরী, মউজ।
দীন : দরিদ্র, নিঃস্ব, গরিব, হীন, অসহায়, দুস্থ, করুণ, অর্থহীন, নির্ধন।
দিন : দিবস, সাবন, অহ্ন, বার, অহনা, দিনরজনী, অহোরাত্র, অহ।
ধবল : সাদা, ধলা, সফেদ, সিত, শ্বেত, শুক্ল, শুভ্র।
নর : লোক, মনুষ্য, পুরুষ, জন, মানব, মানুষ।
নদী : সরিৎ, গিরি-নিঃস্রাব, ধুনী, তটিনী, তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, নির্ঝরিণী।
নারী : রমা, রামা, বামা, অঙ্গনা, কামিনী, তন্বী, শুচিস্মিতা, জনি, কান্তা।
পুত্র : তনয়, ছেলে, তনুজ, দারক, আত্মজ, নন্দন, তনূদ্ভব, স্বজ।
পৃথিবী : মেদিনী, মহি, ক্ষিতি, পৃথ্বী, বসুন্ধরা, অবনী, ধরণী, ভূ, মর্ত্য।
পাথর : প্রস্তর, পাষাণ, শিলা, শিল, উপল, অশ্ম, কাঁকর, কঙ্কর, শর্করা।
পাহাড় : পর্বত, অদ্রি, ভূধর, নগ, অচল, মেদিনীধর, শৈল, ক্ষিতিধর।
পদ্ম : নলিন, নলিনী, উৎপল, অরবিন্দ, কোকনদ, ইন্দিবর, কঞ্জ।
পাখি : পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গ, দ্বিজ, খেচর, খগ, পতত্রী, কণ্ঠাগ্নি, উৎপত।
ফুল : পুষ্প, কুসুম, প্রসূন, মুঞ্জরি, পুষ্পক, সুমন, মণীবক।
বধূ : পত্নী, অঙ্গনা, কলত্র, জায়া, স্ত্রী, গিন্নি, দারা, বনিতা, ভার্যা।
বন্যা : প্লাবন, আপ্লাব, বিপ্লাব, প্লাব, জলোচ্ছ্বাস, সমপ্লাব, বান।
বাতাস : পবন, মরুৎ, অনিল, বাত, প্রভঞ্জন, জগদ্বল, নভস্বান, সমীর।
বন : অরণ্য, জঙ্গল, বিপিন, কানন, অরণ্যানী, অটবী, ঝোপজঙ্গল।
বোন : স্বসা, ভগিনী, ভগ্নী, মহোদরা, জামি, বহিন, সোদরা।
বিদ্যুৎ : দামিনী, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চিকুর, চপলা, তড়িৎ, অচির।
ভ্রমর : অলি, শিলীমুখ, ভ্রমরক, দ্বিরেফ, ভোমরা, ভৃঙ্গ, মধুলেহ।
মাতা : জননী, অম্বালা, অম্বিকা, অম্বা, প্রসূতি, জনিকা, মা, জনী।
মেঘ : বলাহক, অম্বুদ, বারিদ, নীরদ, জলদ, পয়োদ, পয়োধর, জীমূত।
মৌমাছি : মধুমক্ষিকা, মধুকর, মধুপ, মধুলিট, মধুজীব, মধুকৃৎ, মধুলেহ।
মোরগ : কুক্কুট, অগ্নিচূড়, পেরু, টার্কি, বন মোরগ, বন কুক্কুট, কুক্কুটী।
যুদ্ধ : আহব, বিগ্রহ, সমর, সমীক, যুঝ, প্রঘাত, রণ, সম্মর্দ, সংযুগ।
রাত্রি : অমা, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী, নিশীথিনী, ক্ষণদা, নিশীথ, তমা।
রাজা : ভূপ, নৃপ, ক্ষিতীশ, মহীশ, নরেন্দ্র, ভূপাল, নরেশ, নৃপমণি।
শত্রু : বৈরী, অরি, অরাতি, রিপু, দুশমন, অমিত্র, অবন্ধু, প্রতিপক্ষ।
শিখর : অগ্র, শীর্ষ, চূড়া, পর্বতশৃঙ্গ, উপরিভাগ, শীর্ষদেশ।
শরীর : দেহ, অঙ্গ, গা, গাত্র, বপু, তনু, গতর, কন্ধ, অঙ্গক, বর্ষ্ম।
ষণ্ড : ষাঁড়, বদল, বৃষভ, ঋষভ, শাক্কর, শক্ক, বৃষ, দামড়া, গোনাথ।
সূর্য : আফতাব, মিহির, অর্ক, বালার্ক, ভানু, ভাস্কর, মার্তণ্ড, সবিতা।
সমুদ্র : রত্নাকর, অম্বুধি, জলধি, বারিধি, উদধি, পয়োধি, অর্ণব, প্রচেতা।
সিংহ : পশুরাজ, হর্যক্ষ, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ, মৃগপতি, কেশরী, সিংহী।
স্বর্গ : সুরসদ্ম, সুরসভা, দণ্ডিক, ধ্রুবলোক, সুরালয়, ত্রিদিব, দ্যুলোক।
স্বর্ণ : কাঞ্চন, কনক, হেম, হিরণ্য, সুবর্ণ, হিরণ, কর্বুর, মহাধাতু।
সাপ : সর্প, ভুজগ, ভুজঙ্গ, উরগ, পন্নগ, অহি, উরঙ্গ, দ্বিরসন, ভুজঙ্গম।
হস্ত : ভুজ, হস্তক, পাণি, কর, বাহু, হাত।
হরিণ : সারঙ্গ, কুরঙ্গম, সুনয়ন, ঋষ্য, মৃগ, কুরঙ্গ।
হাতি : করী, দ্বিপ, কুঞ্জর, দন্তী, দ্বিরদ, ঐরাবত, মাতঙ্গ, গজ।

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'রাতুল' শব্দের অর্থ–
Ⓐ লাল মোরগ Ⓑ লাল পদ্ম
Ⓒ লাল শালুক Ⓓ লাল
Ans Ⓓ

02. 'নীর' এর সমার্থক শব্দ–
Ⓐ অগ্নি Ⓑ চন্দ্র
Ⓒ গৃহ Ⓓ বারি
Ans Ⓓ

03. সমার্থক শব্দগুচ্ছ নির্দেশ কর–
Ⓐ পঙ্কজ, শতদল, অরবিন্দ Ⓑ রামা, বামা, কামিনী
Ⓒ ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, তরঙ্গিনী Ⓓ ঘন, জলধর, তরল
Ans Ⓐ

04. 'কান্না' এর সমার্থক শব্দ–
Ⓐ বিলাপ Ⓑ আহাজারি
Ⓒ রোনাজারি Ⓓ অশ্রু
Ans Ⓒ

05. 'জাঙ্গাল' এর প্রতিশব্দ–
Ⓐ স্তূপ Ⓑ আবর্জনা
Ⓒ বাঁধ Ⓓ জঙ্গল
Ans Ⓒ

06. 'সমুদ্র' শব্দটির প্রতিশব্দ–
Ⓐ রত্নাকর Ⓑ অম্বুজ
Ⓒ জলদ Ⓓ বরুণ
Ans Ⓐ

07. 'সংসর্প' শব্দের অর্থ–
Ⓐ হিংস্র Ⓑ উদার
Ⓒ আঁকাবাঁকা Ⓓ উন্মুক্ত
Ans Ⓒ

08. 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ কাক Ⓑ পেঁচা
Ⓒ ময়ূর Ⓓ জলহস্তী
Ans Ⓒ

09. 'শীল' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
Ⓐ পাথর Ⓑ ঘর্ষণ
Ⓒ অবসান Ⓓ চরিত্র
Ans Ⓓ

10. 'নৈকট্য' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
Ⓐ আকাঙ্ক্ষা Ⓑ আসক্তি
Ⓒ আসত্তি Ⓓ অনুরাগ
Ans Ⓒ

11. 'অমিত' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
Ⓐ অপূর্ব Ⓑ বেশি
Ⓒ আকুল Ⓓ নিশ্চিত
Ans Ⓑ

12. কোনটি ভিন্নার্থক?
Ⓐ নৃপতি Ⓑ ভূপতি
Ⓒ নগেন্দ্র Ⓓ নরেন্দ্র
Ans Ⓒ

13. প্রতিশব্দদ্বয়–
Ⓐ প্যান্ট-কোর্তা Ⓑ মৎস-মাংস
Ⓒ লাল-লোহিত Ⓓ ফ্রুট-ফুল
Ans Ⓒ

14. 'বলাহক' এর সমার্থ–
Ⓐ জলাশয় Ⓑ নদী
Ⓒ মেঘ Ⓓ আকাশ
Ans Ⓒ

15. 'চাঁদ' এর সমার্থক শব্দ–
Ⓐ ভানু Ⓑ নিশীথিনী
Ⓒ কোমলকান্ত Ⓓ রজনীকান্ত
Ans Ⓓ

16. 'হেলাল' শব্দের সমার্থ–
Ⓐ রাকা Ⓑ আদিত্য
Ⓒ অংশুমান Ⓓ ফাল্গুনী
Ans Ⓐ

17. কোনটি সমার্থক শব্দ নয়?
Ⓐ অর্ক Ⓑ জীমূত
Ⓒ তপন Ⓓ মিহির
Ans Ⓑ

18. 'অপাঙ্গ' শব্দের অর্থ–
Ⓐ প্রতি অঙ্গ Ⓑ আপাদমস্তক
Ⓒ ভিন্নাঙ্গ Ⓓ দৃষ্টিকোণ
Ans Ⓓ

19. 'ভূয়িষ্ঠ' শব্দের অর্থ–
Ⓐ ভূমিজাত Ⓑ ভূমিলগ্ন
Ⓒ ভুয়া Ⓓ প্রচুর
Ans Ⓓ

20. কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ?
Ⓐ গজ Ⓑ তুরগ
Ⓒ দ্বিরদ Ⓓ করী
Ans Ⓑ

ব্যাকরণ অংশ
অধ্যায় ১৯

বিপরীতার্থক শব্দ (Antonym)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☞ **বিপরীতার্থক শব্দ :** কোনো শব্দের বিপরীত অর্থবোধক শব্দকে সে শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ বলে। যেমন : সৌখিন– পেশাদার, স্বকীয়– পরকীয়।

☞ **বিপরীত শব্দ গঠনে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ :**

০১. শব্দের গঠনগত ও শ্রেণিগত সমতা বজায় রাখা। যেমন : লঘুত্ব– গুরুত্ব।

০২. সংস্কৃত অর্থাৎ তৎসম শব্দের বিপরীতে একই শ্রেণির শব্দ তথা তৎসম শব্দ ব্যবহার করা। তৎসম শব্দের বিপরীতে কোনো অবস্থাতেই অ-তৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি) শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন : 'জন্ম– মরা' না হয়ে হবে 'জন্ম– মৃত্যু', 'ভ্রাতা– বোন' না হয়ে হবে 'ভ্রাতা– ভগ্নী' ইত্যাদি। এরকম : সম্মুখে– পশ্চাতে কিন্তু সামনে– পেছনে।

০৩. অনুরূপভাবে তদ্ভব শব্দের বিপরীতে তদ্ভব শব্দ, দেশি শব্দের বিপরীতে দেশি শব্দ ও বিদেশি শব্দের বিপরীতে বিদেশি শব্দ ব্যবহার করা। যেমন : হাসি– কান্না, প্রফিট– লস, পাশ– ফেল।

০৪. মূল শব্দ এবং বিপরীত শব্দের লিঙ্গ একই রকম হবে। অর্থাৎ মূল শব্দ পুরুষবাচক হলে বিপরীত শব্দ পুরুষবাচক এবং মূল শব্দ স্ত্রীবাচক হলে বিপরীত শব্দ স্ত্রীবাচক হবে। যেমন : দোষী (পুং)– নির্দোষ (পুং.), সুন্দরী (স্ত্রী.)– অসুন্দরী (স্ত্রী.)।

০৫. মূল শব্দটি যে পদ ও কারক-বিভক্তি নির্দেশ করে বিপরীত শব্দেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বজায় রাখা। যেমন : ঘরে– বাইরে।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিপরীতার্থক শব্দের উদাহরণ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অনুরক্ত	বিরক্ত	অব্যক্ত, গুপ্ত	ব্যক্ত
অণু	বৃহৎ	অপমান	মান
আদিষ্ট	নিষিদ্ধ	আগমন	নির্গমন
আকুঞ্চন	প্রসারণ	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
ইতিবাচক	নেতিবাচক	ইদানীন্তন	তদানীন্তন
ইহলৌকিক	পারলৌকিক	ইতর	ভদ্র
ঈর্ষা	প্রীতি	ঈপ্সা	অনীপ্সা

CamScanner

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
ঈপ্সিত	অনীপ্সিত	উন্মুখ	বিমুখ
উক্ত	অনুক্ত	উদ্ধার	হরণ
উত্তরণ	অবতরণ	উদার	সংকীর্ণ
উষা	সন্ধ্যা	ঊর্ধ্ব	অধঃ/নিম্ন
এঁড়ে	বকনা	ঋজু	বক্র
ঐহিক	পারত্রিক	ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
কৃপণ	বদান্য	কোমল	কর্কশ
কাপুরুষ	বীরপুরুষ	ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
ক্ষমা	শাস্তি	ক্ষুণ্ণ	প্রসন্ন
ক্ষণস্থায়ী	দীর্ঘস্থায়ী	ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান
ক্ষয়	বৃদ্ধি	খাতক	মহাজন
খেদ	আহ্লাদ	খুচরা	পাইকারি
গাম্ভীর্য	চাপল্য	গুরু	লঘু
গেঁয়ো	শহুরে	গুরু	শিষ্য
গম্ভীর	চপল/সহাস্য	গণ্য	নগণ্য
ঘাতক	পালক	চোর, তস্কর	সাধু
চিন্ময়	মৃন্ময়/অচেতন	চেতন	জড়
ছেঁড়া	আছেঁড়া/আস্ত	জরা	যৌবন
জ্বলন	নির্বাপণ	জরিমানা	বকশিশ
জাগরণ	তন্দ্রা	জ্ঞেয়	অজ্ঞেয়
ঝানু	অপটু/আনাড়ি	ঝঞ্ঝাট	নির্ঝঞ্ঝাট
টাটকা	বাসি	টিমটিম	জ্বলজ্বল
ঢিলেঢালা	আঁটসাঁট	তিমির	আলোক
ত্বরিত	শ্লথ	ত্বরা	ধীরতা/বিলম্ব
তেজি	মেদা, মন্দা	দরদি	নির্মম
দুরন্ত	শান্ত	দারক	দুহিতা
দ্যুলোক	ভূলোক	দুর্বিষহ	সুসহ
দ্রুত	মন্থর	ধৃত	মুক্ত
ধনী	নির্ধন	ধনাত্মক	ঋণাত্মক
ধূর্ত	সরল	নিন্দিত	নন্দিত

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
নির্লজ্জ	সলজ্জ/লাজুক	নির্মল	পঙ্কিল
নৈঃশব্দ	সশব্দ	নিষেধ	অনুমতি
নিরপেক্ষ	সাপেক্ষ	নিষ্কৃতি	বন্ধন
প্রশস্ত	সংকীর্ণ	প্রফুল্ল	ম্লান
প্রাচ্য	প্রতীচ্য/পাশ্চাত্য	পুরস্কার	তিরস্কার
পূর্বাহ্ণ	অপরাহ্ণ	পালক	পালিত
ফতে (জয়)	পরাজয়	বাচাল	স্বল্পভাষী
বৈসাদৃশ্য	সাদৃশ্য	বিষ/গরল	অমৃত/সুধা
বিপন্নতা	সফলতা	বর্জন	গ্রহণ
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত	বিয়োগান্ত	মিলনান্ত
ভূত	ভবিষ্যৎ	ভদ্র	ইতর
ভোঁতা	ধারালো/চোখা	ভাবনা	নির্ভাবনা
ম্লান, অনুজ্জ্বল	উজ্জ্বল	মান্য	ঘৃণ্য
মূর্ত	বিমূর্ত	মত্ত	নির্লিপ্ত
যজমান	পুরোহিত	মঞ্জুর	নামঞ্জুর
যৌবন	বার্ধক্য	যুক্ত	বিযুক্ত
যুগল	একক	যোজক	প্রণালি
রজত	স্বর্ণ	যোজন	বিয়োজন
লব	হর	লেখ্য	কথ্য, পাঠ্য
লিপ্সা	বিরাগ	লৌকিক	অলৌকিক
লেশ	যথেষ্ট	লিপ্ত	নির্লিপ্ত
শবল	একবর্ণা	শ্যামল	গৌরাঙ্গ
শাক্ত	বৈষ্ণব	শৈত্য/নিস্তাপ	তাপ
শুক্লপক্ষ	কৃষ্ণপক্ষ	শ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধা
শয়ন	উত্থান	শাসন	সোহাগ
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র	সদাচার	কদাচার
স্থাবর	জঙ্গম/অস্থাবর	সম্পদ	অভাব
হ্রাস	বৃদ্ধি	হতবুদ্ধি	স্থিতবুদ্ধি
হর্ষ	বিষাদ	হলাহল	অমৃত

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'অনুগ্রহ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ আগ্রহ Ⓑ নিগ্রহ
Ⓒ সাগ্রহ Ⓓ উপগ্রহ — Ans B

02. 'অপচয়' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ সাশ্রয় Ⓑ কৃচ্ছতা
Ⓒ কৃপণতা Ⓓ বিলাসী — Ans A

03. 'ধনিক' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ নির্ধন Ⓑ দরিদ্র
Ⓒ নিঃস্ব Ⓓ শ্রমিক — Ans A

04. 'লগ্ন' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ গুরু Ⓑ শেষ
Ⓒ চ্যুত Ⓓ ভোলা — Ans C

05. 'পঙ্কিল' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ পরিচ্ছন্ন Ⓑ উজ্জ্বল
Ⓒ নির্মল Ⓓ অম্লান — Ans C

06. 'গৌরব' এর বিপরীত অর্থজ্ঞাপক শব্দ–
Ⓐ অপমান Ⓑ অমর্যাদা
Ⓒ লাঘব Ⓓ লজ্জা — Ans C

07. 'যাযাবর' এর বিপরীত শব্দ–
Ⓐ গৃহকাতর Ⓑ ঘরকুনো
Ⓒ গৃহী Ⓓ গৃহগত — Ans C

08. 'উগ্র' এর বিপরীতার্থক শব্দ–
Ⓐ সৌম্য Ⓑ ভদ্র
Ⓒ অগ্র Ⓓ সুশীল — Ans A

09. 'অহ' এর বিপরীতার্থক শব্দটি চিহ্নিত কর–
Ⓐ সূর্য Ⓑ গতি
Ⓒ অপর Ⓓ রাত্রি — Ans D

10. 'ভূত' এর বিপরীতার্থক শব্দ–
Ⓐ বর্তমান Ⓑ ভাবী
Ⓒ প্রেত Ⓓ সম্ভব — Ans B

11. 'সচেষ্ট' এর বিপরীত শব্দ কী?
Ⓐ প্রচেষ্ট Ⓑ স্বনিষ্ঠ
Ⓒ নিশ্চেষ্ট Ⓓ অকর্মণ্য — Ans C

12. 'মর্সিয়া' এর বিপরীত অর্থ–
Ⓐ শোকগাথা Ⓑ লোকগাথা
Ⓒ জীবনগাথা Ⓓ আনন্দগাথা — Ans D

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

13. 'স্থির' এর বিপরীত শব্দ–
Ⓐ জঙ্গল Ⓑ চঞ্চল Ⓒ আবর্ত Ⓓ সুস্থির **Ans Ⓑ**

14. 'অর্থী' এর বিপরীত শব্দ–
Ⓐ প্রার্থী Ⓑ প্রত্যর্থী Ⓒ প্রার্থনাকারী Ⓓ যাচক **Ans Ⓑ**

15. 'প্রাচীন' এর বিপরীত শব্দ–
Ⓐ তরুণ Ⓑ অপ্রাচীন Ⓒ অর্বাচীন Ⓓ নূতন **Ans Ⓒ**

16. 'শৌখিন' এর বিপরীতার্থক শব্দ–
Ⓐ কুশলী Ⓑ নোংরা Ⓒ পেশাদার Ⓓ দুর্জন **Ans Ⓒ**

17. 'ঢ্যাঙা' শব্দের বিপরীতার্থক হলো–
Ⓐ খাটো Ⓑ লম্বা Ⓒ ফর্সা Ⓓ শ্যাম **Ans Ⓐ**

18. 'উন' শব্দের বিপরীতার্থক হলো–
Ⓐ খালি Ⓑ শূন্য Ⓒ ভর্তি Ⓓ মিত **Ans Ⓒ**

19. 'ধৃত' শব্দের বিপরীতার্থক কোনটি?
Ⓐ ধূর্ত Ⓑ ধীর Ⓒ মুক্ত Ⓓ মন্থর **Ans Ⓒ**

20. 'সংহত' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
Ⓐ বিবৃত Ⓑ বিভক্ত Ⓒ অসংযত Ⓓ অশক্ত **Ans Ⓑ**

21. 'আড়ি' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
Ⓐ উন্নত Ⓑ বিনয় Ⓒ উষ্ণ Ⓓ ভাব **Ans Ⓓ**

22. 'তিরস্কার' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ অনুদান Ⓑ উপহার Ⓒ পুরস্কার Ⓓ পরিষ্কার **Ans Ⓒ**

ব্যাকরণ অংশ

অধ্যায় ২০

বাক্য সংক্ষেপণ বা বাক্য সংকোচন

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. **বাক্য সংক্ষেপণ :** একটি বাক্য বা বাক্যাংশকে অর্থ অপরিবর্তিত রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বাক্য সংকোচন বা বাক্য সংক্ষেপণ বলে। যেমন : অশ্ব-রথ-হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার– **চতুরঙ্গ**।

২. **ড. মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হোসেনের মতে,** একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে তাকে বাক্য সংক্ষেপণ বলে। যেমন : অঘটন ঘটাতে অতিশয় পটু– **অঘটনঘটনপটীয়সী**।

গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সংক্ষেপণের উদাহরণ

অ

অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার– **ভূয়োদর্শী**।
অরণ্যেরঅগ্নিকাণ্ড– **দাবানল/দাবাগ্নি**।
অতিশয় রক্ষণশীল– **দুর্মর**।
অন্য সহায় নেই যার– **অনন্যসহায়**।
অনেকের মধ্যে একজন– **অন্যতম**।
অগ্নি উৎপাদনের কাঠ– **অরণি**।
অন্য কর্তৃক বিবাহিতা– **পরোঢ়া**।
অতি নিপুণ কারিগর– **ওস্তাগর**।
অশ্ব রাখার স্থান– **আস্তাবল**।
অলঙ্কারের ধ্বনি– **শিঞ্জন**।

আ

আদরিণী কন্যা– **দুলালী**।
আরম্ভ করা হয়েছে এমন– **আরব্ধ**।
আকাশ ও পৃথিবী– **ক্রন্দসী**।
আপনার রঙ যে লুকায়– **বর্ণচোরা**।
আরোহণ করেছে এমন– **আরূঢ়**।
আশা ভঙ্গজনিত খেদ– **বিষাদ**।
আট মাসে জন্মেছে যে– **আটাশে**।
আকস্মিক দুর্দৈব– **উপদ্রব**।
আঘাতের বিপরীত– **প্রতিঘাত**।
আহ্বান করা হয়েছে যাকে– **আহূত**।
আত্মার সম্বন্ধীয় বিষয়– **আধ্যাত্মিক**।
আড় চোখে চাউনি– **কটাক্ষ**।
আঙুর ফল– **দ্রাক্ষা**।
আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে– **পণ্ডিতম্মন্য**।

ই

ইহলোকে সামান্য নয়– **অলোকসামান্য**।
ইন্দ্রিয়ের সংযম– **দম**।
ইন্দ্রের অশ্ব– **উচ্চৈঃশ্রবা**।
ইষ্টক নির্মিত গৃহ – **অট্টালিকা**।
ইতিহাস রচনা করেন যিনি– **ঐতিহাসিক**।
ইতঃপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি– **দাগি**।

ঈ

ঈষৎ চঞ্চল– **আলোল**।
ঈষৎ পাংশুবর্ণ– **ধূসর**।
ঈষৎ লাল হয়েছে এমন– **আরক্তিম**।
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার– **আঁষটে**।
ঈষৎ হাস্য– **স্মিত**।
ঈষৎ উষ্ণ– **কবোষ্ণ**।

উ

উপমা নেই যে নারীর– **নিরুপমা**।
উৎসবের নিমিত্ত নির্মিত গৃহ– **মণ্ডপ**।
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধন– **ঋক্থ**।
উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার– **প্রত্যুৎপন্নমতি**।
উরস বা বুকে ভর দিয়ে চলে যে– **উরগ**।
উটের/হস্তীর শাবক– **করভ**।
উচ্চ শব্দ– **নির্ঘোষ**।
উচিতের অভাব– **অনৌচিত্য**।
উলুউলু ধ্বনি– **অলোলিকা**।

ঊ

ঊর্ধ্বমুখে সাঁতার– **চিৎ সাঁতার**।
ঊরুর হাড়– **ঊবস্থি**।
ঊর্ধ্বে গমনশীল– **ঊর্ধ্বগামী**।
ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা– **অবতরণ**।

ঋ

ঋণগ্রস্ত অবস্থা– **ঋণিতা**।
ঋষির উক্তি– **আর্য**।
ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি– **ঋত্বিক**।
ঋষির ন্যায়– **ঋষিকল্প**।
ঋণ দেয় যে– **উত্তমর্ণ**।
ঋণ নেয় যে– **অধমর্ণ**।

এ

এক স্ত্রী সত্ত্বেও পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ– **অধিবেদন**।
একের পরিবর্তে অপরের সই– **বকলম**।
এক যুগের সারা, অন্য যুগের শুরু– **যুগসন্ধি**।
একান্ত অনুগত বা ভক্ত– **নেওটা**।
একা একা কথা বলা– **স্বগতোক্তি**।
একই পথের পথিক– **হামরাহী**।
একই সময়ে– **যুগপৎ**।
একই সময়ে বর্তমান– **সমসাময়িক**।

ঐ

ঐক্যের অভাব আছে যাতে– **অনৈক্য**।
ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি– **ঐশ্বর্যবান**।

ও

ওষ্ঠ ও অধর– **ওষ্ঠাধর**।
ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য বর্ণ– **ঔষ্ঠ্য**।
ওষধি থেকে উৎপন্ন– **ঔষধ**।
ওষ্ঠের নিকট আগত– **ওষ্ঠাগত**।

ঔ

ঔষধ সংযোগে রক্ষিত মৃতদেহ– **মমি**।
ঔষধ সম্বন্ধীয়– **ঔষধীয়**।
ঔষধের বিপণি– **ঔষধালয়**।
ঔষধের আনুষঙ্গিক সেব্য– **অনুপান**।
ঔষধকেই যে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছেন– **ঔষধাজীবী**।

ক

কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি– **অমাবস্যা**।
কর্মে যার ক্লান্তি নেই– **অক্লান্তকর্মী**।
কুবেরের ধন রক্ষক– **যক্ষ**।
কুল ত্যাগ করে যে– **কুলটা**।
কুমারীর পুত্র– **কানীন**।
ক্রীড়নশীল তরঙ্গ– **চলোর্মি**।
কুকুরের ডাক– **বুক্কন**।
কর্কশ ধ্বনি– **ক্রেঙ্কার**।
ক্রমাগত অশ্রু ঝরছে এমন– **গলদশ্রু**।

খ

খাজনা আদায় করে যে– **খাজাঞ্চি**।
খরচের হিসাব নেই যার– **বেহিসেবি**।
খুব দীর্ঘ নয় – **নাতিদীর্ঘ**।
খেয়াপার করে যে– **পাটনী**।

গ

গজের মুখের মতো মুখ যার– **গজানন**।
গমন করতে পারে যে– **জঙ্গম**।
গমনের ইচ্ছা– **জিগমিষা**।
গর্দভের বাসস্থান– **খরশাল**।
গুরুর পত্নী– **গুর্বী**।
গ্রন্থাদির অধ্যায়– **স্কন্ধ**।
গ্রহণ করার ইচ্ছা– **জিঘৃক্ষা**।
গ্রন্থাদির টীকা– **দীপিকা**।
গো দোহনকারী কন্যা– **দুহিতা**।
গুরুর ভাব– **গরিমা**।
গোপন করার ইচ্ছা– **জুগুপ্সা**।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

ঘ

ঘর্ষণ বা পেষণজাত গন্ধ– **পরিমল**।
ঘোড়ার কদমের শব্দ– **দড়বড়**।
ঘোড়ার ডাক– **হ্রেষা**।
ঘ্রাণের যোগ্য– **ঘ্রেয়**।

চ

চক্ষুর নিমেষকাল– **পলক**।
চর্বিত খাদ্যের পুনরায় চর্বণ– **জাবর**।
চর্চা করা হয়নি এমন– **অননুশীলিত**।
চোখের কোণ– **অপাঙ্গ**।
চৈত্র মাসের ফসল– **চৈতালি**।
চোখের সুখ– **প্রিয়দর্শন**।
চিত্তের তৃপ্তিদায়ক– **দিলখোশ**।
চোখের দ্বারা গৃহীত– **গোচর**।
চিবিয়ে খেতে হয় যা– **চর্ব্য**।
চুষে খাওয়া হয় যা– **চুষ্য**।
চৌত্রিশ বর্ণের স্তব– **চৌতিশা**।
চেঁটে খাওয়ার যোগ্য– **লেহ্য**।

ছ

ছয় মাস অন্তর ঘটে– **ষাণ্মাসিক**।
ছন্দে নিপুণ যিনি– **ছান্দসিক**।
ছেলে ধরে যে– **ছেলেধরা**।
ছুতারের বৃত্তি (কাজ)– **তক্ষণ**।
ছেঁড়া হয়েছে এমন– **ছিন্ন**।

জ

জতুনির্মিত গৃহ– **জতুগৃহ**।
জয়সূচক যে উৎসব– **জয়ন্তী**।
জয় করা হয়েছে– **জিত**।
জানা যায় না যা– **অজ্ঞেয়**।
জন্মেনি যে– **অজ**।
জন্মকাল হতে– **জন্মাবধি**।
জটা আছে যাতে– **জটিল**।

ঝ

ঝাড়মোছ হয় যার দ্বারা– **ঝাড়ন**।
ঝন ঝন শব্দ– **ঝঙ্কার/ঝনৎকার**।
ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা– **ঝাপটা**।
ঝট করে টান– **ঝটকা**।

ট

টাইমের বাইরে– **বেটাইম**।
টোল পড়েনি এমন– **নিটোল**।

ঠ

ঠান্ডায় পীড়িত– **শীতার্ত**।
ঠাকুরের ভাব– **ঠাকুরানি**।

ঙ

ডালিমের কুঁড়ি– **আনারকলি**।
ডোম জাতীয় স্ত্রীলোক– **ডোম্বী**।

ঢ

ঢাক বাজায় যে– **ঢাকী**।
ঢিপির মতো– **ঢেপসা**।
ঢেউয়ের ফলে ছলাচ্ছলাৎ শব্দ– **ছলছল**।
ঢোঁক গিলে কথা বলা– **ইতস্তত করা**।

ত

তন্তু থেকে জাত– **তন্তুজ**।
তিন ভাগের এক ভাগ– **তেহাই**।
ত্যাগ করা হচ্ছে এমন– **ত্যাজ্য**।
ত্বরায় গমন করে যে– **তুরগ**।
তুলা থেকে তৈরি– **তুলট**।
তোপের ধ্বনি– **গুড়ুম**।
তল স্পর্শ করা যায় না যার– **অতলস্পর্শী**।

থ

থাবার আঘাত– **থাপড়/থাপ্পড়**।
থেমে থেমে চলার যে ভঙ্গি– **ঠমক**।

দ

দমন করা যায় না যাকে– **অদম্য**।
দমন করা কষ্টকর যাকে– **দুর্দমনীয়**।
দাড়ি জন্মেনি যার– **অজাতশ্মশ্রু**।
দ্বীপে জন্ম হয়েছে যার– **দ্বৈপায়ন**।
দু মনুর শাসনের সন্ধিকাল– **মন্বন্তর**।
দেখার ইচ্ছা– **দিদৃক্ষা**।
দণ্ড দিবার যোগ্য– **দণ্ডনীয়, দণ্ডার্হ**।

ধ

ধনের দেবতা– **কুবের**।
ধূলার মতো রং যার– **পাংশুল**।
ধীরে যে গমন করে– **ধীরগামী/মন্দগামী**।
ধোয়ার ন্যায় বর্ণযুক্ত– **ধোঁয়াটে**।
ধ্যানে মগ্ন যিনি– **ধ্যানস্থ**।
ধূলায় পরিণত– **ধূলিসাৎ**।
ধার করতে ইচ্ছুক– **ঋণপ্রার্থী**।

ন

নারীর লীলায়িত নৃত্য– **লাস্য**।
নিন্দার যোগ্য নয় যা– **অনিন্দনীয়**।
নিবারণ করা যায় না এমন– **অনিবার্য**।
নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে– **নিদাঘ**।
নিজেকে যে নিজেই সৃষ্টি করেছে– **স্বয়ম্ভূ**।
নিজের দ্বারা অর্জিত– **স্বোপার্জিত**।
নূপুরের ধ্বনি– **নিক্বণ**।

প

পরকে প্রতিপালন করে যে– **পরভৃৎ**।
পরের দ্বারা প্রতিপালিত যে– **পরভৃত**।
পরিব্রাজকের ভিক্ষা– **মাধুকরী**।
পরিমাণ মতো খায় যে– **মিতাহারী**।

ফ

ফল প্রসব করে যা– **ফলপ্রসূ**।
ফিকা কমলা রং– **বাসন্তী**।
ফুল হতে জাত– **ফুলেল**।
ফেনাসহ বর্তমান– **সফেন**।

ব

বিধবা হওয়ার পর পুনরায় বিবাহ– **পুনর্ভূ**।
বিহায়সে গমন করে যে– **বিহঙ্গ/বিহগ**।
বিদগ্ধ জ্ঞান সম্বন্ধ আছে যার– **বিদুর**।
বীরসন্তান প্রসব করে যে– **বীরপ্রসূ**।
বাক্যের দ্বারা কৃতকলহ– **বচসা**।
বায়ু চলাচলের ক্ষুদ্র পথ– **গবাক্ষ**।

ভ

ভোগ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ– **নির্বাণ**।
ভুজের সাহায্যে চলে যে– **ভুজগ**।
ভবিষ্যতে যা ঘটবে– **ভবিতব্য**।
ভ্রমরের শব্দ– **গুঞ্জন**।
ভোজন করতে ইচ্ছুক– **বুভুক্ষু**।

ম

ময়ূরের ডাক– **কেকা**।
মনোগত ইচ্ছা– **ঈপ্সিত**।
মনে জন্ম যার– **মনসিজ/মনোজ**।
মর্মকে ভেদকারী– **মর্মভেদী**।
মর্মে বেদনা দেয় যা– **মর্মান্তিক, মর্মন্তুদ**।
মাসের শেষ দিন– **সংক্রান্তি**।
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক– **মুমুক্ষু**।
মর্ম স্পর্শ করে যা– **মর্মস্পর্শী**।
মন হরণ করে যা– **মনোহর**।
মেঘের ধ্বনি– **জীমূতমন্দ্র**।
মাছির অভাব– **নির্মক্ষিক**।
মৃৎ অঙ্গ যার– **মৃদঙ্গ**।

য

যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না– **স্থাবর**।
যে সুপথ থেকে কুপথে যায়– **উন্মার্গগামী**।
যা অদূর ভবিষ্যতে হওয়ার কোনো আশা নেই– **সুদূরপরাহত**।
যার প্রভা ক্ষণকাল স্থায়ী– **ক্ষণপ্রভা**।
যা লঙ্ঘন করা যায় না– **অলঙ্ঘ্য, অলঙ্ঘনীয়**।
যে বিদ্যা লাভ করেছে– **কৃতবিদ্য**।
যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে– **কাকবন্ধ্যা**।
যে গাছের ছায়া বিস্তর হয়– **ছায়াতরু**।
যিনি অতিশয় হিসাবি– **পাটোয়ারি**।
যিনি বাক্যে অতি দক্ষ– **বাচস্পতি**।
যে বেঁচে থেকেও মৃতবৎ– **জীবন্মৃত**
যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু– **বন্ধুর**।

র

রন্ধনের যোগ্য– **পাচ্য**।
রস আস্বাদন করা হয় যার দ্বারা– **রসনা**।
রাত্রিকালীন যুদ্ধ– **সৌপ্তিক**।
রঙ্গমঞ্চে দর্শনীয় চিত্রপট– **দৃশ্যপট**।
রেশমের তৈরি– **রেশমি**।
রাহা বা রাস্তায় ডাকাতি– **রাহাজানি**।
রোগাও নয় মোটাও নয়– **দোহারা**।
রোজ উপার্জন– **রুজি**।
রমণের ইচ্ছা– **রিরংসা**।
রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণ– **সন্ধ্যা**।
রোদে শুকানো আম– **আমসি**।

ল

লয় প্রাপ্ত হয়েছে যা– **লীন**।
লাভ করার ইচ্ছা– **লিপ্সা**।
লাফিয়ে চলে যে– **প্লবগ**।
লবণ মিশ্রিত সমুদ্র– **লবণাম্বুধি**।

শ

শত্রুকে জয় করে যে– **শত্রুজিৎ**।
শুনলেই যার মনে থাকে– **শ্রুতিধর**
শিক্ষা গ্রহণ করছে যে– **শিক্ষানবিশ**
শোনা হচ্ছে যা– **শ্রূয়মাণ**।
শকুন্ত পাখির দ্বারা লালিত কন্যা– **শকু**
শোনার জন্য অতিশয় ব্যগ্র– **উৎকর্ণ**
শত পাপড়ি বিশিষ্ট– **শতদল**।

ষ

ষাঁড়ের চেহারা তুল্য– **ষণ্ডামার্কা**।
ষেটে ধানের ভাত– **ষষ্ঠিকান্না**।
ষোলো সংখ্যার পূরক– **ষোড়শ**।
ষোলো বছর বয়স্ক নারী– **ষোড়শী**।

স

সর্বত্র গমন করে যে– **সর্বগ**।
সকলের জন্য প্রযোজ্য– **সার্বজনীন**।
সকলের জন্য কল্যাণকর– **সর্বজনীন**
সংস্কারবিহীন ব্যক্তি– **ব্রাত্য**।
সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ– **কল্লোল**।
স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছে এমন– **স্বাদিত**
সম্মুখের কুঞ্চিত কেশ– **অলক**।
সাপের খোলস– **নির্মোক**।
সুদে টাকা খাটানো– **তেজারতি**।
সৃষ্টি করার ইচ্ছা– **সিসৃক্ষা**।
স্বর্ণকারের মজুরি– **বানি**।

হ

হরেক রকম বলে যে– **হরবোলা**।
হরণ করার ইচ্ছা– **জিহীর্ষা**।
হনন করার ইচ্ছা– **জিঘাংসা**।
হস্তীতাড়নের নিমিত্ত ব্যবহৃত লৌহদণ্ড– **অ**
হরিণের চামড়া– **অজিন**।
হাতির পা বাঁধার শিকল– **আন্দু**।
হস্তীর চিৎকার– **বৃংহিত**।
হাতের চতুর্থ অঙ্গুলি– **অনামিকা**।
হাস্যরসাত্মক নাটক– **প্রহসন**।
হাতির শাবক– **করভ**।
হেমন্তে জাত– **হৈমন্তিক**।
হাতের প্রথম আঙুল– **অঙ্গুষ্ঠ**।

ক্ষ

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম– **পঞ্চভূত**।
ক্ষীণ প্রতিধ্বনির বিস্তার– **অনুরণন**।
ক্ষমা করার ইচ্ছা– **তিতিক্ষা, চিক্ষমিষা**।
ক্ষুদ্র জাতীয় বকবিশেষ– **বলাক**।

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

1. 'যে গাছ কোন কাজে লাগে না' বাক্যটির ঠিক এক কথায় প্রকাশ কোনটি?
Ⓐ ওষধি Ⓑ পরগাছা
Ⓒ আগাছা Ⓓ বনস্পতি
Ans Ⓒ

2. 'জানতে না পারে এরূপ ভাবে' এর এক কথায় প্রকাশ হলো–
Ⓐ অজানা Ⓑ জ্ঞাতার্থে
Ⓒ অজান্তে Ⓓ অজ্ঞাতসারে
Ans Ⓓ

3. 'যা অধ্যয়ন করা হয়েছে' এর এক কথায় প্রকাশ হলো–
Ⓐ পঠিত Ⓑ অধ্যয়নরত
Ⓒ অধীত Ⓓ সুপাঠ্য
Ans Ⓒ

4. 'গ্রন্থাদির টীকা' এর সংকুচিত রূপ হলো–
Ⓐ রাসভ Ⓑ দীপিকা
Ⓒ গব্য Ⓓ শ্বাদ্বল
Ans Ⓑ

5. 'ক্ষমা করার ইচ্ছা' এর সংকুচিত রূপ হলো–
Ⓐ জিজীবিষা Ⓑ চিক্ষমিষা
Ⓒ তিতীর্ষা Ⓓ দিৎসা
Ans Ⓑ

6. 'দুয়ের মধ্যে একটি' এর সংকুচিত রূপ হলো–
Ⓐ দ্বিত্ব Ⓑ অন্যতর
Ⓒ অন্যতম Ⓓ কোনোটিই নয়
Ans Ⓑ

7. 'অনশনে মৃত্যু' এর সংকুচিত রূপ হলো–
Ⓐ প্রমা Ⓑ ঘ্রেয়
Ⓒ প্রায় Ⓓ শরাসন
Ans Ⓒ

8. সিংহের ডাক–
Ⓐ নম্বর Ⓑ নাদ
Ⓒ কেকা Ⓓ মর্মর
Ans Ⓑ

9. এক কথায় প্রকাশ কর : যা হতে পারে–
Ⓐ সম্ভব Ⓑ অবশ্যম্ভাবী
Ⓒ সমাধেয় Ⓓ সম্ভাবিত
Ans Ⓐ

10. যা নিবারণ করা কষ্টকর–
Ⓐ অদম্য Ⓑ দুর্নিবার
Ⓒ অদমনীয় Ⓓ দুর্দম্য
Ans Ⓑ

11. 'জানা যায় না যা' বাক্যটি সংকোচন করলে হয়–
Ⓐ অজানা Ⓑ অচেনা
Ⓒ অজ্ঞেয় Ⓓ তেপান্তর
Ans Ⓒ

12. 'রাত্রির শেষ ভাগ' এক কথায়–
Ⓐ মহানিশা Ⓑ যামিনী
Ⓒ পররাত্র Ⓓ রাত্রিশেষ
Ans Ⓒ

13. 'বেঁচে থাকার ইচ্ছা' বাক্যটি সংকোচন করলে হয়–
Ⓐ অমর Ⓑ মুমুক্ষু
Ⓒ জিজীবিষা Ⓓ ঈপ্সিত
Ans Ⓒ

14. 'মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত' বাক্যটি সংকোচন করলে হয়–
Ⓐ মেটো Ⓑ মেটেল
Ⓒ চিন্ময় Ⓓ মৃন্ময়
Ans Ⓓ

15. 'যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন' বাক্যটি সংকোচন করলে হয়–
Ⓐ বীরযোদ্ধা Ⓑ যুধিষ্ঠির
Ⓒ স্থিরযোদ্ধা Ⓓ সর্বংসহ
Ans Ⓑ

16. 'যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত' এক কথায় কী হবে?
Ⓐ অনূঢ়া Ⓑ নবোঢ়া
Ⓒ বিধবা Ⓓ অবীরা
Ans Ⓓ

17. 'অণুর ভাব' এক কথায় কী হবে?
Ⓐ অরণি Ⓑ অণিমা
Ⓒ আণবিক Ⓓ অনসূয়া
Ans Ⓒ

18. 'বুকে হেঁটে গমন করে যে' এক কথায় কী হবে?
Ⓐ উরগ Ⓑ উপ্ত
Ⓒ বিহগ Ⓓ মৃদঙ্গ
Ans Ⓐ

19. 'ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি' এক কথায় কী হবে?
Ⓐ ঐশ্বর্যবান Ⓑ ঐশ্বর্যশালী
Ⓒ ঐশ্বর্যী Ⓓ ঐশী
Ans Ⓑ

20. এক কথায় প্রকাশ কর : 'পাখির কলরব'–
Ⓐ কুহু Ⓑ কূজন
Ⓒ নিক্বণ Ⓓ মৃন্ময়
Ans Ⓑ

21. এক কথায় প্রকাশ কর : 'গোপন করার ইচ্ছা'–
Ⓐ গুপ্ত Ⓑ গোপনেচ্ছা
Ⓒ জুগুপ্সু Ⓓ জুগুপষা
Ans Ⓒ

22. দু'বার জন্ম হয় যার–
Ⓐ দ্বৈপায়ন Ⓑ বহুভুজ
Ⓒ দ্বিজ Ⓓ ধীমান
Ans Ⓒ

ব্যাকরণ অংশ
অধ্যায় ২১

বাগ্‌ধারা (Idioms)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

❖ বাগ্‌ধারা : বাগ্‌ধারা অর্থ বাচনরীতি বা কথার ধারা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ idiom. সাধারণত যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি কিংবা বাক্যাংশ শুধু আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বাগ্‌ধারা বা বাগ্‌বিধি বলে। বাক্যকে বিশেষ ব্যঞ্জনা দান করাই এর কাজ। যেমন : অঘাটে জল খাওয়া – বাজে কাজ, ভুল কাজ বা অনুচিত কাজ করা।

❖ বাংলা গদ্যে প্রথম বাগ্‌ধারার সার্থক প্রয়োগ ঘটান– পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

গুরুত্বপূর্ণ বাগ্‌ধারার উদাহরণ

অগ্নি পরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা।
অগ্নিশর্মা	অত্যন্ত রেগে গেছে এমন, অতিক্রুদ্ধ।
অষ্টরম্ভা	কাঁচকলা, কিছুই-না, ফাঁকি দেওয়া।
আদায় কাঁচকলায়	ঘোর শত্রুতা।
আষাঢ়ে গল্প	আজগুবি গল্প, উদ্ভট গল্প।
ইতরবিশেষ	সামান্য পার্থক্য, অল্প-স্বল্প তফাত।
ইস্তফা দেওয়া	পদত্যাগ করা, শেষ করা।
উড়নচণ্ডী, উড়নচণ্ডে	অপব্যয়ী।
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি, খ্যাপামি।
উনপাঁজুরে	অপদার্থ।
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্য, মহাসৌভাগ্য।
এলাহি কাণ্ড	বিরাট ব্যাপার।
এসপার-ওসপার	মীমাংসা।
ওজন বুঝে চলা	মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝে চলা।
ওষুধ পড়া	ব্যবস্থা নেওয়া।

CamScanner

কড়িকাঠ গোনা	নিষ্কর্মা বসে থাকা।
কলা দেখানো	ফাঁকি দেওয়া।
কলির সন্ধ্যা	কষ্ট বা দুর্দিনের সূত্রপাতমাত্র।
খয়ের খাঁ	চাটুকার, মোসাহেব।
খেজুরে আলাপ	অকাজের কথা।
খোদার খাসি	চিন্তাভাবনাহীন এবং হৃষ্টপুষ্ট লোক।
গভীর জলের মাছ	খুব চালাক।
গড্ডলিকা-প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ।
গোবরে পদ্মফুল	নীচ বংশে মহৎ ব্যক্তি।
ঘরের শত্রু বিভীষণ	অভ্যন্তরীণ শত্রু।
ঘোড়ার ডিম	অবাস্তব।
ঘোড়ার কামড়	কঠিন জেদ, দৃঢ় পণ।
চড়াই-উতরাই	উত্থান পতন।
চাঁদের হাট	ধনেজনে পরিপূর্ণ সংসার
চিনির বলদ	ভারবাহী অথচ ফলভোগী নয়।
ছক্কা নক্কা	অপচয়, অবহেলা করা।
ছেলের হাতের মোয়া	অনায়াসলভ্য বস্তু।
জগদ্দল পাথর	গুরুভার, অতিশয় ভারী।
জিলাপির প্যাঁচ	কূটবুদ্ধি।
ঝালে ঝোলে অম্বলে	সমস্ত ব্যাপারে, সর্বত্র, সর্বঘটে।
ঝোলে অম্বলে এক করা	দুটি জিনিস মিশিয়ে ফেলা।
টনক নড়া	সজাগ হওয়া।
ঠুঁটো জগন্নাথ	অকর্মণ্য ব্যক্তি।
ডুমুরের ফুল	অদর্শনীয়।
ডুবে ডুবে জল খাওয়া	গোপনে কাজ করা।
ঢাকের কাঠি	তোষামুদে।
তালপাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী।
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী।
তুলসী বনের বাঘ	সুবেশে দুর্বৃত্ত, ভণ্ড।
থতমত খাওয়া	কী করবে বুঝতে না পারা।
থুরে দেওয়া	জব্দ করা।
থোড়াই কেয়ার করা	গ্রাহ্য না করা।
দহরম মহরম	গভীর আন্তরিকতা।
দুকূল বজায় রাখা	উভয়কে সন্তুষ্ট করা।
দোজবরে	দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়।
ধর্মের ষাঁড়	যথেচ্ছাচারী।
ধনুক-ভাঙা পণ	সুকঠিন প্রতিজ্ঞা।
নাক গলানো	অনধিকার চর্চা।
নাড়ির টান	গভীর ও আন্তরিক মমত্ববোধ।
পঞ্চত্ব প্রাপ্তি	মারা যাওয়া।
পরঘড়ি পাম্প মারি	হাড়হাভাতে লোক। [ইবি B ১৮-১৯]
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	সামান্য পরিশ্রমে কাতর।
ফোঁস-মনসা	ক্রোধী লোক। [ইবি B ১৮-১৯]
বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা	অসাধ্য সাধন করা। [রাবি B ১৯-২০]
বিড়াল-তপস্বী	ভণ্ড লোক।
ভিজে বিড়াল	কপটচারী।
ভুঁইফোড়	নতুন আগমন, অর্বাচীন।
মগের মুলুক	অরাজক দেশ।
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন।
যক্ষের ধন	কৃপণের ধন।
যমের অরুচি	কুৎসিত, যে সহজে মরে না।
রসাতলে যাওয়া	অধঃপাতে যাওয়া।
রুই-কাতলা	প্রতিপত্তিশালী লোকজন।
লেজে খেলানো	কারও সঙ্গে ক্রমাগত চালাকি করা।
লোহার কার্তিক	কালো কুৎসিত লোক। [ইবি B ১৮-১৯]
শনির দশা	দুঃসময়।
শিকায় তোলা	স্থগিত।
ষাঁড়ের গোবর	অপদার্থ লোক।
ষোলো আনা পূর্ণ	পূর্ণতা লাভ।
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ	বৃহৎ বিষয়।
সুলুক-সন্ধান	খোঁজখবর।
হরিহর আত্মা	অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব।
হাপিত্যেশ	ব্যাকুল কামনা।
হেস্তনেস্ত	শেষ মীমাংসা।

✈ সমার্থ বিশিষ্ট কয়েকটি বাগ্‌ধারা :

অপদার্থ, অকর্মণ্য, অক্ষম	আমড়া কাঠের ঢেঁকি, বুদ্ধির ঢেঁকি, কায়েতের ঘরের ঢেঁ… ঢেঁকির কুমির, কুমড়ো কাটা বটঠাকুর, কচুবনের কাল… অকাল কুষ্মাণ্ড, ঘটিরাম, ঘণ্টাগরুড়, গোবর গণেশ, ষাঁ… গোবর, ঠুঁটো জগন্নাথ, ঢাকের বায়া, অভাজন, উনপাঁজুরে…
ভীষণ শত্রুতা	অহি-নকুল সম্বন্ধ, দা-কুমড়া, গজ-কচ্ছপের লড়াই, সাপে-নেউলে…
সুসময়ের বন্ধু	দুধের মাছি, সুখের পায়রা, বসন্তের কোকিল, শরতে… শিশির, লক্ষ্মীর বরযাত্রী।
উপযুক্ত মিলন	রাজযোটক, সোনায় সোহাগা, মণিকাঞ্চন যোগ, আমে-দু… মেশা।
কপটাচারী	বিড়াল তপস্বী, ভিজে বিড়াল, বর্ণচোরা।
তোষামোদকারী	ধামাধরা, ঢাকের কাঠি, খয়ের খাঁ।
অলস	কূর্ম অবতার, অকর্মার ধাড়ি, ঢিমেতেতালা, ইতুনিদকুঁড়ে।
একমাত্র অবলম্বন	শিবরাত্রির সলতে, সবেধন নীলমণি, অন্ধের যষ্টি, অন্ধের নড়ি।
পালানো	পগারপার, পৃষ্ঠপ্রদর্শন।
উভয় সংকট	শাখের করাত, সাপের ছুঁচো গেলা, জলে কুমির ডাঙ্গায় বা… রাম ভজি কি রহিম ভজি, দু নৌকায় পা, এগুলে রা… পেছুলে রাবণ।

✈ পাঠ্যবইয়ের গুরুত্বপূর্ণ বাগ্‌ধারা :

কড়িকাঠ গোনা– নিষ্কর্মা বসে থাকা।	কাঁটা দেওয়া– বাঁধা দেওয়া।
দোহাই মানা– নজির দেখানো।	পৃষ্ঠপ্রদর্শন– পালানো।
দা-কুমড়া সম্বন্ধ– ভীষণ শত্রুতা।	লঙ্কাভাগ– স্বার্থ চিন্তা।
নিরাক পড়া– হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় ভরা।	বাজখাঁই– কর্কশ ও উঁচু।
পঞ্চমুখ– প্রশংসামুখর হওয়া।	চক্রতোলা– ফণা তোলা।
রসাতলে গমন– অধঃপাতে যাওয়া।	চুলায় যাওয়া– গোল্লায় যাওয়া।
শিকায় তোলা– মুলতুবি রাখা।	বাজারে কাটা– বিক্রি হওয়া।

CamScanner

Part 2 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'আলাভোলা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
Ⓐ অসহায় Ⓑ সাদাসিধে Ⓒ অকর্মণ্য Ⓓ অলস Ans Ⓑ

02. 'আদায় কাঁচকলায়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
Ⓐ শত্রুতা Ⓑ বন্ধুত্ব Ⓒ অপদার্থ Ⓓ অকালপক্ব Ans Ⓐ

03. 'বকধার্মিক' বাগ্‌ধারার অর্থ হলো –
Ⓐ বকের মত ধার্মিক Ⓑ চতুর শিকারি
Ⓒ তাপস Ⓓ ভণ্ড Ans Ⓓ

04. 'অন্তর টিপুনি' বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ বিপদ Ⓑ গোপন ব্যথা Ⓒ গভীর প্রেম Ⓓ সমূহ ব্যথা Ans Ⓑ

05. 'পান্তা ভাতে ঘি' বাগ্‌বিধির অর্থ–
Ⓐ বিলাস Ⓑ অপচয় Ⓒ স্বাদু Ⓓ নষ্ট Ans Ⓑ

06. 'ডামাডোল' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে–
Ⓐ হৈ চৈ Ⓑ চিৎকার Ⓒ গোলযোগ Ⓓ যুদ্ধ Ans Ⓒ

07. 'ঘটিরাম' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
Ⓐ ভণ্ড ধার্মিক Ⓑ ন্যাকামি Ⓒ বড়মুখ Ⓓ নির্বোধ Ans Ⓓ

08. 'চুলায় দেওয়া'র বিশিষ্টার্থ–
Ⓐ পরিত্যাগ করা Ⓑ সর্বনাশ করা
Ⓒ নিশ্চিহ্ন করা Ⓓ পোড়ানো Ans Ⓑ

09. 'গরমা-গরম' এর বিশিষ্টার্থ–
Ⓐ টাটকা Ⓑ উত্তেজনাপূর্ণ Ⓒ সাম্প্রতিক Ⓓ উত্তপ্ত Ans Ⓐ

10. আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে যখন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে আমরা বলি–
Ⓐ প্রত্যয় Ⓑ উপসর্গ Ⓒ শব্দগঠন Ⓓ বাগ্‌ধারা Ans Ⓓ

11. 'উলুখাগড়া' বাগ্‌ধারার অর্থ–
Ⓐ খড়কুটো Ⓑ দুর্বল ও ব্যক্তিত্বহীন Ⓒ তুচ্ছ ব্যক্তি Ⓓ আপদ Ans Ⓒ

12. 'টুপভুজঙ্গ' বাগ্‌ধারার অর্থ–
Ⓐ জল-সাপ Ⓑ নির্লজ্জ Ⓒ নেশাগ্রস্ত Ⓓ গো-সাপ Ans Ⓒ

13. 'কূর্ম অবতার' বোঝায়?
Ⓐ অসহায় Ⓑ সংকীর্ণচিত্ত Ⓒ অভিজাত Ⓓ অলস Ans Ⓓ

14. 'চল্লিশের কোঠা' বলতে কী বোঝানো হয়?
Ⓐ একচল্লিশ Ⓑ পঁয়তাল্লিশ
Ⓒ উনচল্লিশ Ⓓ উনপঞ্চাশ Ans Ⓒ

15. 'তাল ঠোকা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
Ⓐ অহংকার করা Ⓑ সগর্ব উক্তি Ⓒ কার্পণ্য করা Ⓓ ব্যঙ্গ উক্তি Ans Ⓑ

16. 'কোলাব্যাঙ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
Ⓐ ঘরকুনো Ⓑ ঝগড়াটে
Ⓒ কৃপণব্যক্তি Ⓓ বাকসর্বস্ব Ans Ⓓ

17. 'কেঁচে গণ্ডুষ' বাগ্‌ধারাটির ঠিক অর্থ?
Ⓐ পুনরায় আরম্ভ Ⓑ দেরি করা Ⓒ সামান্য Ⓓ বাদ দেয়া Ans Ⓐ

18. 'উনকোটি চৌষট্টি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
Ⓐ প্রহার Ⓑ জব্দ করা
Ⓒ ন্যাকামি Ⓓ প্রায় সম্পূর্ণ Ans Ⓓ

19. 'জড়-ভরত' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
Ⓐ চাটুকার Ⓑ খুব ধনী
Ⓒ অকর্মণ্য ব্যক্তি Ⓓ স্পষ্টবাদী Ans Ⓒ

20. 'কচুবনের কালাচাঁদ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
Ⓐ তোষামুদে Ⓑ কাণ্ডজ্ঞানহীন
Ⓒ নির্বাক Ⓓ স্বেচ্ছাচারী Ans Ⓑ

21. 'নকড়া ছকড়া করা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
Ⓐ অবজ্ঞা করা Ⓑ ভণ্ড
Ⓒ তুচ্ছজ্ঞান করা Ⓓ ভান করা Ans Ⓒ

22. 'দা-কুমড়া' বাগ্‌ধারাটির একই অর্থ প্রকাশ করে–
Ⓐ চোখের বালি Ⓑ নয়ছয়
Ⓒ লেফাফা দুরস্ত Ⓓ অহিনকুল Ans Ⓓ

23. 'চিনির পুতুল' বাগ্‌ধারাটির উপযুক্ত অর্থ কোনটি?
Ⓐ ক্ষণস্থায়ী Ⓑ আকর্ষণীয়
Ⓒ অল্প পরিশ্রমী Ⓓ দর্শনীয় Ans Ⓒ

24. 'কাঁচা সোনা' এর অর্থ কী?
Ⓐ ভেজাল স্বর্ণ Ⓑ নিখাদ স্বর্ণ Ⓒ খাদযুক্ত স্বর্ণ Ⓓ গলিত স্বর্ণ Ans Ⓑ

25. 'ছা-পোষা' কথাটির অর্থ–
Ⓐ বোকা Ⓑ ধনী Ⓒ অত্যন্ত দরিদ্র Ⓓ গরিব Ans Ⓒ

26. বাগ্‌ধারা যুগলের মধ্যে কোন জোড়া সর্বাধিক সমার্থবাচক?
Ⓐ অমাবস্যার চাঁদ, আকাশ কুসুম Ⓑ বকধার্মিক, বিড়াল তপস্বী
Ⓒ রুই কাতলা, কেউকেটা Ⓓ বকধার্মিক, ভিজে বিড়াল Ans Ⓑ

27. 'হতভাগ্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়–
Ⓐ আট কপালে Ⓑ উড়নচণ্ডী Ⓒ ছা-পোষা Ⓓ ভুশুণ্ডির কাক Ans Ⓐ

28. 'দলপতি' অর্থে বাগ্‌ধারা কোনটি?
Ⓐ পালের গোদা Ⓑ রুই-কাতলা
Ⓒ রাঘব-বোয়াল Ⓓ ভুশুণ্ডির কাক Ans Ⓐ

29. 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
Ⓐ অতিরিক্ত মায়াকান্না Ⓑ সুযোগের সদ্ব্যবহার
Ⓒ সুযোগ থাকতে নষ্ট Ⓓ অর্থের কু-প্রভাব Ans Ⓒ

30. 'পোঁ-ধরা' এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
Ⓐ বেহায়া Ⓑ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ Ⓒ মোসাহেবি করা Ⓓ ক্ষণস্থায়ী Ans Ⓒ

31. 'লগন চাঁদ' বাগ্‌ধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়–
Ⓐ অলীক কল্পনা Ⓑ অযোগ্য ব্যক্তি Ⓒ ভণ্ড Ⓓ ভাগ্যবান Ans Ⓓ

32. 'গালি দেওয়া' বোঝাতে কোন বাগ্‌ধারাটির প্রয়োজন?
Ⓐ সাপে-নেউলে Ⓑ শ-কার ব-কার করা
Ⓒ সাত সতেরো Ⓓ শিরে সংক্রান্তি Ans Ⓑ

33. ভিন্নার্থক বাগ্‌ধারা কোনটি?
Ⓐ বিড়াল তপস্বী Ⓑ বক ধার্মিক Ⓒ ভুশুণ্ডির কাক Ⓓ ভিজে বিড়াল Ans Ⓒ

34. 'পাততাড়ি গুটানো' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
Ⓐ প্রস্থানায়োজন Ⓑ চলে যাওয়া
Ⓒ ক্ষণস্থায়ী হওয়া Ⓓ কোনোটিই নয় Ans Ⓐ

35. 'মাথা দেওয়া' বলতে বোঝায়–
Ⓐ ভাবনা করা Ⓑ আগ্রহ দেখানো
Ⓒ দায়িত্ব গ্রহণ Ⓓ আত্মহত্যা করা Ans Ⓒ

36. কোন বাগ্‌ধারাটি সমার্থক নয়?
Ⓐ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা Ⓑ অহি-নকুল সম্বন্ধ
Ⓒ দা-কুমড়া Ⓓ আদায় কাঁচকলায় Ans Ⓐ

37. 'ননির পুতুল' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
Ⓐ পুতুলের ন্যায় Ⓑ অতি আদরের
Ⓒ অতি ভদ্র Ⓓ অতি চঞ্চল Ans Ⓑ

38. 'গোঁফ খেজুরে' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
Ⓐ নিতান্ত অলস Ⓑ উদাসীন
Ⓒ আরামপ্রিয় Ⓓ পরমুখাপেক্ষী Ans Ⓐ

39. কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ অন্য তিনটির অর্থ থেকে ভিন্ন?
Ⓐ দুধের মাছি Ⓑ বসন্তের কোকিল
Ⓒ ননীর পুতুল Ⓓ সুখের পায়রা Ans Ⓒ

40. কোন বাগ্‌ধারাটি 'খেয়াল রাখা' অর্থ প্রকাশ করে?
Ⓐ নজর কাড়া Ⓑ নজর দেওয়া
Ⓒ নজরে পড়া Ⓓ নজরছাড়া Ans Ⓑ

CS CamScanner